ওথেলো

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
অনূদিত

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমী
রবীন্দ্রভবন, ফিরোজশাহ্ রোড, নিউ দিল্লী-১।
রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক ৫বি, কলিকাতা-২৯।
১৫ ক্যাথিড্রেল গার্ডেন রোড, মাদ্রাজ-৩৪।

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (অবিনাশ প্রেস), ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ হইতে সুরজিৎচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক মূল্যবোধ যাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে ইউনেস্কোর যে বৃহৎ পরিকল্পনা আছে তার অন্তর্ভুক্ত সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত উইলিঅম শেক্সপীঅরের 'ওথেলো' নাটকের এই অনুবাদটি ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশিত হল।

উৎসর্গ

পূর্বে যাঁরা শেক্সপীঅরকে বাংলাভাষায় সাজিয়েছেন,
মহাকবির চতুর্থশতবর্ষ উদ্‌যাপনের লগ্নে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য॥

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাকালে প্রাপ্তি সত্ত্বেও নানা অনিবার্য প্রতিবন্ধকতার দরুন প্রকাশে বিলম্ব ঘটল। অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

ভাবতে ভালো লাগে যে শেক্সপীঅরের চতুর্থশতবার্ষিকী হুজুগের অনেক আগে থেকে এবং সরকারী প্রচেষ্টার বহু আগেই বাংলায় শেক্সপীঅরের অনুবাদ করেছেন একাধিক গণ্যমান্য লেখক। অন্তত বিশ-পঁচিশটি নাট্যানুবাদ বাংলায় পড়তে পাওয়া যায় এবং কমবেশি ক্ষমতা হলেও মোটামুটি স্বচ্ছন্দে পড়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি দুর্গত প্রদেশের ভাষার পক্ষে গর্বের কথা।

বিদ্যাসাগরের অবলম্বন-রচনা 'ভ্রান্তিবিলাস' নিশ্চয়, মাইকেলের হেকটরবধ-এর মতোই, বাংলাদেশের সাহিত্যচৈতন্যে স্মরণীয় প্রসার। মর্চেন্ট অব্ ভেনিসের বাংলায় আদি অনুবাদের বয়সও আমাদের সুনীলবাবুর কাছেই শুনেছি একশো বছরের বেশি। ম্যাকবেথের অনুবাদ শুধু যে মহানাট্যকার ও নট গিরিশচন্দ্রের ভাবালম্বনে বঙ্গীয় প্রাণ পেয়েছিল তাই নয়, সম্ভবত রাজনৈতিক সামাজিক প্রেরণার অগোচর আবেগেই আমাদের কৃতী লেখক অনেকেই ম্যাকবেথ ভাষান্তরিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুবাদ অসতর্ক হলেও পঠনীয়, বিখ্যাত কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পদ্যানুবাদের লঘু পঠনীয়তা উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার স্বদেশী মানুষ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ছন্দোময় গদ্যে অনুবাদটিও পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নীরেন রায় মহাশয়ের আক্ষরিক প্রচেষ্টাও অনেক পাঠকের পরিচিত।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচিত্র রচনায় রোমিও এণ্ড জুলিয়েট্, জ্যোতি ঠাকুরের জুলিয়াস সীজর, এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের, দেবেন্দ্রনাথ বসুর, পশুপতি ভট্টাচার্যের অ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা, ওথেলো, অ্যাজ ইউ লাইক ইট, সিম্বেলীন প্রভৃতি হয়তো আজ অনেকের মনে নেই। তবু উৎপল দত্তের নাট্যপ্রচেষ্টা দেখে, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ তিনটি পড়ে আমি অন্তত আশান্বিত।

শেক্সপীঅরের বাংলা অনুবাদ পড়ে যা সচরাচর মনে হয়, তা উপন্যাসের জগতে যিনি বালজাকের সঙ্গে মিলে শেক্সপীঅরের জুড়ি, সেই তলস্তয়ের শেক্সপীঅর-বিচারকে একটি বিষয়ে সহজেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। তলস্তয়ী না হলেও সংবুদ্ধিকে মানতেই হবে যে তলস্তয় তাঁর বিচারে যে সব মৌলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন সে সাহিত্যিক, নৈতিক, সাহিত্যিক

সমালোচনা এক কথায় হেসে ওড়ানো সহজ হলেও কথাগুলি গভীর ও জটিল। তার মধ্যে একটি প্রধান বক্তব্য ছিল তলস্তয়ের মতে শেক্সপীঅরী নাট্যকাব্যের বাক্‌সর্বস্বতার বিষয়ে।

নাট্যের প্রয়োজন বা চরিত্রের প্রয়োজনে নয়, কথা থেকে কথার ঝোঁকে শেক্সপীঅরের প্রতিভা নাকি স্ফুরিত হয়ে চলে। তলস্তয় ছিলেন মহান গদ্যলেখক, গল্পের উপন্যাসের এবং নাটকেরও; আর কে না জানে শেক্স-পীঅর ছিলেন মুখ্যত কবি, কবিনাট্যকার রাজ্যের বাদশা। সেইজন্যই কি এলিঅটের মতো কবি নাটক লিখতে বসে উত্তরোত্তর চেষ্টা করে যাচ্ছেন কবিত্বহীনতার নাট্যরচনার? যার জন্য তাঁর শেষ কটি নাটক আধুনিক মঞ্চে নাকি খুব জমে, পাঠে তা যতই কাব্যহীন লাগুক। কিন্তু শেক্স-পীঅরের নাটকে প্রতিটি চরিত্রের যে বিশিষ্ট ইমেজপরম্পরায় বা কল্প-প্রতিমার পরম্পরায় সংহত নাট্যচারিত্র্য, সে কি ঐ কথার কবিত্বের নবাবী ছাড়া কখনও প্রাণ পেত?

সে যাই হোক, বাংলা অনুবাদ বিষয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কথা বা শব্দের এই মাহাত্ম্যে আমাদের বিদ্বজ্জন ভোলেন নি। সে কি শুধু গল্পের জন্য, ঘটনার নাট্যাঘাতের জন্য, লোভভয়ক্রোধ ইত্যাদি মানুষের রিপুগুলির বাহন তৈরির জন্য, যা কাব্যের পথে উপস্থিত হলেও স্বভাব-বশে কাব্যের তোয়াক্কা রাখে না? তা না হলে এত মহাজন কেন কাব্য-নাট্যের নাটকীয়তার দিকে ঝোঁক দিয়ে এই কাব্যের দৈবগুণ তো বটেই এমন কি অনুবাদের যথাযথতাও গৌণ মনে করেন?

সুনীল চট্টোপাধ্যায় এই দিক থেকে বিস্ময়কর অনুবাদ দেখান তাঁর মার্চেন্ট অব ভেনিস-এ। অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর তৎকৃত অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। সুনীলবাবুর অনুবাদতত্ত্ব মূলানুগতায় নির্ভর। এবং তার প্রায় বিপরীত কঠিন দ্বিতীয় দাবিটি সজ্ঞানে মানতে গিয়ে তিনি যে মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে পাঠকের কৃতজ্ঞতা জানাই : তাঁর অনুবাদ পড়া যায়। এবং অভিনয়ও করা যায়।

অনুবাদকার্যের দুরূহতা হয়তো নিজে কাব্যসংবেদ্য মানুষ হয়ে অনুবাদ করতে গেলে সম্যক বোঝা সহজ। কিন্তু সুকুমারমনা পাঠক একটু কল্পনা করলেই বুঝতে পারবেন কতগুলি স্তরে অনুবাদককে এই দুরূহতার মুখোমুখি বসে ক্লেজ করতে হয়। প্রথমত এলিজাবেথীয় সমাজসভ্যতার শিকড় বাংলায় গজায় নি। কোথায় সেই ডাকাতির, সাম্রাজ্য-বাদের বীজরোপণের, বুর্জোয়া ব্যবসায়ের, লুঠতরাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা?

কোথায় সেই পরমপাপবিদ্ধ খৃষ্টধর্মের আত্মগ্লানি, আবার নব মানবিকতার মুক্তিজিজ্ঞাসার উদ্দাম উল্লাস? আর দ্বিধাভক্ত দৈহিকতার নেশা? আবার সমবেদনার গভীরতা ও মনের সৌকুমার্য, এবং স্থূলতা আর অস্থির কিন্তু বলিষ্ঠ অশ্লীলতা? মানুষের আবেগ সর্বত্র মূলত এক হলেও তার পুরুষার্থ ও রসাভাসের বিন্যাস তো দেশকালের ও সমাজের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। ফলে ভাষার সমতা খুঁজে পাওয়া যায় না ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, এমন কি একই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে। অধিকন্তু, নাটক যেহেতু শুধু পঠনপাঠনের জন্য লেখা কাব্য নয়, পরন্তু অতিমাত্রায় জীবনময় কর্মনির্ভর, তাই নাটকের ক্ষেত্রে ভাষান্তরের সমস্যা আরো জটিল।

এ কথা মনে রাখলে বোঝা কঠিন নয়, কী সাহস ও দীর্ঘ ধৈর্য আছে সুনীলবাবুর শেক্সপীঅরী নাটকগুলি অনুবাদের কৃতিত্বে। তর্ক অবশ্য উঠতে পারে ওথেলোর এই অনুবাদের তত্ত্ব বিষয়ে। 'সাহিত্যপত্র'-তে প্রকাশিত অনুবাদে সুনীলবাবু যে রীতি অবলম্বন করেছিলেন, অসীম অধ্যবসায়ে তা আবার পরিবর্তন করে তিনি এবারে ওথেলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথম আনুবাদিক ভাষ্যে তাঁর মন ছিল মহাকবির কাব্যভাষার মাহাত্ম্যে। কিন্তু আজকের বাঙালী রঙ্গমঞ্চে সাধুভাষার কবিত্ব নাকি অচল, শ্রোতারাও নাকি বিব্রত বোধ করেন। তাই সুনীলবাবু এবারে বর্তমান নাট্যাবৃত্তির রুচিকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সন্দেহ নাই, যে সাহিত্যিক ভাষায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা নাটকীয় কাব্য লিখতেন এবং যে নাটকে বাঙালী শ্রোতার দক্ষ শ্রবণশক্তি ও সবল কবিত্ববোধ তৃপ্তিলাভ করত, তা অধুনাতন রুচির অভ্যাসে ব্যবহার করা কঠিন। অথচ বিশুদ্ধ অর্থাৎ সীমা-নির্দিষ্ট কথ্যভাষায় ভাবের এক মহল থেকে আরেক মহলে চট্ করে যাওয়াআসা সচরাচর সাবলীল হয় না, তাছাড়া আমাদের কথ্যভাষা ক্রিয়ার ব্যাপারে বড়ই দুর্বল। অস্বাভাবিক আড়ষ্ট কবিয়ানা থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার চেষ্টা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু এখন বোধহয় পরবর্তী দ্বিজ স্বাধীনতার চর্চা করাও দরকার।

বিশেষ করে শেক্সপীঅরের মতো চলাচলের কবির নাটকের অনুবাদে, কারণ মহাকবির নিজের ভাষা সাধুরীতি ও কথ্যরীতির উভয়ত জল-চল্ যুগের অনির্দিষ্ট ইংরেজির চরম কীর্তি। এবং কনভেনশনাল বা সংকেতিত মার্গেই তাঁর নাটকের জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে, যদিচ সে তীর্থ-ক্ষেত্রে বিচরণের অবাধ স্বাধীনতা তাঁর দৈবী প্রতিভার নিজস্ব বাহাদুরি।

কিন্তু এ-বিষয়ে সচেতন ও বিনীতভাবে সচেষ্ট থাকা ছাড়া আর কিছু এখনই আশা করা বোধহয় আতিশয্য। বস্তুত ইংরেজি কাব্য আমরা দেড়শো বছর ধরে পড়ছি, মুখস্থ করছি, নোটবই লিখছি বটে, কিন্তু আমাদের মনের অন্দরে তা এখনও আত্মীয় হয়ে ওঠে নি।

বাংলাদেশে শেক্সপীঅরচর্চার একটা বিহঙ্গচক্ষু হিসাবনিকাশ করলেও বোঝা যায় কী অবান্তর আমাদের ইংরেজিজানা সাহিত্যবিলাসীর অভিমান। হিন্দু কলেজের যুগে কর্তাদের সাহিত্যোৎসাহ ছিল প্রবল এবং বেকারবারী, শুদ্ধ, কিন্তু তাঁরাও শেক্সপীঅরকে দেখতেন বিচ্ছিন্ন এক একক প্রতিভার উদাহরণ হিসাবে। ঐ প্রতিভা, সবাই জানে, অসামান্য, তবু অসামান্য কবিপ্রতিভার জমিতেও থাকে অনেক উত্তরাধিকারের মাটি-জল-রৌদ্র এবং সমসাময়িকদের মানসিক প্রভাব, কাব্যচেষ্টার নির্দেশ। কিন্তু চার্লস ল্যাম হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচিত হলেও এলিজাবিথীয় বা তাঁর পূর্বজ কাব্য বা নাট্যান্দোলন বিষয়ে শুনেছি তাঁরা খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ফলে শেক্সপীঅরের 'নৈতিমূলক শক্তিমত্তা'র সঙ্গে সঙ্গে রিচার্ডসন ডিরোজিওর শিষ্যরা ভাবতেন 'অহম-নির্ভর মাহাত্ম্যবাদী' মিলটনের সমধর্মিতার কথা, ডন বা অন্যান্য মানবিক কবিদের নয়, যাঁদের জীবন্ত শব্দব্যবহারে, ছন্দে, উইট বা ব্যঙ্গবিদগ্ধ দ্ব্যর্থময় গভীরতার দোসর পায় শেক্সপীঅরের জীবনোৎসারিত সেমাণ্টিক ঐশ্বর্যে। পূর্বপুরুষ হিন্দু কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের বৃত্তিধারী ছিলেন, সেইসূত্রে সেকালের শেক্সপীঅর-প্রীতির বিশেষত্ব বিষয়ে আলোচনা শুনেছি এবং দেখেছি পরের কয় যুগের সাহিত্যিক রুচির পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য। শেক্সপীঅর, মিলটন, বাইরন—অবশ্য ওআর্ডসওয়ার্থ বিষয়ে মাইকেলের আশ্চর্য চিঠি স্মরণীয়—ইত্যাদির বিন্যাসটি পালটে যায়। শেক্সপীঅর, মিলটন—হ্যাঁ, কিন্তু তারপরে বাইরন হয়ে পড়েন অনাদৃত, আসেন লর্ড টেনিসন।

সাম্রাজ্যের দূর দরিদ্র প্রদেশের এংলোনেসান্সে হয়তো এই সব রকমফের স্বাভাবিক, বিশেষ করে মহারাণীর ভাষায় আশৈশব আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন দেখা যায় যে মানসের তলে তলে, রক্তস্রোতে ইংরেজি চলে না, বরং মননকেই করে দেয় এই শিক্ষার চোটে বিকল, নীরক্ত; তাই নিকটকালীন আধুনিক বা নূতন কবির সাক্ষাতে এ দেশে শিক্ষিত সমাজে এত বিমূঢ়তা। সেইজন্যই বোধহয় শিক্ষণ-ব্যবস্থায় এত বছর ধরে শেক্সপীয়র নির্যাস পান করিয়েও দেশে আজ অবধি শেক্সপীঅরের কোনও মৌলিক অথবা সাহিত্য-

সংবেদিত সমালোচনা বেরোল না, বহু মূর্খপণ্ডিতী বা গতানুগতিক, পরের মুখে ঝালমিষ্টি খাওয়া চেষ্টা ছাড়া, তা সে ইংরেজিতেই হোক বা বাংলাতে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। এবং স্বাভাবিক কারণেই। কারণ তিনি কবি, কারণ তিনি সাহিত্যমাত্রকেই, ভোগ্য, নন্দনকর, জীবন্ত—এই বিচারণায় গ্রহণ করতেন, তাঁর পঠনপাঠন নিতান্তই শুদ্ধ অর্থাৎ ডক্টর-কম্পাউণ্ডর হবার মতো মনের মৃত্যুতে খাদ্য সংগ্রহ করার তত্ত্বের তিনি ছিলেন আজীবন বিরোধী। এবং ইংরেজিতে তাঁর কর্তৃত্ব জগতবিখ্যাত হলেও তাঁর মন মানুষ হয়েছিল মাতৃভাষার অস্থিমজ্জাগত ঘনিষ্ঠ মাধ্যমে। তাই সম্ভব ছিল তাঁর তর্কসাপেক্ষ কিন্তু মৌলিক শেক্সপীঅর-বিচার, যা 'প্রাচীন সাহিত্য'-তে প্রতিবাদী আতিশয্যে হয়তো ঈষৎ অপরিচ্ছন্ন হলেও 'ক্রিয়েটিভ্ ইউনিটি'-র পরিণত বক্তব্যে পরিষ্কার। কিন্তু সাহিত্যানীহ হলেও পণ্ডিতী পরিশ্রমে কিছু হল না কেন? অথচ প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের মতো অসাধারণ প্রাণময় শেক্সপীঅর-শিক্ষক তো এদেশে বহুকাল ধরে পড়িয়েছেন।

তাই উৎপল দত্তদের নাট্য আন্দোলনে শেক্সপীঅরের বিশিষ্ট মর্যাদায় আশান্বিত লাগে। এবং ইচ্ছা করে বিজন ভট্টাচার্যকে দেখি বাংলার নাট্য-রূপে লিয়রের ভূমিকায়। শম্ভূ মিত্র কবে মাতবেন হ্যামলেটের উদ্‌ভ্রান্ত স্বগতোচ্ছ্বাস বা টাইমনের চরম তিক্ততায় অথবা কোরিওলেনসের অস্পৃহা গর্বের নাটকীয়তে? রূপকার-সম্প্রদায় এবারে ব্যাপিকাবিদায়ের ভ্রান্তি-বিলাসী হাস্য থেকে চলে আসুন বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার মধ্যে বেনেডিক্ট ও বিয়েট্রিসের বাকযুদ্ধে।

এবং এই আশায় ইন্ধন জোগায় সুনীলবাবুর নিরন্তর শেক্সপীঅর—শ্রবণ না হোক—মনন ও ধ্যান এবং তাঁর নিরলস পরিশ্রম। তাঁর এই তৃতীয় প্রয়াস তাই আমার কাছে এত মূল্যবান—যদিচ স্বর্গত বন্ধুবর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তর্কে কখনও একমত হতে পারি নি, যে ওথেলোই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটক; যেহেতু প্রেম নয়, ঈর্ষাই হচ্ছে মানুষের প্রেমের আদি প্রেরণা-শক্তি। আশা করি, অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার ঈর্ষাজয়ী মরণোত্তীর্ণ প্রেমের রাজকীয় আকাশ-বিহার সুনীলবাবুকে অনুপ্রাণিত করবে তাঁর চতুর্থ অনুবাদে॥

বিষ্ণু দে

অনুবাদের সপক্ষে

শেক্সপীঅর অনুবাদের অসম্ভাব্যতায় দৃঢ়নিশ্চয় এমন ইংরেজী ভাষা-ভিজ্ঞ বাঙালীর দর্শন দুর্লভ নয়, যাঁদের কাছে এই মহাকবিকে অনুবাদ করার মতো পণ্ডশ্রম আর কিছু থাকতে পারে না। পণ্ডশ্রম এই জন্যে যে, যাঁরা ইংরেজী জানেন এবং মূলের রসাস্বাদন করতে পারেন, অনুবাদ তাঁদের কাছে মূলের দুর্গতির স্মারক মাত্র। এবং যাঁরা ইংরেজী জানেন না, সেই অপাংক্তেয়দের জন্যে ভাবনার কারণ নেই, যেহেতু তাদের কাছে শেক্স-পীঅরও যা মুচিরাম গুড়ও তাই। কোনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশীয় বা জাপানীর মুখ থেকে অনুবাদ না করার এইরূপ যুক্তি কল্পনাতীত; তার একমাত্র কারণ, তারা তাদের ভাষার সঙ্গে অদ্বৈত। আমাদের কাছে আমাদের ভাষাটা নিতান্তই মাতৃভাষা; তাই তার স্থান অন্দরমহলে, মায়ের আঁচলে বাঁধা। আফিসে, কাছারিতে, বহির্জগতের কর্মকাণ্ডের সব ক্ষেত্রে আজও সেই ভাষাকে ঘোমটা টেনে চলতে হয়, যদিও আইনত এই ঘোমটা খুলে ফেলার অধিকার সে অর্জন করেছে। জন্মগত অধিকারকে যখন আইনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তখন সে-অধিকারে ন্যায়বিচার থাকলেও, ব্যবহারের সহজাত স্ফূর্তি থাকে না। ইংরেজ বা ফরাসী কল্পনাই করতে পারে না, তাদের ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের কোনো অস্তিত্ব আছে। ভাষার প্রতি এই মমত্ব, এ বিধিবদ্ধ কোন অধিকার নয়, এ তাদের সত্তার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই তারা পরকে আপন করে সাজাতে জানে, আপনকে দূরে ঠেলে গৌরববোধ করে না। তাই ফরাসী, জার্মাণ, রুশীয়রা যখন নিজেদের ভাষায় শেক্সপীঅরকে অনুবাদ করে অভিনয় করে, তার দ্বারা এই প্রমাণিত হয় না, তাদের রসবোধ আমাদের মতো উন্নত নয়, তার দ্বারা প্রমাণ হয় তারা মূলের ততটুকু রসাস্বাদনেই তৃপ্ত যতটুকু তাদের ভাষা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মূলকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করার শক্তি কোনো ভাষারই নেই। তবু, স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত রেখে ভিন্নভাষী পাঠক অনুবাদককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন রাখে। ভাষার এই বাহিকশক্তিকে আবিষ্কার করা সহজ কাজ নয়। এইজন্যে এইসব দেশে অনুবাদ মৌলিক সাহিত্যের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরা অনুবাদকে মূলানুগ করার কাজে ব্যাপৃত। তাই শেক্সপীঅরের এই চতুর্থ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের লগ্নে,

পৃথিবীর সবদেশ যখন শেক্সপীঅরের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা স্মরণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, তখন আমরা তাঁকে মহাকবি বলে শ্রদ্ধা জানালেও, আত্মীয় বলে ভাবতে দ্বিধান্বিত। তা এই চতুর্থ শতবার্ষিক শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড থেকেই বোঝা যায়। আমাদের গবেষকরা বাঙলা-সাহিত্যের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে শেক্সপীঅরের ছিটেফোঁটা যদি কোথাও পাওয়া যায় তার সন্ধানে ব্যস্ত, যাতে, বৃষোৎসর্গ না হলেও, অন্তত তিলতর্পণটুকু করা চলে। অন্যদিকে শেক্সপীঅর অভিনয়ের উৎসাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় মূল ইংরেজীতে, নয়তো অপ্রচলিত কোনো প্রাচীন অনুবাদে সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্গীয় শেক্সপীঅর পরিষদের প্রচেষ্টার কথা। ১৯৫১ সালে মুখ্যত শ্রদ্ধেয় নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উৎসাহে এবং শেক্সপীঅর-উৎসাহী বিদ্বজ্জনের সহযোগে এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায়ের বিদেশগমনের পূর্ব পর্যন্ত, পরিষদ কলিকাতার নাট্যামোদী মহলে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে, তা যদি অদ্যাবধি বজায় থাকত, তাহলে এতদিনে বাঙলায় শেক্সপীঅর অনেক বেশি সুগম হত। প্রতি বৎসর শেক্সপীঅরদিবস পালন, শেক্সপীঅর নাটকের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ, শেক্সপীঅর সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ছাড়া, এ কালে বাঙলায় শেক্সপীঅরীয় নাটক অভিনয়ের প্রাথমিক কৃতিত্ব পরিষদের প্রাপ্য। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য লিটল থিয়েটার সম্প্রদায়। তাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রুচিসম্মত বাঙলা ভাষ্যে শেক্সপীঅরের নিয়মিত অভিনয় করে নাট্যরসিক বাঙালী দর্শকের সঙ্গে সেই নাট্যপ্রতিভার নতুনভাবে যোগসাধন করেছেন।

অথচ ১৮৬৪ সালে শেক্সপীঅরের তৃতীয় শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় তুর্গেনিভ রুশবাসীর জীবনে শেক্সপীঅরের প্রভাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে যদি বলে থাকেন: "শেক্সপীঅর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য" তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে অনেকেই সেই কথা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে পারত : 'he has become part of our way of life.' মুখ্যত ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের জাদুস্পর্শে শিক্ষিত বাঙালীর মানসদিগন্তে যে বিস্তার ও বর্ণালির উদ্ভাস দেখা গিয়েছিল, তা মরুমায়া হলেও, তার সম্মোহে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের দুর্ধর্ষ জীবনসর্বস্বতা কিছু পরিমাণে তাদের স্পর্শ করেছিল। সেই আবেগের জোয়ারে তারা এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে গেল। তাদের পরনে ইংরেজী

পোশাক, তাদের আচারে আচরণে ইংরেজী কেতা, তাদের মুখে ইংরেজী বুলি। শেক্সপীঅর, মার্লো, বেকন তাদের নিত্যসহচর। তাদের জীবনটাই অভিনয় হয়ে উঠল, অভিনয়ে কখনো তারা এসেক্স, কখনো র‍্যালে, কখনো সাদামটন বা মার্লো, কখনো বা হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লিয়র বা শাইলক। শিক্ষিত বাঙালীর সে-স্বপ্নাবেশকে বোধহয় শেক্সপীঅর-ভালবাসা বলা চলে না। ভালোবাসার মধ্যে নিজের সত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে, তা ধারণ করে, হারিয়ে যায় না। এই স্বপ্নাবিষ্ট লোকগুলোর আসল প্রকৃতি কিন্তু খাঁটি বাঙালীর। তাই সুস্থ মস্তিষ্কে যখন তারা নিজেদের কথা বলতে চেয়েছে কিংবা শেক্সপীঅরকে ধারণ করতে গিয়েছে, তখন তাদের যে বিশুদ্ধ বাঙালী মূর্তি দেখি, তাতে সন্দেহ থাকে না, তাদের ইংরেজ চেহারা অভিনয়ের সাজ মাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণই বলি, অভিনয়ই বলি, এর ফলে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কম লাভ হয় নি। সেই স্বপ্নের স্মৃতিতে তারা নিজেদের জীবনে শেক্সপীঅরীয় জীবনছন্দের অনুরূপ প্রকাশরূপ খুঁজতে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই অন্যতম নিদর্শন, এই উগ্র ইংরেজিয়ানার যুগে শেক্সপীঅরের নাটককে বাঙলায় অনূদিত করার প্রয়াস। এবং বোধহয় এক হিসেবে সেকালের বাঙলা ভাষায় এই জীবনবোধের অনুকূল একটি সরল ও খাঁটি বাংলা সুর ছিল। আজকের অত্যধিক পরিশীলিত বাংলা ভাষায় সেই সব জীবন্ত শব্দ অশালীন, গ্রাম্য ও অসভ্যবোধে পরিত্যক্ত হয়েছে। তখনকার অনুবাদ থেকে এইরকম কিছু শব্দ যথেচ্ছভাবে তুলে দিচ্ছি :

> আঁদার-পাঁদাড়; ঘাপটি মেরে; খোদার নাম নিয়ে বদিয়াতি; আখেরী নরক; উগ্‌রে ঝেড়ে দিয়েছে।১
>
> রেগেছি কি হেতের চেলেছি; হেকমৎ তো ভারি; ওস্তাদি চাল; হাতের লাঙ্গা তলোয়ার; তোর গুষ্ঠির মুখে থু; ঠ্যাঙ্গা; মার, হাড় পিষে দে।২

এই শতকের প্রথম ভাগেও এই ধরনের শব্দ নাটকে প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বসুকৃত ওথেলো অনুবাদে (১৯১৯) ইয়াগোর মুখের কয়েকটি কথা :

> লাট দেমাকে খাতির নাদার, গুণের ভেতর সুন্দরী নাগরীর নাগর, ঝিউড়ি ছুঁড়ি, এই অজ মুহুরী পাল ভরে উঠলেন বন্দরে, গোলামির

১। ম্যাকবেথ : গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত।
২। রোমিয়-জুলিয়েত : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত।

ঝকমারি, মতলব হাসিল, সেলাম বাজালেন, নেমকের গোলাম, ছাঁদন দড়ি যেন গলার হার।

তৎসত্ত্বেও শেক্সপীঅরকে বাঙলা অনুবাদে সার্থকভাবে ধরা যায় নি। এর কারণ প্রধানত দৈনন্দিন ব্যবহারে এই ভাষার সীমাবদ্ধতা। যার ফলে মূলের সেই সব চরিত্র সেকালের অনুবাদে সহজেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যাদের মধ্যে জীবনের জটিল দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত এবং যাদের জীবনচক্রে কাব্য প্রায়শই অস্পৃষ্ট। যেমন, ম্যাকবেথ-এর ডাইনী, দ্বারপাল, রোমিও-জুলিয়েত-এর ধাই বা ভৃত্যরা, জুলিয়স সীজর-এর পুরবাসীরা, ওথেলোর ইয়াগো, রোডারিগো, এমিলিয়া। এরা মাটির কাছাকাছি থাকে, মাটির মালিন্যও যেমন এদের অঙ্গে, তার সঞ্জীবনী শক্তিও এদের সত্তায়। প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, ভাঁড়ামি, নানা গ্রাম্য রসিকতা ও বাকরীতি-সমৃদ্ধ লৌকিক ভাষা এইসব সংসারী মানুষগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। এদের বাচনিক রূপায়ণে মূলে যদিও গদ্যপদ্যের কোনো বাচবিচার করা নেই, সেকালের বাঙলা অনুবাদে এরা একান্তভাবে গদ্য সীমানাভুক্ত, পদ্যের অভিজাত মহলে তাদের গতিবিধি ছিল নিষিদ্ধ। হয়তো শিক্ষিত বাঙালীসমাজের তদানীন্তন পটভূমিতে শেক্সপীঅরীয় ট্রাজিক চরিত্রের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জীবনরহস্য অবধারণ করার মতো মানসিকতার অভাব ছিল, সেই কারণে তাদের জীবন্ত ভাষার সঙ্গে সেই ভাবের আত্মীয়তা তাদের কাছে অসঙ্গত মনে হয়েছে। এবং এই অনাত্মীয় ভাববস্তুর সংগত রূপের সন্ধানে তারা মধুসূদনের সংস্কৃত-বহুল কৃত্রিম ভাষাকে গ্রহণ করল। কিন্তু মধুসূদনের আদর্শ ছিল গুরুগম্ভীর কাব্যিক ভাষায় মিল্টনের কাব্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্য, শেক্সপীঅরের বিচিত্র সুরসঙ্গীত নয়। এই খণ্ডিত মানসিকতায় ও দ্বিধাগ্রস্ত ভাষায় শেক্সপীঅরীয় জীবনের সহজ সরল অন্তজ প্রকাশ থেকে নৈর্ব্যক্তিক কাব্য ও দর্শনের তুঙ্গলোক পর্যন্ত আরোহণ অবরোহণের সাবলীলতা অসম্ভব ছিল। মনে হয় নিত্য ব্যবহারের জীবন্ত ভাষাকে অসাধু জ্ঞানে কাব্যের অচ্ছুত বলে গণ্য না করে, তাই দিয়ে বাঙালী জীবনের উঁচু-নিচু, সরল, জটিল, কাব্যিক, ব্যবহারিক সব স্তরের প্রকাশরূপকে ধারণের প্রয়াস তখন থেকে করলে, আজ শেক্সপীঅরীয় অনুবাদ-চর্চা অনেক সহজ হতে পারত। মধুসূদন চলিত কথ্যভাষাকে অমিত্রছন্দে ধরবার কোনো দৃষ্টান্ত রেখে গেলে, পরবর্তী নাট্যকারেরা, শুধু শেক্সপীঅর অনুবাদেই নয়, মৌলিক নাট্যরচনায়ও জীবনের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে পারতেন। প্রসঙ্গটা এত বেশি করে বলার কারণ এই, শেক্সপীঅরের নাটকের চরিত্রেরা রূপকথা,

ইতিহাস, পুরাণ, যেখান থেকেই আসুক না কেন, তারা যে-কথার জাদুতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেই-কথা প্রধানত ইংলণ্ডের দেশজ অ্যাংলোসেক্সন শব্দভাণ্ডার থেকে আহরিত। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে তিনি তদানীন্তন ইংলণ্ডের সব স্তরের ভাষার উপাদানকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছেন। কথাশিল্পী যদি কথার সব রঙের ব্যবহার না করতে পারেন তাহলে তাঁর শিল্পসৃষ্টি পঙ্গু হতে বাধ্য। মনে হয়, পদ্য সম্পূর্ণ বর্জন করে নিছক চলিত গদ্যেও যদি শেক্সপীঅর বাঙলায় অনূদিত হত তাহলেও নাট্যোৎসাহী বাঙালীসমাজে শেক্সপীঅর অনেক বেশি অন্তরঙ্গ হতে পারত।

শেক্সপীঅরীয় অনুবাদ-ব্যর্থতার কারণ আরও মৌলিক হতে পারে। যে দেশ-কাল সমাজের রূপশিল্পী শেক্সপীঅর তার কোনোটাই আমাদের সংস্কারে নেই। ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রায় সব দেশেরই সংস্কারগত আত্মীয়তা কিছু না কিছু আছে। তাই যে কোনো ইওরোপীয় ভাষায় শেক্সপীঅর সজ্জিত হতে পারেন, তাতে তাঁর নাট্য-ব্যক্তিত্বের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু বহুযুগাগত আচারব্যবহার রীতিনীতির এমন একটা পাকাপোক্ত সংস্কারের প্রাচীর আমাদের এই প্রাচ্য সমাজকে ঘিরে রেখেছে যে তার মধ্যে শেক্সপীঅরীয় চরিত্রের অবাধ চলা-ফেরা সম্ভব নয়। যাঁরা শেক্সপীঅরের প্রতিভাকে এমনি শুচিবাইগ্রস্ত বলে মনে করেন, তাঁরা ভুলে যান, শেক্সপীঅরের অধিকাংশ চরিত্রই এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের নয়। তারা রোম, গ্রীস, ফ্রান্স, ইটালি, ইজিপ্ট, আরব, সিসিলি, ডেনমার্ক, নরওয়ে—নানা দেশ নানা কাল থেকে এসে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের অধিবাসী হয় নি, সব দেশ সব কালের অধিবাসী হয়েছে। হ্যামলেট, ওথেলো, ক্লিওপেট্রা, শাইলক, কোরিওলেনাস, সীজর, টাইমন, ট্রয়লাস—ইংলণ্ড যদি এদের আত্মীয় বলে দাবি করতে পারে, বাঙলা দেশ বা কেন পারবে না। সেকালে রামায়ণ মহাভারতের কোনো অনুবাদ যদি শেক্সপীঅরের হাতে পড়ত, তাহলে, কে জানে, আমাদের রাম-লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ-অর্জুন হয়তো, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, ইংলণ্ডের বাসিন্দা হয়ে যেত। অভিনেয় নাটকে পট ও সাজ বদলের প্রয়োজন থাকলেও মানবিক যোগসূত্রটি কখনো হারিয়ে যায় না। বাংলা নাটকের চরিত্ররাই বা কি কৌলিকভাবে সবাই বাঙালী? বহু অবাঙালীর বাঙালী হওয়া আমাদের নাট্য-ঐতিহ্যে যখন স্বীকৃত, শেক্সপীঅরীয় চরিত্রের পক্ষে তা সম্ভব হবে না কেন?

শিল্পদৃষ্টির সর্বজনীনতায়ও এ-যুক্তি অকাট্য নয়। এ-কথা অনস্বীকার্য, ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প ও ভাবব্যঞ্জনা, সব মিলিয়ে মূল কাব্যে 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' যে অনন্যানুভূতি ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে, তাকে মূলের ভাষারূপ থেকে পৃথক করা সহজসাধ্য নয়। এই কাব্যব্যঞ্জনা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' সামান্য চারটি শব্দে শ্রাবণের অবিরাম ধারাপাতের যে তন্ময় আবিষ্টতা ফুটে ওঠে, ইংরেজীতে তার কিছুটা আভাস হয়তো মেলে সিগ্‌ফ্রিড সাসুন-এর এই দুই ছত্রে :

a tiickling peace
Gently and slowly washing life away.[১]

ভিন্ন ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও সাসুন-এর কবিতার রসাস্বাদন করতে পারি; 'জল পড়ে' ও সাসুন-এর কবিতা দু-এরই আবেদন আমাদের কাছে পৌঁছোয়। অনুবাদ যদি এমনি কোনো রূপশৈলীর চর্চা না করতে পারে, যার দ্বারা এক ভাষার আবেদন অন্য ভাষায় অনুরূপ আবেদন সঞ্চার করে, তাহলে আমাদের অক্ষমতাই দায়ী। কাব্যতীর্থে সব মন্দিরেই সবার অবাধ গতি, সেখানে অচ্ছুত কেউ নেই। আত্মনিয়োগ করলে, অনুবাদ, এমনকি শেক্সপীঅর অনুবাদ, কত সার্থক হয়, তার সাম্প্রতিক প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং তাঁদের পরে আরো অনেক প্রখ্যাত আধুনিক কবির অনূদিত শেক্সপীঅরের সনেট। কাব্য যখন একান্তভাবে স্বগত ভাবব্যঞ্জনা, যেখানে ঘটমান স্থূল জাগতিক জীবনের হিংসাদ্বেষ লাভক্ষতির হানাহানি থেকে প্রত্যক্ষত তা মুক্ত, সেই আত্মনিমগ্ন ধ্যানের জগতে আধুনিক বাঙালী কবি স্থানকালের ব্যবধান অনায়াসে লঙ্ঘন করে যদি অনুপ্রবেশ করতে পারেন, তাহলে শেক্সপীঅরের নাটকের ক্ষেত্রে, যেখানে কাব্য থাকলেও তা জাগতিক ঘটনা সংঘাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা, অনুবাদকার্য অপেক্ষাকৃত সহজ হতে বাধ্য। আধুনিক কবিরা নাটকের অনুবাদের কাজে হাত দেন নি বলে একথা বলা যায় না, তা তাঁদের ক্ষমতাতীত, হয়তো মজুরি না পোষানোর নেহাত একটা আধিভৌতিক কারণে এ-কাজে তাঁরা নিরস্ত থেকেছেন। অধুনা শিক্ষিত বাঙালীসমাজে নানা কারণে নাটক সম্পর্কে সেই প্রাচীন উৎসাহ স্তিমিত বলেই অনুবাদ-প্রয়াসের এই মন্দাভাব। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, ঊনিশ শতকে, যখন শেক্সপীঅরের নাটক শিক্ষিত বাঙালী-সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল, তখন শেক্সপীঅরের নাটক অনুবাদ করার

১। *The Penguin Book of Contemporary Verse*, 1951, p. 76.

আন্তারিক ও আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, শেক্সপীঅরের সনেট অনুবাদের কেউ চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা নেই। এমনকি রবীন্দ্রযুগেও কোনো প্রথম শ্রেণীর কবি শেক্সপীঅরের সনেট অনুবাদে যদি হাত দিয়ে থাকেন তাও সুবিদিত নয়। যখন ভাষার আধার তৈরি হয় নি, তখন নাটক-অনুবাদই অপেক্ষাকৃত সহজ বলে (অবশ্য, নাটকের জনপ্রিয়তাও অন্যতম কারণ), তাতেই তদানীন্তন বাঙালী কবিদের যাবতীয় প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল; হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শেক্সপীঅরীয় সনেটের জীবনানুগ গদ্যভঙ্গি বাঙলায় তখনো অনাবিষ্কৃত। এবং, আমার অনুমান, যে কারণে সনেটের অনুবাদ হয় নি, সেই কারণে হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়র, ম্যাকবেথ-এর মতো ট্রাজিক চরিত্রের ভাবসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি—যা কাব্যিক বিচারে সনেটের সমগোত্রীয়—অনুবাদে ধরা যায় নি। কাব্যে গদ্যভঙ্গির আবির্ভাব কালসাপেক্ষ। সংহত-আবেগ গদ্যিকতা যে মানসিক বয়স্কতায় সম্ভব রবীন্দ্রোত্তর কালের আগে যদি তার সন্ধান ব্যর্থ হয়, তার দ্বারা এই প্রমাণ হয়, আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তির তখনো বিলম্ব ছিল।

শেক্সপীঅরের অনুবাদের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি স্মরণ করি :

> বাঙলা জীবন্ত ভাষা; এবং সেইজন্যে গ্রামে জন্মে, শুধু সংস্কৃত কেন, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী, প্রভৃতির কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে, সে আজ নগরেও অল্প-বিস্তর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাকে ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ; এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।[১]

এই উক্তি শিরোধার্য করে শেক্সপীঅর অনুবাদের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদের নীতিরীতি ও কার্যকালিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, যেহেতু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়, আমার প্রথম অনুবাদ 'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস'-এ অনুসৃত অনেক রীতি আপাতত অবান্তর ও পরিত্যাজ্য মনে হয়েছে। তেমনি 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদে এলিঅট-এর 'a caesura and three stresses' অনুকরণে বাচনভঙ্গির সঙ্গে ছন্দকে

১। 'প্রতিধ্বনি', ভূমিকা।

মেলাতে গিয়ে যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি তাও, এখন মনে হয়, স্বাধীনতার অপব্যবহার। পরবর্তী আলোচনার বিষয় 'ওথেলো' নাটক অনুবাদে আমার অভিজ্ঞতা এবং এই অনুবাদে অনুসৃত পদ্ধতি। এই অনুবাদে আমি প্রধানত নির্ভর করেছি এম, আর, রিডলে সম্পাদিত আর্ডেন সংস্করণের 'ওথেলো'র উপর।

গঠনগত সাদৃশ্য

মূলের সঙ্গে পংক্তি মিল ও গঠনগত সৌসাদৃশ্য বজায় রাখার সমর্থনে 'দি মার্চেণ্ট অফ ভেনিস' অনুবাদ প্রসঙ্গে দশ বৎসর আগে যা বলেছিলাম, এখন তা শুধু স্বীকার করা নয়, আরও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে বলে বোধ করি। আগে বলেছিলাম :

> মূলকে বিকৃত করার প্রতিবাদ হিসেবেও এই নীতি অনুসরণ-যোগ্য। এ সবের চেয়ে বড় কথা ক্লাসিক পর্যায়ের কাব্য বা নাটক এমনি একটি আধার যার মধ্যে সমসাময়িক সংস্কৃতি শুধু প্রকাশ-মূর্তিই পায় না, ছন্দও পায়। অনুবাদ করতে হলে কাব্যের এই ব্যক্তিত্বকে ধারণ করার দরকার হয়। এই ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভাষার আধারে সমছন্দের প্রকাশরূপ খুঁজে নেয়।...
>
> সমভঙ্গির প্রকাশরূপের প্রয়োজনীয়তা কাব্যে যদি থাকে, নাটক অনুবাদে আরো বেশি করে থাকবে। কারণ নাটকের আদ্যন্ত নাট্য-কারের ভঙ্গি তো আছেই, সেই ভঙ্গি আবার প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিত্বে বিশিলষ্ট হয়ে বিশিষ্টভাবে রূপায়িত। এই বৈশিষ্ট্যও স্থির নির্ধারিত নয়, পরিবেশের পরিবর্তনে তারও রং বদল হয়। সবটা মূল নাটকের সামগ্রিক ছন্দে বিধৃত, সেখানে প্রতিটি সংলাপ, প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি বিরতি ব্যক্তিত্বের জটিল গ্রন্থির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা।...একটা উদাহরণ সহজেই মনে পড়ছে,—হ্যামলেটের তীক্ষ্ম শ্লেষোক্তি 'A little more than kin and less than kind.' এক পংক্তিতে অনুপ্রাসিত এই তীক্ষ্ম শ্লেষ হ্যামলেটের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক।...অনুবাদে...এই ছাঁদ বর্জন করলে, এমনকি অনুপ্রাসের অন্তর্নিহিত শ্লেষটা এড়িয়ে গেলে, হ্যামলেটের ব্যক্তিত্ব সম্যক ফুটে উঠবে না। একক পংক্তির এই যতিগত পরিমিতিটা চরিত্রোপযোগী বলেই স্বীকার্য।১

১। 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ, ১৩৬৩।

নাটকে কথা সূত্র, সেই সূত্রে নাটকের ঘটনা চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল নাট্যবস্তুর ক্রমিক উন্মেষ বিধৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ওথেলো নাটকের তৃতীয় অঙ্কে 'প্রলোভন দৃশ্যের' মূল নাট্যসূত্রটি 'When I love thee not, chaos is come again.' ওথেলোর উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত হওয়ার পর ইয়াগো পর পর প্রশ্নের আঘাতে সেই মূল সুরটাকে ছিন্নভিন্ন করে যে-রকম দ্রুতগতিতে নাটকের একশ্যানকে chaos-এর দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তা এক বা দুই শব্দ পরিমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার তীক্ষ্ণ ও ত্বরিত প্রক্ষেপেই সম্ভব। মাত্রাবদ্ধ এই শব্দবাণগুলি প্রশ্নোত্তরের ঠাসবুনানীতে ছাড়া মাত্র কুড়ি পঁচিশ পংক্তির পরিসরে ওথেলোর মনের আকাশে সন্দেহের কালো মেঘ ছেয়ে দিতে পারত না।

অনুবাদে মূলের পংক্তিবিন্যাস ও গঠনসাদৃশ্য বজায় রাখার প্রয়োজন সম্পর্কে রুশ-অনুবাদ বিশেষজ্ঞ মিখাইল এম. মোরোজোভও অনুরূপ মত পোষণ করেন। মূলের আয়তনকে অতিমাত্রায় ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে নাটকের 'একশ্যন্' যে শ্লথ ও মন্থর হয়ে যায় তার প্রমাণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন কবি ওয়েইবার্গ-এর রুশ ভাষ্যে 'ওথেলো'। একালের রুশ অনুবাদকেরা এ বিষয়ে অবহিত বলেই তাঁদের অনুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমপংক্তিক।১

অতএব অনুবাদের অবাধ স্বাধীনতা অমিতাচারে পর্যবসিত হতে পারে। ছন্দিত কাব্যের সীমাকে মেনে চলার দায় না থাকায়, চরিত্রেরা অত্যধিক প্রগল্ভ হয়ে নাটকের 'একশ্যন্'-এর সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলতে পারে।

ছন্দ

সমপংক্তিকতা মেনে নেবার পর প্রশ্ন থেকে যায় ছন্দের কোন আধারে শেক্সপীঅর বিধৃত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হয়তো মনে পড়ে—গৈরিশ ছন্দের কথা। কিন্তু গৈরিশ মুক্তক ছন্দে ধ্বনির উচ্ছ্বাস, যতির আকস্মিকতা, অনুপ্রাসের বহুলতা শেক্সপীঅরীয় জীবনভাষ্য ধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। এ বিষয়ে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

গিরিশ বুঝলেন, মাইকেলকে অনুসরণ করে তাঁর ছন্দে নাটককে

১। "The first thing that occurs to you about this translation is that it is much too long, much longer than the original, in fact by one fifth. This slows down the tempo of action ... This danger was first of all taken into consideration by our translators. Many of our new translations are equilinear." M. M. Morosov, *Shakespeare on the Soviet Stage,* p. 10.

রূপ দেওয়া যাবে না। শেক্সপীঅরের ছন্দকেও বাংলায় রূপ দেওয়া গিরিশ সহজসাধ্য বলে মনে করলেন না।১

শেক্সপীঅরের নাটকে ছন্দ থাকে প্রচ্ছন্ন, বাচনিকভঙ্গির অন্তপ্রবাহে বয়ে চলে। অর্থাৎ পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিকের নিয়মিত দোলা অতি স্পষ্ট নয়, অথচ নাটকের গদ্যের থেকে একটা পার্থক্য থেকেই যায়। বাঙলাতেও ছন্দকে বাচনভঙ্গির সঙ্গে মেলানো দরকার। এ বিষয়ে আমার মনে হয়েছে :

ইংরেজী পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দের সঙ্গে বাঙলা মহাপয়ারের ভঙ্গিগত একটা সামঞ্জস্য আছে।...সাধারণ অমিত্রপয়ারের আট-ছয় অক্ষরের চরণের চেয়ে মহাপয়ারের বিস্তার (ও প্রবহমানতাকে) শেক্সপীঅরীয় মূলের গাম্ভীর্য ও নাটকীয় গদ্যানুগত্য বজায় রাখার পক্ষে বেশী উপযোগী মনে হয়েছে।২

ভাষা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত অভিনয়ে নাট্যকাব্যের যে সংস্কার চলে আসছিল, ভাষাগতভাবে তার প্রধান দুর্বলতা ছিল : নামধাতু কণ্টকিত সাধু-চলিত ভাষার একত্র ব্যবহার, সর্বনামের তারতম্য লোপ, একান্তভাবে পদ্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রয়োগ। যদিও এককালে এই দুর্বলতাগুলিকেই কাব্যিক ভাষার বিশেষ সুবিধা এবং এই ভাষাকে শেক্সপীঅর অনুবাদের পক্ষে উপযোগী বলে মনে হয়েছিল, আমার এখনকার দৃঢ় অভিমত ওই ভাষা কাব্যনাটকে আপাতত অব্যবহার্য। আমার এই মত পরিবর্তনের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে।

১। প্রাচীন কাব্যিক রীতিতে একই চরিত্র গদ্য থেকে পদ্যে কথা কইলে মনে হয় না চরিত্রের ভাবলোকের পট পরিবর্তন হচ্ছে। মনে হয় দুই বিভিন্ন চরিত্র কথা কইছে। চারিত্রিক সঙ্গতির দিক থেকে গদ্যে পদ্যে এক কথ্যরীতি গ্রাহ্য। সাধারণ কথা বলার ভাষায় আমাদের জীবনের আবেগসংক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলি যখন ধরা পড়ে, তখন নাটকে সেই ভাষার সর্বাঙ্গীন ব্যবহার কেন চলবে না, বিশেষত যখন নাটকের ভাষা কথোপকথনের ভাষা।

২। সাধারণত হয়তো বলা চলে নাট্যকাব্য সমসাময়িক কবিতার বাচনভঙ্গি অনুকরণ করে চলে। রাবীন্দ্রিক কবিতার নাট্যভাষ্য তাই ক্ষীরোদ-

১। নীলরতন সেন, 'আধুনিক বাংলা ছন্দ', পৃ ১৫৫-এ উদ্ধৃত।
২। 'সাহিত্যপত্র', শ্রাবণ, ১৩৬৩।

প্রসাদ পর্যন্ত বেমানান হয় নি। কিন্তু তার পরের যুগের কবিতার বাচন-ভঙ্গির বদল হয়েছে। কথা বলার ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের ভাষা এক হয়ে আসছে। এ শুধু স্বাভাবিক নয়, ভাষার স্বাস্থ্য ও সজীবতার লক্ষণ। ইদানীংকার কবিতার সুর সংহত, তার গঠন আঁটসাট, তার গতি অনেক বেশি মন্থর। আটপৌরে বাকভঙ্গিকে কাব্যিক রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। আধুনিক এই কাব্যিক রূপের প্রতিচ্ছায়া যদি নাটকে দেখতে হয়, তবে স্বভাবতই আধুনিক বাকরীতি অনুযায়ী ছন্দোবদ্ধ ভাষার প্রয়োজন।

৩। আমাদের বাচনিক ভাষার সঙ্গে নাটকের ভাষার সঙ্গতি না থাকলে, সেই কৃত্রিম ভাষা নাটকের বিষয়বস্তুকে অবাস্তব দূরত্বে নিয়ে যায়। মানবিক জীবনসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এইজাতীয় নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। পুরাণ, রূপকথার, কাল্পনিক জগতের চরিত্র সেই জগতেই থেকে যায়, তারা বাস্তব জগতে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে মিশে যায় না যেমন মিশে যায়, হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র। নাট্যকাব্যে তাই ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা—সবকিছু বর্তমানের ভাষ্যে গ্রাহ্য। এ বিষয়ে শেক্সপীঅরই আমাদের গুরু। অতএব আধুনিক কথ্যভঙ্গিতে শেক্সপীঅরকে সাজালে নিশ্চয় সেই প্রতিভার অবমাননা হবে না।

৪। মূল নাটকে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে যেখানে পদ্য মাত্রই কাব্য নয় এবং সাদামাটা আটপৌরে কথাও পদ্যের ছাঁদে বলা হয়েছে। যেমন 'ওথেলো' নাটকের প্রথম অংক প্রথম দৃশ্যে ইয়াগো ও রোডারিগোর কথোপকথন :

রোডা। থাক, আর ক'য়ো না কথা; আমার টাকার থলি নিয়ে
যা খুশি করেছ তুমি, অথচ, ইয়াগো, তুমি আগেই
এসব জানতে; খুবই মর্মাহত আমি।
ইয়া। জান কবুল, কিন্তু তুমি শুনবে না কোনোই কথা;
এমন ঘটনা যদি কখনও স্বপ্নেও জেনে থাকি
এ মুখ দেখো না আর!

আমার ধারণা মূলেও এই কথাভঙ্গি আছে। যেমন :

Rod. Tush, never tell me, I take it much unkindly
That thou, Iago, who hast had my purse,
As if the strings were thine, shouldst know of this.

Iago. 'Sblood, but you will not hear me,
If ever I did dream of such a matter,
Abhor me.

এই অংশ কাব্যিক ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এরকম দাঁড়ায় :

রোডা। থাক থাক বৃথা বাক্য থাক, মোর অর্থ লয়ে তুমি
করিয়াছ ইচ্ছামত ব্যয়, অথচ তোমার ইহা
পূর্বেই গোচরে ছিল; অতি মর্মাহত আমি।
ইয়া। ঈশ্বর দোহাই কিন্তু কর্ণপাত করিবে না জানি,
এরূপ ঘটনা মোর স্বপ্নেরও গোচর যদি হয়
করিও না এ মুখ দর্শন।

মূলের সাধারণ গদ্যিক বাক্যালাপের আমেজ এতে ফোটে না।

৫। প্রাচীন কাব্যরীতির অপ্রাকৃত পরিবেশে নাট্যচরিত্র যে কাব্যমূর্তি পরিগ্রহ করে তাতে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ম্লান হয়ে যায়। যেমন ডেসডিমোনা ও এমিলিয়া, এই দুই নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কথ্য ভঙ্গিতে যেমন ফুটে ওঠে, অন্য কোনো ভাবে তা সম্ভব নয়। এমিলিয়ার একটা উক্তি নিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে পুরুষজাতি সম্পর্কে তার মন্তব্য :

'Tis not a year or two shows us a man:
They are all but stomachs, and we all but food;
They eat us hungerly, and when they are full,
They belch us.

অনুবাদে :

দু-এক বছরে আমরা পুরুষকে চিনতেই পারি না।
তারা শুধু পেট-ভরা লোভ, আমরা শুধুই খাদ্য;
হাভাতেরা আমাদের গেলে, পরে, পেট পুরে গেলে,
দেয় উগরিয়ে।

এইসব অসংস্কৃত অভব্য শব্দের উৎপাতে পণ্ডিতদের পরিশীলিত কর্ণপটাহ হয়তো কিছুটা পীড়িত হতে পারে, কিন্তু নাটকের চরিত্র নিজের ছাড়া আর কারও মুখ রক্ষা করতে বাধ্য নয়। এই ধরনের উক্তি ডেসডি-মোনার মুখে অচিন্তনীয়। ধরা যাক, এই উক্তি কাব্যিক মার্জিত ভাষায় রূপান্তরিত করা গেল :

দু এক বৎসরে মোরা পুরুষেরে চিনিবারে নারি।
উদর সর্বস্ব তারা, মোরা শুধু খাদ্য তাহাদের;
লুব্ধভাবে ভুঞ্জিয়া মোদের যবে আকণ্ঠ পূরিত হয়
তখন উগারি দেয়।

এতে এমিলিয়ার ব্যক্তিত্বের ঝাঁঝ নেই এবং এ উক্তি ডেসডিমোনার মুখে অশোভন হত না।

কাব্যরীতির সর্বজনীন সাম্যে ব্যক্তিচরিত্রের অনন্যতা ধরা পড়ে কিনা সন্দেহ। কথ্যভঙ্গির তারতম্যে ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে প্রভেদ তাই নাটকের মূলধন।

৬। ঘটনাসংঘাতে ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বে যখন নাট্যচরিত্রের পরিবর্তন ঘটে তখন তার কথ্যভঙ্গিও বদলে যায়। তৃতীয় অঙ্কের শেষ থেকে ওথেলো ক্রমশ ইয়াগো হয়ে যায়, অর্থাৎ তার কথার মধ্যে থেকে সন্দিগ্ধ, কুটিল, অশালীন ইয়াগো ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। মানসপটের এই ক্রমপরিবর্তন একমাত্র কথ্যভঙ্গিতেই আনা যায়। যেমন চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে :

Othello. She says enough, yet she's a simple *bawd*
That cannot say as much; this is a subtle *whore,*
A closet, lock and key, of villainous secrets,
And yet she'll kneel and pray, I ha' seen her do't.

আধুনিক অনুবাদে :

বলল তো অনেক, তবে সে কুটনি নিতান্ত আনাড়ী
এটুকু যে বলতে পারে না; এ তো একটা ঝুনো বেশ্যা
মুখেতে কুলুপ আঁটা শয়তানির আস্ত সিন্দুক,
পুজো আর্চা চলে তবু, আমার স্বচক্ষে দেখা।

গিরিশ ঘোষ পরিমার্জিত দেবেন্দ্র বসুর অনুবাদে :

'বাক্য সুপ্রচুর—আশ্চর্য কি!
অতি অল্পবুদ্ধি দূতী নিপুনা এ কাজে।
ছলনা প্রবীণা এতো চতুরা কুলটা।
গুপ্ত পাপ কথা
অন্তরে আবদ্ধ রাখে চাবি তালা দিয়ে।
তবু আচরণ করে ধার্মিকের মত—
দেখিয়াছি কতবার।

এতে ওথেলোর বক্তব্য আছে কিন্তু তার বিকৃত মনটা নেই। আবার নাট্যসংলাপ যখন ভাবাবেগের উচ্চগ্রামে ওঠে তখন চলিত কথ্যভঙ্গি তার বাধা হয় না। যেমন, নাটকের শেষ দৃশ্যে ডেসডিমোনাকে হত্যার পর ওথেলোর শোকোচ্ছ্বাস :

Othello. My wife, my wife, my wife ; I ha' no wife ;
O insupportable ! O heavy hour !
Methinks it should be now a huge eclipse
Of sun and moon, and that the affrighted globe
Should yawn at alteration.

স্ত্রী আমার, স্ত্রী, আমার স্ত্রী, নেই, নেই,
উঃ উঃ অসহ্য! কী দারুণ দুঃসময়!
মনে হয় চন্দ্র সূর্য রাহুর বিপুল গ্রাসে
এই বুঝি লুপ্ত হবে, আর সেই কালান্তরে
ভয়ার্ত ধরণী এই দীর্ণ হয়ে যাবে।

৭। কথ্যরীতি প্রয়োগে অন্যতম প্রধান বাধা কথিত বাংলায় সর্বনামের সম্পর্কের সঙ্গে মূলের বিভিন্ন চরিত্রকে বিন্যস্ত করা। প্রাচীন কাব্যরীতির সার্বনামিক সাম্যে এই দুর্ভাবনা ছিল না। প্রাচীন রীতিতে 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস' অনুবাদের সপক্ষে অন্যতম যুক্তি এই ছিল :

> [এই] ভাষা ব্যবহারের বড় সুবিধা তা ইংরেজী সার্বনামিক সাম্যকে মেনে চলে। দৈনন্দিন ব্যবহারে দূরের 'আপনি' কখন ও কোন মুহূর্তে থেকে কাছের 'তুমি' ও 'তুই'তে রূপবদল করে, সজাগ মনও তা খেয়াল রাখতে পারে না। এই যখন অবস্থা, ইংরেজী নায়ক নায়িকার প্রেমের গতির সঙ্গে তাল রেখে 'আপনি'কে 'তুমি' পর্যায়ে উত্তরণ করানো কম দায়িত্বপূর্ণ নয়।[১]

এটা দায়িত্ব এড়ানোর অছিলা মাত্র।

মূল নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটা ছক করে নেওয়া তত বেশি দুরূহ নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সম্বন্ধ নির্ণয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা থেকে যায়। যেমন, ডেসডিমোনা, কেসিও ও ইয়াগোকে 'তুমি' বলবে, না, 'আপনি' বলবে : গ্রাসিয়ানো (ডেসডিমোনার পিতৃব্য) ও

১। তদেব।

লোডোভিকোর (ব্রাবানশিওর আত্মীয়) পক্ষে ওথেলোকে 'তুমি' বলা সমীচীন হবে? এইসব সমস্যা নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্বজাত নয়।

চলিত বাকধর্মে আবেগ উচ্ছ্বাসের মুখে সর্বনামের নিয়মিত সম্পর্ক ঠিক থাকে না। মূল নাটকে এই আবেগের সঙ্গে ভাষাগত কোনো সাংকেতিক যুক্ত না থাকায়, অনুবাদ করার সময় এখানেই সমস্যা আসে।

ঘৃণা বা আক্রোশে।—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য :

রোডা। মহামান্য সিনিয়র, গলা শুনে চিনতে পাচ্ছেন?
ব্রাবা। না তো। কে তুমি?
রোডা। আমি রোডারিগো।
ব্রাবা। তবে আরো অবাঞ্ছিত,
বলে দিয়েছি তো তোকে এ বাড়ির ধারে আসবি না;
সোজা স্পষ্ট কথা তোকে বলেছি তো কতবার,
পাবি নাকো আমার মেয়েকে।

রোডারিগোর সংবাদ সত্য প্রমাণিত হতে, আবার স্বাভাবিক 'তুমি' ফিরে আসে।

ব্রাবা। অভিশপ্ত এ জীবনে কী নিয়ে থাকব আর,
শুধুই তিক্ততা, কিছু আর নেই। রোডারিগো,
কোথায় দেখেছ তাকে?

সবচেয়ে মুশকিল হয় ওথেলো নাটকে তৃতীয় অংকের পর ওথেলো ও ডেসডিমোনার জগতে যখন প্রলয় আসন্ন। ওথেলো দ্বিধাবিভক্ত, সন্দেহ ও প্রেমের মন্থনে তার সমস্ত অস্তিত্ব বিষজর্জর। এই দুই ব্যক্তিত্বের মন্থনে নিমেষে নিমেষে সম্পর্কের যে ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে, অনুবাদে তার আভাস আনতে হলে সর্বনামের হেরফের হবেই। ওথেলো 'তুমি' স্থিতি থেকে আদর ও অনাদরের তীব্রতার সঙ্গে তাল রেখে 'তুই'-এর দুই বিপরীত মেরুতে আন্দোলিত হতে থাকে।

আদরে—তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য :

মায়াবিনী, যদি তোকে দূরে ঠেলি কভু
রসাতলে যাই যেন, ভালোবাসব না যেদিন তোকে,
প্রলয় আসবে ঘিরে।

•অনাদর থেকে আদরে—চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য :

ডেস। ঈশ্বর জানেন, সত্যি বলছি।
ওথেলো। ঈশ্বর সত্যিই জানে, ভ্রষ্টা তুই নরকের কীট।
ডেস। কী বলছ? কার কাছে? কার সঙ্গে? ভ্রষ্টা আমি কিসে?
ওথেলো। উঃ উঃ ডেসডিমোনা, যাও, যাও, চলে যাও।

নিমেষে ভাবান্তর—ঐ দৃশ্যেই, কিছু পরে :

ডেস। আশা করি আমি সতী, এটুকু বিশ্বাস কর।
ওথেলো। হ্যাঁ, যেন গ্রীষ্মের মাছি কসাইখানায়
ডিমপাড়া হতে না হতে জোড় খুঁজতে ছোটে;
ওরে বিষলতা, তুই কেন এত মধুর সুন্দর?
এত মধু এ সুরভি, সারা অঙ্গ তোকে চেয়ে কাঁদে।

ভাবাবেগের কথা বাদ দিলেও, লৌকিক সম্পর্কেও কাছের লোক যে দূরে সরে যেতে পারে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে সর্বনাম প্রসঙ্গ শেষ করছি।

'ওথেলো' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সন্দিগ্ধ ওথেলোর উপস্থিতিতে ডেসডিমোনা লোডোভিকোকে অন্তরঙ্গভাবে 'good cousin', 'cousin' বলে সম্বোধন করে। এ সম্বোধন স্বাভাবিক। লোডোভিকো তার আত্মীয়। বিদেশে পিত্রালয়ের লোককে পেয়ে আনন্দে স্বতঃই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এবং রাজকীয় ভব্যতার দূরত্ব এ ক্ষেত্রে রক্ষা করে না। কিন্তু ঘটনাটা ওথেলোর সন্দিগ্ধ মনে, বিশেষত ইয়াগো একটু আগে যখন তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে ভেনিসের মেয়েরা 'let God see the pranks they dare not show their husbands', অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এইজন্যে লোডোভিকো বিতাড়িত ডেসডিমোনাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে যখন অনুরোধ করে, তখন ওথেলো তাকে ফিরিয়ে এনে পরস্পরের সম্পর্কের প্রতি যে কুৎসিত কটাক্ষ করে তাতে লোডোভিকো ও ডেসডিমোনা উভয়েই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অনুবাদে এই অংশ :

ওথেলো। একে নিয়ে কী করতে চান?
লোডো। কে, আমি? কি বলছেন?
ওথেলো। আপনিই তো চাইলেন ওকে আমি আবার ফেরাই;
জানেন ও ফিরতে পারে, ফিরে ফিরে ঘোরে তবু চলে।

আবার, আবার ফেরে, কাঁদতেও পারে, হ্যাঁ, কাঁদে;
এবং বিনীত নম্র, যা বললেন, নম্র বিনীত,
খুবই বিনীত।

এই উক্তির পশ্চাতে ইয়াগোর 'I know my country's disposition well' কাজ করছে, এবং ডেসডিমোনার সব দুঃখ নিছক ছলনা হয়ে যাচ্ছে। ডেসডিমোনার বুঝতে কষ্ট হয় না, লোডোভিকোর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া আর নেই। তাই এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লোডোভিকো যখন ওথেলো ও ডেসডিমোনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন ডেসডিমোনা ও লোডোভিকো উভয়েই লৌকিক সৌজন্যের দূরত্ব সচেতনভাবে রক্ষা করছে। এখানে মূলের অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

Lod. Madame, good night. I humbly thank your ladyship.

Des. Your Honour is most welcome.

সেই 'good cousin'-এর নৈকট্য একেবারে নেই। স্বভাবত 'তুমি'র জায়গায় এসেছে 'আপনি'র দূরত্ব।

কথার কায়কল্পে যখন মূল নাট্য চরিত্রের এই দেশীয় প্রতিরূপে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, তখন অনুবাদে জীবন-সম্পৃক্ত লৌকিক ভাষার অবাধ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে, এ কথা বলা দরকার, অনুবাদ প্রয়াসেরও উপযুক্ত ক্ষেত্র দরকার। বাঙলা ভাষায় বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গিতে শেক্সপীঅরের ও তাঁর নাটকের নিয়মিত আলোচনা এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। ইদানীংকাল পর্যন্ত বাঙালী পণ্ডিতদের শেক্সপীঅরীয় মনীষিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজীতে সীমাবদ্ধ। তার ফলে, তাতে আমরা যতখানি বিদেশী শেক্সপীঅরীয় পণ্ডিতদের প্রতি-ধ্বনি পাই, ততখানি বাঙালীর মন ও চোখ দিয়ে দেখা শেক্সপীঅরকে পাই না। প্রত্যেক দেশের মানস গঠনে এমন একটি অনন্যতা আছে, যা তার দর্শন ও মননকে প্রভাবিত করে : ওই অনন্য দৃষ্টি শ্রেষ্ঠ শিল্পসাহিত্যের অদৃষ্টপূর্ব কোন দিক প্রকট করে। জার্মানীতে গ্যএটে, লেসিং, শ্লেগেল প্রমুখ মনীষীরা শেক্সপীঅরকে যদি জার্মান চোখে বিচার না করতেন, তাহলে শেক্সপীঅরীয় সমালোচনার শুধু যে সমূহ ক্ষতি হত, তাই নয়, জার্মান ভাষায় শ্লেগেল ও টিক-এর অনবদ্য অনুবাদ হয়ত সম্ভব হত না।

তেমনি রুশ বা ফরাসী মনোগঠনে যদি জার্মান 'স্টুর্ম্ উন্ড্ ড্রাঙ্' আন্দোলনের আতিশয্য না থাকে, যদি শেক্সপীঅরকে ভলতেয়ার বা তলস্তয়ের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা ওই দেশীয় প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধনের বিশিষ্ট পদ্ধতি বলেই স্বীকার্য। যোগ যে সাধিত হয়েছে, তার প্রমাণ রুশ দেশে পুশ্কিন্ থেকে একালের মারশাক্, পাস্তেরনাক, এবং ফরাসী দেশে য়ুগো থেকে একালের আঁদ্রে জিদ্।

অনুবাদ, যে-কোনো সার্থক শিল্পকর্মের মতো, নিয়ত ধ্যান ও নিবিষ্টতার অপেক্ষা রাখে। মূলের সঙ্গে যোগ থাকলেও তার নিজস্ব স্বতন্ত্র শিল্পসত্তা আছে। এ যেন 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়'। এবং যেহেতু ধ্যানের মাধ্যমে একাত্মতার কালসীমা অনির্দিষ্ট, তাই মূল নাটকের চরিত্র-গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দিনে দিনে বর্ধিত হওয়াই স্বাভাবিক। ঘনিষ্ঠতা-বৃদ্ধির সঙ্গে মুখের ভাষাও বদলাবে। এ ছাড়া ভাষামাত্রই নিজস্ব জীবনী-শক্তির বিকাশে নিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং আজকের ভাষার দৈন্য দশ বছর পরে নাও থাকতে পারে। এইসব দিক থেকে বিচার করলে, বোধ হয় প্রতি দশ পনেরো বৎসর অন্তর নতুন করে অনুবাদ করা দরকার। অনুবাদ সেইদিন স্বতন্ত্র শিল্পকীর্তি বলে গ্রাহ্য, যেদিন মূলের ঋণ স্বীকার করেও মূল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীন ও আত্মনির্ভর সত্তায় তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

এই ভূমিকার অন্তে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কথা মনে পড়ছে যাঁরা আমার এই অনুবাদ প্রয়াসকে সার্থক করার জন্যে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। অনুবাদকর্মে যাঁর কাছে আমার হাতে খড়ি এবং যিনি আমাকে শেক্সপীঅর প্রতিভার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করান শেক্সপীঅর রসিক সেই প্রবীন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়কে সর্বপ্রথম আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার শেক্সপীঅর অনুবাদ প্রয়াসের প্রথম থেকে যাঁর উৎসাহ ও অমূল্য উপদেশ লাভে আমি ধন্য তিনি কবি বিষ্ণু দে। মুখ্যত তাঁর উপদেশেই আমি 'ওথেলো' নাটক অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। 'ওথেলো' অনুবাদের মুখবন্ধ লিখে তিনি এই অনুবাদকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা আমার পরম সৌভাগ্য। এঁদের সঙ্গে স্মরণ করি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে, রাজনীতির অন্তরালে যিনি তাঁর সূক্ষ্ম ও সহৃদয় সাহিত্যিক সত্তাকে সর্বদা গোপন রাখেন। তিনি তাঁর কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমার অনুবাদপ্রয়াসকে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত

থাকেননি, তা যাতে সার্থক হয় নিরন্তর নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রীতিলাভে আমি কৃতার্থ। 'এক্ষণ' সাহিত্যপত্রিকার কর্তৃপক্ষ, বিশেষত তার অন্যতম সম্পাদক শ্রীনির্মাল্য আচার্যের উৎসাহেই এই অনুবাদ সমাপ্ত করতে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং তাঁদের সৌজন্যে ঐ পত্রিকায় তা ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অনেক রসজ্ঞ বন্ধুর কাছে আমি নানাভাবে উপকৃত। তাঁদের উপদেশে ও আলোচনায় এই অনুবাদ বহুলাংশে প্রভাবিত। তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী। সবশেষে সাহিত্য আকাদেমী'র কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। তাঁদের আনুকূল্যে ও পোষকতায় এই অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।[১]

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

ওথেলো।	ভেনিস রাষ্ট্রে কর্মরত এক সম্ভ্রান্ত মূর
ব্রাবানশিও।	ভেনিস'এর সেনেটর ও ডেসডিমোনার পিতা
কেসিও।	ওথেলোর সহকারী।
ইয়াগো।	ওথেলোর পতাকী।
ভেনিস'এর ডিউক।	
অন্যান্য সেনেটর।	
মণ্টানো।	ওথেলোর পূর্ববর্তী সাইপ্রাসের প্রধান শাসক।
গ্রাশিয়ানো।	ব্রাবানশিওর ভ্রাতা।
লোডোভিকো।	ব্রাবানশিওর আত্মীয়।
ভাঁড়, ওথেলোর ভৃত্য।	
ডেসডিমোনা।	ব্রাবানশিওর কন্যা। ওথেলোর স্ত্রী।
এমিলিয়া।	ইয়াগোর স্ত্রী।
বিয়াঙ্কা।	বারনারী।

নাবিক, দূত, ঘোষক, কর্মচারীগণ, ভদ্রজন, বাদকগণ, পরিচারকগণ।

ঘটনাস্থল

প্রথম অঙ্ক : ভেনিস।

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম অঙ্ক : সাইপ্রাস।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ভেনিস। রাজপথ।

[রোডারিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ]

রোডারিগো। থাক, আর ক'য়ো না কথা; আমার টাকার থলি নিয়ে
যা খুশি করেছ তুমি, অথচ, ইয়াগো, তুমি আগেই
এসব জানতে; খুবই মর্মাহত আমি।

ইয়াগো। জান্ কবুল, কিন্তু তুমি শুনবে না কোনোই কথা;
এমন ঘটনা যদি কখনও স্বপ্নেও জেনে থাকি
এ মুখ দেখো না আর!

রোডারিগো। তুমিই তো বলেছিলে সে তোমার চক্ষুশূল।

ইয়াগো। নইলে ইতর আমি। তিন তিন নগরপ্রধান
অতি নত হয়ে তাকে ব্যক্তিগত অনুরোধ করে
আমাকেই সহকারী নিতে; আর সত্যি বলতে কি,
জানিতো নিজের মূল্য, এ কাজের ছোট কিছু
অযোগ্য আমার; অথচ এমনই জিদ্ এত দম্ভ তার,
এড়ালো তাদের সব বড় বড় কথার তুবড়িতে
যুদ্ধের বিকট যত বুকনি দিয়ে ঠাসা;
শেষমেশ হল এই,—
ফিরে এল শুভার্থীরা; কারণ, সে বলে, "জেনে রাখবেন
সহকারী কে যে হবে আগেই রেখেছি ঠিক করে।"
যে হল সে কে?
সে মহাপণ্ডিত বটে পাটিগণিতের,
মাইকেল কেসিও নাম, ফ্লোরেন্সে নিবাস,
সুন্দরী নারীর জন্যে অধঃপাতে যেতে সে প্রস্তুত;
কখনো সে সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করেনি,
কি ভাবে সাজাতে হয় যুদ্ধকালে সেনা
তাও জানে অনূঢ়ার মত; পুঁথিগত বিদ্যা সার;

তাই যদি সব হত, টোগাধারী সেনেটরগুলো
তারই মত যুদ্ধ বিশারদ; শুধু বুলি, কাজে নেই,
এই তার রণবিদ্যা। সে-ই তবু হল নির্বাচিত;
আর আমি, নিজ চোখে দেখেছে কদর যার
রোড্স্'এ সাইপ্রাস'এ আরো বহু বহু স্থানে
খৃষ্টান অখৃষ্টান দেশে,—সেই আমি রইলাম পড়ে
হিসাব-নবিসটার জন্যে; এই আকাট মূর্খটা
সময়ে ঠিকই হবে সামরিক সহকারী তার,
আর আমি—হা নসিব!—মহামান্য মুরের পতাকী।

রোডারিগো। ধর্ম সাক্ষী, আমি হলে হতাম ঘাতক তার।

ইয়াগো। কি করি উপায় নেই; নোকরির এই অভিশাপ,
দিঠি ও চিঠির জোরে পদোন্নতি ঘটে;
অগ্রগণ্য নগন্য একালে, দ্বিতীয় হয় না আর
প্রথমের উত্তরাধিকারী। নিজেই বিচার কর,
কখনো আমার পক্ষে ভালোবাসা সম্ভব কি
এ হেন মুরকে!

রোডারিগো। আমি হলে দিতাম ইস্তফা।

ইয়াগো। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো;
ঝোপ বুঝে কোপ দিতে আমি তার পিছনে রয়েছি;
মনিব পারি না হতে আমরা সকলে, তেমনি সম্ভব নয়
মনিব হলেই তার পদসেবা করা। দেখো তুমি,
পা-চাটা অনেক বান্দা কাজে ফাঁকি দেয় না কখনো,
গোলামির দাসভাব তাদের মজ্জাগত,
জীবন কাটিয়ে দেয় মনিবের গাধাটার মত
দুমুঠো অন্নের লোভে, বুড়ো হলে গলাধাক্কা জোটে;
চাব্‌কাতে হয় এই হতচ্ছাড়াদের। এ ছাড়াও আছে,
আকারে ইঙ্গিতে তারা সদাব্রতী দাস-অনুদাস,
অথচ মনটা রাখে নিজেদের স্বার্থের ধান্দায়,
নোকরির মুখোশ পরে মনিবের দৌলতে তারা
স্বার্থসিদ্ধি করে চলে; নিজেদের ট্যাঁক ভরে তুলে
নিজেদেরই মান্য করে : এদের পদার্থ কিছু আছে;
এদেরই একজন আমি। কারণ, একথা ঠিক,

যেমন সঠিক তুমি রোডারিগো নিজে,
আমি মূর হলে পর হতাম না ইয়াগো কখনো,
তার পদসেবা করে নিজেকেই সেবা করে থাকি;
ভগবান জানে, প্রেমে বা কর্তব্যে আমি নেই,
ওসব দেখাই শুধু মতলব হাসিল করতে।
বাইরের কাজেকর্মে যদি ধরা পড়ে
মনে মনে ভাবি যা যা, যদি গোপনে যা করি
সবার গোচরে আসে, তাহলে ঝটিতি দেখা যাবে
প্রকাশ্যে জাহির করা আমার দিলটা নিয়ে
কাকেরা ঠোকরাতে লেগেছে; এ আমি, আমিই নয়।

রোডারিগো। সত্যিই বরাত বটে জালামুখোটার এইভাবে
যদি সে চালাতে পারে।

ইয়াগো। ডেকে তোল মেয়ের বাপকে,
টেনে তোল লোকটাকে, পিছু লাগো, আনন্দ বিষিয়ে তোল,
রটাও কুকীর্তি তার, উসকে দাও মেয়ের পক্ষকে;
যদিও সে রসাবেশে রয়েছে বিভোর, তবু তাকে
ত্যক্ত কর মাছির জ্বালায়; তার সুখ সুখই, তবু
এমন বিপত্তি আনো সুখভোগে তার,
যাতে সুখ ফিকে হয়ে আসে।

রোডারিগো। মেয়ের বাপের বাড়ি এই তো, এখানে হাঁক দেব!

ইয়াগো। ভয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে দাও হাঁক এমন জোরালো,
মাঝরাতে আচম্বিতে আগুনের শিখা দেখে
হেঁকে ওঠে জনাকীর্ণ শহর যেমন।

রোডারিগো। ব্রাবানশিও—সিনিয়র ব্রাবানশিও-ও-ও।

ইয়াগো। উঠুন! উঠুন ব্রাবানশিও—চোর, চোর, চোর।
বাড়িঘর দেখুন, টাকার থলি, দেখুন মেয়েকে খুঁজে।
চোর! চোর! চোর!

[উপরের জানালায় ব্রাবানশিও'র আবির্ভাব]

ব্রাবানশিও। কেন এই হৈ হল্লা, এত ডাকাডাকি;
কী হয়েছে কি?

রোডারিগো। আপনার লোকজন বাড়িতে আছে তো সব?

ইয়াগো। দোরগুলো তালাবন্ধ আছে ?

ব্রাবানশিও। কেন? কি হয়েছে ?

ইয়াগো। মশায়ের সব গেছে! আরে ছিঃ ছিঃ, গায়ে দিন কিছু।
আপনার দিলটা চৌচির, তার আধখানা খাঁচাছাড়া;
এই এ মুহূর্তে এক কালো বুড়ো মেড়া
মেতে আছে আপনার সাদা ভেড়ী নিয়ে। যান, যান,
উঠুন, বাজান ঘণ্টা, লোকজন জাগিয়ে তুলুন,
নইলে শয়তান ঠিক বুড়ো দাদু বানাবে আপনাকে।
বলছি, উঠুন আগে।

ব্রাবানশিও। তোমরা কি পাগল হয়েছ ?

রোডারিগো। মহামান্য সিনিয়র, গলা শুনে চিনতে পাচ্ছেন ?

ব্রাবানশিও। নাতো। কে তুমি ?

রোডারিগো। আমি রোডারিগো।

ব্রাবানশিও। তবে আরো অবাঞ্ছিত!
বলে দিয়েছি তো তোকে এ বাড়ির ধারে আসবি না;
সোজা স্পষ্ট কথা তোকে বলেছি তো কতবার,
পাবি নাকো আমার মেয়েকে। এখন মাতাল হয়ে
একগাদা গিলে আর নেশাভাঙে চুর হয়ে
বদ মতলব এঁটে জুটেছিস এখানে আমার
অশান্তি ঘটাতে ?

রোডারিগো। মশায়, একটা কথা!

ব্রাবানশিও। কিন্তু তোর জানা দরকার,
মেজাজে ও মর্যাদায় এমন ক্ষমতা ধরি, যাতে
শিক্ষা দিতে পারি তোকে।

রোডারিগো। দোহাই, শান্ত হন।

ব্রাবানশিও। কি বলছিস, সর্বস্বান্ত? জানিস, ভেনিস এটা ?
বাড়িটা খামার নয়।

রোডারিগো। মহামান্য ব্রাবানশিও,
খোলা মনে অকপটে এসেছি আপনার কাছে।

ইয়াগো। চুলোয় যাক্ মশায়, আপনি দেখছি ভগবানের নামও করবেন না, যদি শোনেন শয়তান নাম করতে বলেছে। যেহেতু আমরা আপনার উপকার করতে এসেছি, আর আপনি মনে

করেন আমরা বদ লোক, অতএব একটা বারবারি ঘোড়া আপনার মেয়েকে যাতে ভোগ করে আপনি তা করবেনই; অতএব আপনার নাতিনাতনী আপনার কাছে চিঁহিহি করে ডাকতে থাক; অতএব দৌড়ের ঘোড়াগুলোকে নিজের আত্মীয় বলে আর ভুটিয়া ঘোড়াকে প্রাণের সোদর বলে জড়িয়ে ধরুন।

ব্রাবানশিও। কে রে তুই হতচ্ছাড়া পাজি?

ইয়াগো। আমি সেই লোক যে আপনার কাছে এই সুখবর বয়ে এনেছে, আপনার মেয়ে ও মূর তালগোল পাকিয়ে দুপিঠওলা একটা জানোয়ার হয়ে রয়েছে।

ব্রাবানশিও। পাষণ্ড বদমাস তুই!

ইয়াগো। আর আপনি—সেনেটর।

ব্রাবানশিও। দিতে হবে এর যা জবাব : রোডারিগো তোকে চিনি।

রোডারিগো। জবাব যা দিতে হয়, দেব। অনুরোধ, তবুও শুনুন,
আপনারই সম্মতিতে, আপনারই ইচ্ছামত যদি,—
দেখছি, কিছুটা তাই,—আপনার রূপসী মেয়ে
এ সময়ে শেষ রাতে, ঘুমে সব নিঝুম যখন,
ভাড়াটে গুণ্ডা, মানে, মাল্লা এক সঙ্গে নিয়ে শুধু,—
কি দরের পাহারা সে অনুমান করা শক্ত নয়,—
যায় ধরা দিতে কোনো লম্পট মূরের আলিঙ্গনে;
এ যদি জানেন, যদি সমর্থন করেন জেনেও,
তাহলে করেছি বটে অপরাধ খুবই গুরুতর।
না যদি জানেন, তবে আমাদের ভদ্র ব্যবহারে
অযথাই বকুনি খেলাম। ভাববেন না আমার
ভদ্রাভদ্র কাণ্ডজ্ঞান এতটা ঘুচেছে,
ঠাট্টা তামাসা করব পূজনীয় আপনাকে নিয়ে;
আবার বলছি, যদি আপনার মেয়ে গিয়ে থাকে
আপনার বিনামতে, অবাধ্যতা চূড়ান্ত করেছে,—
এভাবে বিবেক বুদ্ধি রূপ গুণ ভবিষ্যৎ তার
সঁপে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভিনদেশী এক যাযাবরে,
ভিটেঘর কিছু যার নেই। দেখুন পরখ করে;
তার ঘরে অথবা বাড়িতে তাকে খুঁজে যদি পান

রাজ্যের বিচার দণ্ড শাস্তি দিক অবাধে আমাকে
আপনাকে ঠকিয়েছি বলে।

ব্রাবানশিও। কে আছিস্ আলো জ্বাল!
বাতি দে আমাকে! লোকজন ডেকে তোল!
সদ্য দেখা স্বপ্নে আর এ দুর্দৈবে নেইকো অমিল।
স্বপ্ন পাছে সত্য হয়, সেই ভয়ে রয়েছি উদ্বেগে।
আলো আন্, আলো। [উপর থেকে প্রস্থান]

ইয়াগো। চলি, এখন যাওয়াই ভালো :
আমার যে চাকরি তাতে উচিতও না, শোভনও না,
মুরের বিবাদী হয়ে ধরা পড়ে যাওয়া;
থাকলে, হতেই হবে। জানা আছে শাসকমহল,
হয়তো সে এর ফলে কিছুটা সংযত হ'তে পারে,
কিন্তু তাকে ঠেলা, অসম্ভব; কারণ তারই 'পরে
যোগ্য কারণেই ন্যস্ত সাইপ্রাসের যুদ্ধের ভার,—
সে যুদ্ধও শুরু হয়ে গেছে,—সর্বস্ব দিয়েও তারা
খুঁজে পাবে নাকো ঠিক ওর মত একজন
উপযুক্ত এ কাজের; এই সব বিবেচনা করে,
যদিও সে ঘৃণ্য যেন নরক যন্ত্রণা,
তবু শুধু বর্তমান চাকরি খাতিরে, তাকে আমি
দেখাবো কতই বাধ্য, কত ভালোবাসি তাকে;
নিতান্তই দেখানো তা। যদি তার দেখা চাও
দলে বলে হানা দাও সাজিটারি সরাই খানায়;
তার সঙ্গে সেখানে থাকব। চলি তবে।
[ইয়াগোর প্রস্থান]

[নিচে মশাল হাতে ব্রাবানশিও ও তার অনুচরগণের প্রবেশ]

ব্রাবানশিও। অতি সত্য এ দুঃসংবাদ! গিয়েছে সে চলে;
অভিশপ্ত এ জীবনে কী নিয়ে থাকব আর,
শুধুই তিক্ততা, কিছু আর নেই। রোডারিগো,
কোথায় দেখেছ তাকে? হায় হতভাগী!
বললে মুরের সঙ্গে? কে চাইবে পিতা হতে আর!
কি করে জানলে তুমি আমারই মেয়ে সে? উঃ প্রতারণা

চিন্তাতীত! কী বলেছে তোমাকে সে? আলো জ্বাল আরো,
ডেকে তোল লোকজন! বিয়েটা কি হয়ে গেছে জানো?

রোডারিগো। মনে হয় নির্ঘাৎ হয়েছে।

ব্রাবানশিও। হা কপাল! কি করে পালাল? উঃ রক্তের হারামী?
পিতারা, এখন থেকে কন্যাদের কাজ দেখে
বুঝোনা তাদের মন। আছে কি এমন জাদু
কুমারী মেয়ের যাতে স্বধর্ম স্বভাব
বিকল করতে পারে? রোডারিগো, পড়েছ কি তুমি
এমন বিষয়ে কিছু?

রোডারিগো। আছে, আমি পড়েছি তা।

ব্রাবানশিও। ডাকো ভাইকে আমার! উঃ, দিতাম তোমারই হাতে যদি।
কতক একদিকে যাও অন্যদিকে কিছু! জানো তুমি
কোথা গেলে ধরা যায় মূর আর মেয়েটাকে?

রোডারিগো। মনে হয় শক্ত নয় খুঁজে বের করা, দয়া করে শুধু
কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।

ব্রাবানশিও। বেশ, তুমি আগে চল। বাড়ি বাড়ি হানা দেব আমি;
অনেকে আমার অনুগত। অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নে রে!
ডেকে তোল জনাকয় রাতের শান্ত্রীকে।
বড় ভালো রোডারিগো, চল; এ কষ্টের পাবে পুরস্কার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—ভিন্ন রাজপথ।

[ওথেলো, ইয়াগো ও মশালসহ অনুচরগণের প্রবেশ]

ইয়াগো। যুদ্ধ ব্যবসায়ে বটে নরহত্যা করেছি বিস্তর,
তবুও আমার পক্ষে ভেবে চিন্তে খুন করা
বিবেকের একান্ত নিষেধ; স্বার্থবোধে যে অন্যায়
করণীয়, তাও পারি নাকো। নয় কিংবা দশ বার
ভেবেছি বিঁধিয়ে দিই এইখানে পাঁজরার নিচে।

ওথেলো। করনি, ভালোই।

ইয়াগো। তা বলে কুৎসা খালি
অশ্রাব্য অকথ্য কথা আপনার উদ্দেশে
কত আর শোনা যায়।
শুনে যে সয়েছি তার কারণ কিছুটা
সাধুতা রয়েছে ধাতে। বলবেন দয়া ক'রে
বিবাহ কি হয়ে গেছে? কারণ, সন্দেহ নেই,
ভদ্রলোক সবার শ্রদ্ধার পাত্র,
কার্যত ক্ষমতা তাঁর ডিউকেরই মত,
অন্যের থেকে যা দ্বিগুণ; এই বিয়ে ভাঙবেনই তিনি,
না যদি পারেন তবে বাঁধবেন আইনের
নানা বাধা বিপত্তিতে, নাজেহাল করতে এভাবে
করবেন না চেষ্টার ত্রুটি।

ওথেলো। রোষবশে যা খুশি করুন।
পরিষদ নানাভাবে পেয়েছে আমার সেবা, তাই
তাঁর অভিযোগ ম্লান করে দেবে। জানে না এখনও কেউ,-
জানবে এবারে, আমি বুঝেছি যখন আত্মশ্লাঘা
সম্মান সংগত,—জানবে, রাজরক্তধারা বয়
আমার এ ধমনীতে, আমার যা বংশমর্যাদা,
নিজেকে নত না করে স্বাধিকারে পেতে পারি আমি
যে সম্মান করেছি অর্জন। ইয়াগো, একথা জেনো,

ভালোবাসি নম্র ধীর ডেসডিমোনাকে,
তা না হলে রত্নাকর আমাকে দিলেও,
চিরমুক্ত বিবাগী এ মন আমার হত না সম্মত
বন্দী হতে সংসার বন্ধনে। কিন্তু ও কিসের আলো?

ইয়াগো। সদলে কন্যার পিতা জেগে উঠে আসছেন;
বরঞ্চ আড়ালে যান।

ওথেলো। কখনো না; আমি ধরা দেব।
ক্ষমতা মর্যাদা আর অকপট বিবেক আমার
আমার সুযোগ্য সাক্ষী। এরা কি তাঁরাই?

ইয়াগো। না, না, মনে হচ্ছে তারা নয়।

[মশাল হাতে কেসিও ও কতিপয় কর্মচারীর প্রবেশ]

ওথেলো। ডিউকের কর্মচারী এরা, আমারও সহকারী।
বন্ধুগণ, রাতের শুভেচ্ছা জেনো!
কি খবর বল?

কেসিও। সেনাপতি, ডিউক সাক্ষাৎ প্রার্থী;
অবিলম্বে চান তিনি আপনার উপস্থিতি,
এখনি, এ মুহূর্তেই।

ওথেলো। কি ব্যাপার, মনে হয়?

কেসিও। অনুমানে মনে হয়, সাইপ্রাস থেকে কিছু।
কোনো কিছু জরুরী ব্যাপার; নৌবহর থেকে
ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছে বারোজন সংবাদবাহক,
একের পরেতে এক, আজ এই রাতের ভেতরে।
অধিকাংশ কনসাল এরই মধ্যে ডিউকের কাছে
শয্যা ছেড়ে এসেছেন। আপনাকে সবাই ডাকছেন।
স্বগৃহে যখন পাওয়া গেল না আপনাকে
সেনেট পৃথকভাবে তিন দল লোক পাঠিয়েছে
আপনার অন্বেষণে।

ওথেলো। ভালো হল, তুমি দেখা পেলে।
সামান্য অপেক্ষা কর, বাড়িতে একটা কথা বলে
ফিরে এসে সঙ্গে যাবো। [প্রস্থান]

কেসিও। পতাকী, ব্যাপার কি, এখানে উনি যে?

ইয়াগো। জানেন না, আজ রাতে বাগিয়েছেন স্থলপোত এক;
যদি ধরে রাখতে পারেন, কেল্লা ফতে তবে।

কেসিও। বুঝলাম না কিছুই।

ইয়াগো। করেছেন বিয়ে।

কেসিও। কাকে?

[ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ]

ইয়াগো। বিয়ে—ইয়ে—আসুন, চলুন?

ওথেলো। তৈরী আমি, চল।

কেসিও। আসছে আরেক দল আপনার সন্ধানে।

ইয়াগো। আসছেন ব্রাবানশিও। হুঁশিয়ার, সেনাপতি,
মতলব খারাপ।

[মশাল ও অস্ত্র-শস্ত্র সহ ব্রাবানশিও, রোডারিগো,
ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রবেশ]

ওথেলো। সাবধান; দাঁড়াও ওখানে!

রোডারিগো। সিনিয়র, এই মুর।

ব্রাবানশিও। রসাতলে যাক সে, নচ্ছার!

[উভয়ের তরবারি নিষ্কাশন]

ইয়াগো। চলে আয় রোডারিগো, লড়ে যা আমার সঙ্গে।

ওথেলো। রাখুন ও দীপ্ত তলোয়ার, হিম লেগে মরচে ধরে যাবে।
ভদ্র সিনিয়র, অস্ত্রবলের থেকে বয়স-বলেই
আপনি অধিক মাননীয়।

ব্রাবানশিও। চোর নরাধম, বল কোথা রেখেছিস আমার মেয়েকে?
তুই যা পাষণ্ড, ঠিক তাকে জাদু করেছিস;
সহজ বিচারবুদ্ধি আছে যার সেই বোঝে,
জাদুর শেকলে বন্দী না হলে সে-মেয়ে,—
এমন কোমল নম্র, আনন্দপ্রতিমা,
বিবাহে অনিচ্ছা এত, প্রত্যাখ্যান করেছে যে
রূপে অর্থে সেরা সেরা স্বজাতি দুলাল,—
সেই মেয়ে সবাকার হাস্যাস্পদ হতে কখনো কি
নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ছুটে যায় কালিমাখা বুকে

তোর মত পিশাচের? হর্ষ নয়, ভীতি যে জাগায়?
এ জগৎ বিচার করে দেখুক এ স্বতঃসিদ্ধ কিনা,
যে তুই আমার কন্যাতে করেছিস কুহক প্রয়োগ,
ঔষধি ও বিষের প্রভাবে তার ফুটন্ত যৌবন
করেছিস বিবশ বিকল; এ বিবাদ মেটাব না।
এই কার্য সম্ভাব্য যেমন, তেমনি জাজ্জ্বল্য স্পষ্ট।
তোকে তাই বন্দী করছি, অপরাধ তোর,
সমাজের শত্রু তুই, পেশা তোর বেআইনী,
নিষিদ্ধ সম্মোহ বিদ্যা তোর ব্যবসায়।
ধর ওই পাষণ্ডকে; বাধা দিতে এলে
জোর করে বাধ্যতা শেখাবি।

ওথেলো। ক্ষান্ত হন;
স্বপক্ষ বিপক্ষ আমি সবাইকে করি অনুরোধ!
যুদ্ধে অংশ নিতে হলে হতাম প্রস্তুত আমি
বিনা স্মারকেই। বলুন কোথায় যেতে হবে
আমাকে জবাব দিতে?

ব্রাবানশিও। কারাগারে; থাকবি সেখানে
যতদিন আইন ও আদালত তলব না করে তোকে
জবাবদিহির জন্যে।

ওথেলো। যদি বা তা মেনেই নি, তবে?
ডিউকের ইচ্ছা পূর্ণ তাহলে কি করে হবে?
এখানে আমার কাছে উপস্থিত এরা তাঁর দূত;
রাজ্যের জরুরী কোনো কাজে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে
এসেছে আমাকে।

কর্মচারী। পূজ্য সিনিয়র, সত্য এই কথা;
পরিষদে সমাসীন ডিউক, স্থির বিশ্বাস আমার
আপনাকেও ডেকেছেন।

ব্রাবানশিও। কি ব্যাপার! সভাসীন ডিউক!
অসময়ে এত রাত্রে। নিয়ে চল ওকে,
তুচ্ছ নয় আমার যা অভিযোগ। ডিউক স্বয়ং,
কিংবা এরাজ্যে যাঁরা সহকর্মী আছেন আমার
এ অন্যায়ে নিজেরাও মর্মাহত না হয়ে পারে না;

কারণ, এমন কার্য যদি হয় অবাধে সাধন
বর্বরে ও ক্রীতদাসে এই রাজ্য করবে শাসন।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য—সভাগৃহ।

[টেবিলের চারপাশে ডিউক ও সেনেটরগণ উপবিষ্ট। কর্মচারীগণ তাঁদের আদেশের প্রতীক্ষারত।]

ডিউক। সামঞ্জস্য কিছু নেই এ সব সংবাদে,
অবিশ্বাস্য সব।

প্রথম সেনে। বাস্তবিক কোন মিল নেই।
আমার চিঠিতে দেখছি জাহাজ একশ' সাত।

ডিউক। আর আমার একশ' চল্লিশ।

দ্বিতীয় সেনে। আমার শ'দুই।
যদিও এ সব বিবরণে হিসেবের মিল নেই,—
যেমন এ চিঠিগুলো শুধু অনুমান, সেই হেতু
গরমিল স্বাভাবিক,—তবুও সকলে একমত,
তুর্কীর এ নৌবহর, এবং তা সাইপ্রাসগামী।

ডিউক। ভালোভাবে ভেবে দেখলে একমাত্র তাইই সঙ্গত।
গরমিল ভরসায় নিরাপদ ভাবা ঠিক নয়,
বরঞ্চ মোটামুটি খবরটা যদি মেনে নিই
শঙ্কার কারণ আছে।

নাবিক। [নেপথ্যে] কে আছেন, শুনুন, শুনুন।

কর্মচারী। নৌবহর থেকে এক দূত।

[একজন নাবিকের প্রবেশ]

ডিউক। কি খবর?

নাবিক। তুর্কী নৌবহর রোড্স্ অভিগামী।
সিনিয়র এঞ্জেলোর আদেশে একথা
পরিষদে জানাতে এসেছি।

ডিউক। কি কারণে এ পরিবর্তন?

প্রথম সেনে। অসম্ভব,
একেবারে অযৌক্তিক; নিছক একটা ধোঁকা
আমাদের চোখে ধুলো দিতে। যদি ভেবে দেখি
সাইপ্রাসের গুরুত্ব কত তুর্কীদের কাছে,
আরো যদি চিন্তা করি সহজেই বুঝব তাহলে,
রোড্‌স্‌ থেকে সাইপ্রাসেই তুর্কীদের স্বার্থ বেশী,
তেমনি তা জয় করা কষ্টসাধ্য নয়ক ততটা,
যেহেতু সেখানে নেই সামরিক তেমন প্রস্তুতি,
যুদ্ধ সাজ সরঞ্জাম নিতান্ত বিরল তার
রোড্‌স্‌'এর সজ্জা তুলনায়; এই যদি মনে রাখি,
তাহলে ভাবি না যেন তুর্কীদের এতটা নির্বোধ
যে তারা হাতের লক্ষ্মী দূরে ঠেলে দেবে;
অনায়াস দখলের সুযোগকে অবহেলা করে
বিনা লাভে খোঁচা দিয়ে বিপদকে তুলবে জাগিয়ে।

ডিউক। বাস্তবিক, মনে হয়, রোড্‌স্‌ নয় উদ্দেশ্য তাদের।

প্রথম কর্ম। আরো কিছু খবর এসেছে।

[একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। মহামান্য মহামতি, তুরস্কের রণপোতগুলি
রোড্‌স দ্বীপ অভিমুখে গতি স্থির রেখে
মিলিত হয়েছে এক অনুগামী নৌবহর সাথে।

প্রথম সেনে। যা ভেবেছি, সংখ্যায় কত মনে হয়?

দূত। তিরিশটা রণতরী; এখন ফিরছে তারা
পিছনের পথে: নিজ মূর্তি প্রকট এবারে।
সাইপ্রাসই তাদের লক্ষ্য। সিনিয়র মণ্টানো,
আপনাদের সুবিশ্বস্ত বীর অনুচর,
ভক্তিভরে এ সংবাদ এই ব'লে জানাচ্ছেন,
দয়া করে এ খবরে বিশ্বাস রাখেন যেন।

ডিউক। সাইপ্রাসই তাহলে ওদের লক্ষ্য।
মার্কাস লুক্কিকোস নেই কি শহরে?

প্রথম সেনে। এখন সে ফ্লোরেন্সে আছে।

ডিউক। আমাদের নামে পত্র দিন : পত্রপাঠ আসে যেন।
প্রথম সেনে। আসছেন ব্রাবানশিও নির্ভীক মূরের সঙ্গে।

[ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো ও অন্যান্য কর্মচারীগণের প্রবেশ]

ডিউক। নির্ভীক ওথেলো শোনো, এখনি তোমাকে যেতে হবে
চিরশত্রু তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।
[ব্রাবানশিওকে] আপনাকে দেখিনি; স্বাগত,
ভদ্র সিনিয়র; আজরাতে
আপনার সাহায্য ও মন্ত্রণা থেকে বঞ্চিত সবাই।
ব্রাবানশিও। তেমনি আমিও আপনাদের। প্রভু, আমি ক্ষমাপ্রার্থী;
রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কিংবা অন্য কোনো জরুরী তলব
শয্যাচ্যুত করেনি আমায়, দেশের মঙ্গল ভেবে
উৎকণ্ঠিত নই আমি। একান্ত আমার এ শোক
বন্যা প্লাবনের মত এমন সর্বস্বগ্রাসী,
আর সব দুঃখতাপ গ্রাস করে', করে' আত্মসাৎ,
সেই শোক যেমন তেমনই থাকে।
ডিউক। সে কি, কী ঘটেছে?
ব্রাবানশিও। আমার—আমার মেয়ে! ওঃ!
ডিউক।
সেনে। } মারা গেছে?
ব্রাবানশিও। হাঁ, আমার কাছে।
ধর্ষিতা সে, অপহৃতা, বুদ্ধি তার বিকল হয়েছে
ওঝার ওষুধে আর জাদুমন্ত্র প্রয়োগের ফলে;
কারণ স্বভাব থেকে এতটা স্খলন,—
নয় যে নির্বোধ অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন,—
কখনো সম্ভব নয় বিনা সম্মোহনে।
ডিউক। যে কেউ হোক সে ব্যক্তি, এই মত অন্যায় উপায়ে
করেছে যে আত্মহারা কন্যা আপনার,
আর কন্যাহারা আপনাকে, নিষ্করুণ ভাষ্যে নিজে
যথাইচ্ছা আইনের নির্দয় বিধান
প্রয়োগ করুন তার 'পরে, হোক সেই নরাধম
আমাদের পুত্র, তবু।

ব্রাবানশিও। মান্যবর ধন্যবাদ।
এই সেই ব্যক্তি, এই মূর; বোধ হয় তাকে
রাজ্যের প্রয়োজনে আপনারই আদেশে এখন
ডেকে আনা হয়েছে এখানে।

ডিউক।
সেনেটরগণ। } আমরা মর্মাহত।

ডিউক। [ওথেলোকে] আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু আছে বক্তব্য তোমার ?

ব্রাবানশিও। কিছু নেই, যা বলেছি তাই সত্য।

ওথেলো। মহামতি পূজনীয় জ্ঞানবৃদ্ধ সিনিয়রগণ,
অতীব মহান আর সদাশয় প্রভুরা আমার,
এ বৃদ্ধের কন্যাকে আমি করেছি হরণ, অতি
সত্য এই অভিযোগ; সত্য তাকে বিবাহ করেছি;
আমার যা কিছু ত্রুটি, অন্যায় যা কিছু,
এই মাত্র, আর নয়। আমি রূঢ়ভাষী,
জানি না ললিত কথা শান্তশিষ্ট ভদ্রতাসম্মত;
কারণ এ হাত দুটি, সাত বছর বয়সের থেকে
আজ অবধি, ব্যতিক্রম বিগত ন'মাস,
লিপ্ত আছে রণক্ষেত্রে তার প্রিয় কাজে;
কীই বা বলতে পারি বিপুল এ পৃথিবীর কথা,
যা পারি তা যুদ্ধদ্বন্দ্ব-সম্পর্কে কেবল; অতএব
স্বভাবত সামান্যই আত্মপক্ষ সমর্থিত হবে
যদি বলি নিজ কথা। তবু, একটু ধৈর্য ভিক্ষা চাই,
শুনুন বলি যা আমি স্পষ্টভাষে বিনা ভণিতায়
আমার প্রেমের ইতিহাস, দেখুন কী ওষধি, কুহক,
সম্মোহন অথবা কী সাংঘাতিক জাদুমন্ত্রবলে,
যে হেতু এ সব দোষে দোষী নাকি আমি,
আমি তাঁর কন্যাকে বেঁধেছি।

ব্রাবানশিও। কি নিরীহ মেয়েটা আহা!
স্বভাবত শান্তধীর এত, নিজের চলনভঙ্গী
নিজে দেখে লজ্জানতা; সেই মেয়ে কিনা দেশমান
বয়স স্বভাব, সব কিছু অস্বীকার করে

যাকে দেখে ভয়ে সারা, তারই প্রেমে হয়েছে পাগল!
সে বিচারে ত্রুটি আছে, বিচার বিচারই নয়,
যে বিচার মেনে নেয় এ গুণবতীর পক্ষে
স্বভাবের এতটা বিচ্যুতি; বিচারের আগে
নিশ্চয় জানতে হবে ক্রূর যত পিশাচ আচার
ঘটায় যা এমন প্রমাদ। পুনঃ বলি, আমার বিশ্বাস,
শোণিতে প্রবলক্রিয় কোনো বিষ প্রবিষ্ট করিয়ে
কিংবা কোনো মন্ত্রদুষ্ট ওষধি প্রয়োগে
মেয়েকে সে আয়ত্তে এনেছে।

ডিউক। বিশ্বাস প্রমাণ নয়,
আরো বেশী সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।
আপাত এ অনুমান, এইটুকু ক্ষীণ সম্ভাবনা
এ অভিযোগের পক্ষে কভু গণ্য নয়।

প্রথম সেনে। ওথেলো, এবারে বল :
ছলে কিংবা বলে এই তরুণীকে বশীভূত করে
বিপর্যস্ত করেছ কি ওর মনোগতি? অথবা সে
এসেছে কি সানুনয়ে সুসংগত আলাপের পথে
অন্তরে অন্তর যথা আসে?

ওথেলো। অনুরোধ,
আনুন সে মহিলাকে সাজিটারি থেকে,
নিজের পিতার সামনে বলুক সে আমার বিষয়ে;
যদি তার বিবরণে মনে হয় আমিই দোষের ভাগী,
যে বিশ্বাসে, অধিকারে, রেখেছেন আমাকে এখানে,
নিন তা ফিরিয়ে, অধিকন্তু দুরাত্মাকে
দণ্ড দিন মৃত্যুদণ্ড।

ডিউক। নিয়ে এস ডেসডিমোনাকে।

ওথেলো। পতাকী, তুমিও যাও; সে-স্থান তোমার ভালো জানা।

[ইয়াগো ও অনুচরগণের প্রস্থান]

যতক্ষণ না আসে সে, ঈশ্বরের সম্মুখে যেমন
অসংকোচে মেলে ধরি অন্যায় যা স্বভাবে আমার,
সেই মত অকপটে জ্ঞানীগুণী আপনাদের কাছে
বলে যাই কি ভাবে এ সুন্দরীর হৃদয় পেয়েছি,

সেও পেয়েছে আমার।

ডিউক। শোনাও ওথেলো।

ওথেলো। পিতা তার করতেন স্নেহ; প্রায় যেতে বলতেন;
আমার জীবনকথা শুনে তাঁর আশ মিটত না,—
বর্ষ থেকে বর্ষান্তরে যুদ্ধ অবরোধ কত
কত ভাগ্যবিপর্যয় গেছে এ জীবনপথে।
বলেছি আদ্যন্ত সব, এমন কি বাল্যকাল থেকে
জিজ্ঞাসা করার সেই মুহূর্ত অবধি;
প্রসঙ্গে বলেছি আমি রোমহর্ষ নানা দুর্বিপাক,
সাগরে প্রান্তরে কত দুর্ঘটনা বিপদসংকুল,
ব্যূহরন্ধ্রে পলায়নে কতবার জীবন সংশয়,
কি ভাবে দাম্ভিক শত্রু কবলে পড়েছি,
দাসরূপে হয়েছি বিক্রীত, মুক্ত হয়েছি কি করে,
আরও কত অভিজ্ঞতা দেশে দেশে পর্যটন কালে :
বিরাট গুহার কথা, চিরবন্ধ্যা সুবিস্তীর্ণ মরু,
রুক্ষ শিলাকর আর শৈলচূড়া আকাশচুম্বিত,
বর্ণনা করেছি সব, এইভাবে বলেছি কাহিনী;
প্রসঙ্গে হয়েছে কথা কানিবল নরমাংসাসীর
আরো নরখাদকের, বিচিত্র মানুষের
মাথা যার স্কন্ধ নিচে। এ সব শোনার জন্য
ডেসডিমোনা থাকত উৎসুক হয়ে;
অথচ ঘরের কাজে প্রায় তাকে চলে যেতে হত;
সে কাজ সমাধা করে সাধ্যমত ত্বরিত গতিতে
আবার আসত ফিরে, উৎকর্ণ উদগ্রীব হয়ে
শুনত আমার কথা। সব লক্ষ্য করতাম আমি;
কোনো এক শান্তক্ষণে তার নিজ মুখ থেকে
আন্তরিক এ মিনতি আদায়ের পেলাম সুযোগ,—
সুবিস্তারে বলি যেন আমার জীবনকথা,
কিছু কিছু অংশ যার শুনেছে সে বিচ্ছিন্নভাবে,
তাও নয় মন দিয়ে শোনা। হলাম স্বীকার।
কত যে দেখেছি তার দুনয়ন গেছে জলে ভরে,
যখনই শুনেছে কোন প্রতিকূল ভাগ্যের প্রহারে

আর্তক্লিষ্ট যৌবন আমার। কাহিনী শেষ হলে
পুরস্কার দিয়েছে সে সহৃদয় দীর্ঘশ্বাস কত;
বলেছে অবাক হয়ে, কী আশ্চর্য, অদ্ভুত আশ্চর্য,
কী দুঃখের, মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী;
না শোনাই ছিল ভালো বলে আবার বলেছে,
এমনি পুরুষ যদি সঙ্গী হত তার। খুশি হয়ে
বলেছে আমার যদি বন্ধু থাকে প্রেমপ্রার্থী তার,
তাকে যেন শিক্ষা দিই এ কাহিনী বলার ধরন,
তাই তাকে জয় করে নেবে। এ ইঙ্গিতে আমি বলি।
দুর্দিনের কথা শুনে সে আমাকে বেসেছিল ভালো,
তাকেও বেসেছি আমি, কেঁদেছে সে দুর্ভাগ্যে আমার।
এইমাত্র জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছি তার পরে :
কন্যা নিজেই আসছে; সেই সাক্ষী দিক।

[ডেসডিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরের প্রবেশ]

ডিউক। এ কাহিনী আমারও কন্যাকে বুঝি জয় করে নিত।
ভদ্র ব্রাবানশিও,
বিক্ষত এ ঘটনার যতটুকু ভালো তাই নিন;
অস্ত্র ভেঙ্গে গেলে তারও আছে ব্যবহার, নিরস্ত্রের
চেয়ে তাও ভালো।

ব্রাবানশিও। প্রার্থনা, শুনুন কন্যার কথা;
যদি সে স্বীকার করে এই প্রেমে আধেক সে দায়ী,
সর্বনাশ হোক আমার, যদি আমি বিনা অপরাধে
দোষী করি এ ব্যক্তিকে। এসো মা জননী এসো :
সম্মানিত এ সভায় দেখ দেখি কে এমন আছে
যার প্রতি সবচেয়ে অনুগত তুমি ?

ডেসডিমোনা। পিতৃদেব,
কর্তব্য এখানে দেখি বিভক্ত দ্বিধায় :
জন্মদাতা পিতা তুমি শিক্ষাদাতা গুরু;
এই জন্ম এই শিক্ষা শেখায় আমাকে
তোমাকে শ্রদ্ধার রীতি; তুমি তাই কর্তব্যের প্রভু;
এ অবধি আমি কন্যা; কিন্তু এখানে আমার স্বামী;

যতটা কর্তব্যনিষ্ঠ মা আমার ছিলেন তোমাতে,
তাঁর পিতৃতুলনায় তোমাকেই প্রিয়তর জেনে,
ততখানি অধিকার দাবি করি আমি, স্বামী
মুর প্রতি।

ব্রাবানশিও। ঈশ্বর ভরসা তোর! আমার হয়েছে।
অনুরোধ মহাভাগ, রাজকার্য শুরু হোক :
ঔরস সন্তান থেকে বরঞ্চ পোষ্য ছিল ভালো।
শুনে যা এদিকে মুর!
অন্তর উজাড় করে এ মুহূর্তে তোকে যা দিলাম,
না এলে দখলে তোর, সমস্ত অন্তর দিয়ে
রাখতাম তোর থেকে দূরে। কন্যারত্ন, কি বলব আর,
যথার্থই খুশি আমি, নেই আর সন্তান আমার।
কারণ তোর এ কীর্তি কঠোরতা শেখাত আমাকে,
বাঁধতাম শিকলে তাদের। হয়েছে আমার, প্রভু।

ডিউক। বলি তবে উপযোগী কিছু নীতিকথা,
তার ফলে যদি এ যুগল ভাগ্যে কিছুটা সহজে
আপনার আশীর্বাদ জোটে।
প্রতিকার নেই যবে আশা শুধু ছল,
সর্বনাশ ঘটে গেলে মিছে অশ্রুজল।
যে দুর্দৈব অপগত তা লয়ে বিলাপ
পরবর্তী দুর্দৈবের অনিবার্য ধাপ।
অদৃষ্টের গ্রাস হতে মুক্তি যদি অসম্ভবপর,
সহিষ্ণুতা সেই ক্ষতি পরিহাসে করে রূপান্তর।
লুণ্ঠিত, হাসির ছলে লুঠ করে লুঠেরার ধন,
অসার্থক শোক শুধু লুটে নেয় শোকার্তের মন।

ব্রাবানশিও। আমাদের কাছ থেকে নিক তুর্কী সাইপ্রাস তবে,
ক্ষতি মনে হবে না তা যতদিন মুখে হাসি রবে।
যার কোনো বোঝা নেই নীতিকথা সেই খালি বুঝে
শোনা কথা থেকে সে-ই আনন্দরসদ পায় খুঁজে;
নীতিকথা সাথে ব্যথা সয় ভাগ্যহীন
শোকের মাসুল দিতে সহ্য যার ক্ষীণ।
এইসব নীতিকথা একই কালে তিক্ত সুখকর,

উভয়ত সমভার, অর্থান্তরে সমান মুখর।
কথা কিন্তু কথা শুধু; এ পর্যন্ত হয় নি গোচর
শ্রুতিপথে কোনো কথা স্পর্শ করে বিক্ষত অন্তর।
আমার বিনীত অনুরোধ, রাজকার্যে রত হন।

ডিউক। তুর্কীরা বিপুল সমরসাজে সাইপ্রাস'এর দিকে যাত্রা করেছে। সেখানকার রক্ষা ব্যবস্থা যে কেমন, ওথেলো, তুমি ভালোভাবেই জানো; সেখানে যে আছে সে যদিও সুদক্ষ এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, তবু, সবার ধারণা, তুমি ভার নিলে আরও বেশি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। জানো ত' সাধারণের ধারণা কখনও ভুল হয় না। অতএব তোমার নব ভাগ্যোদয়ের এই আনন্দছটাকে বিপদসঙ্কুল অনিবার্য এ অভিযানে ঢাকা দিতে খুশি মনে প্রস্তুত হও।

ওথেলো। মহামান্য সেনেটরগণ, কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে
ইস্পাত কঠিন ওই রণশয্যা আমার নিকটে
পুষ্পশয্যা সুকোমল। এ আমার অন্তরের কথা,
উৎসুক আগ্রহে আমি স্বভাবত ছুটে যাই
কঠিন যা তার দিকে। নিলাম এ ভার
তুর্কীদের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ চালনার।
অতএব পরিষদে বিনীত এ প্রার্থনা জানাই,
আমার পত্নীর জন্যে ধার্য হোক যোগ্য আয়োজন,
যেমন, আবাস তার, অর্থ পরিমিত,
দাসদাসী অনুচর সুযোগ সুবিধা,
কুলে শীলে যথা প্রাপ্য তার।

ডিউক। যদি রাজী থাকো
থাক না সে পিতৃগৃহে।

ব্রাবানশিও। আমি তা চাই না।

ওথেলো। আমিও না।

ডেসডিমোনা। আমিও না; সাধ নেই সেখানে থাকার,
পিতার চোখের সামনে তাঁর নিত্য চক্ষুশূল হয়ে
বিরক্তি জাগাতে। মহামান্য উদার ডিউক,
আমার মনের কথা দয়া করে একটু শুনুন;
আপনার আশীর্বাদ আমাকে ভরসা দিক,

আমার সরল কথা যদি...

ডিউক। কী তোমার ইচ্ছা, ডেসডিমোনা?

ডেসডিমোনা। মুরকে বেসেছি ভালো একসঙ্গে থাকার আশায়,
আমার অবাধ্য কাজে আর আমার ভাগ্যবিপর্যয়ে
এ কথাই হয়েছে রাষ্ট্র; আমার হৃদয় যেন
স্বামীর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে;
ওথেলোর মুখে আমি দেখেছি মনের রূপ তার;
তার বলবীর্যে তার সম্মানে গৌরবে
এ হৃদয় ভাগ্য আমি উৎসর্গ করেছি।
তাই প্রিয় প্রভুরা আমার, যদি পিছে থাকি একা
শান্তির সুখের নীড়ে, আর তাকে যুদ্ধে যেতে হয়,
অধিকারচ্যুত হব ধর্ম থেকে সহধর্মিণীর,
তাছাড়া সইতে হবে গুরুভার মধ্যবর্তীকাল
প্রিয়বিরহের দুঃখ। সঙ্গে তার যেতে দিন প্রভু।

ওথেলো। প্রভুরা সম্মতি দিন। অনুরোধ, ইচ্ছা ওর
অবাধে পূরণ হোক; এ ভিক্ষা চাই না আমি
লোলুপ লালসা হবে চরিতার্থ বলে,
কিংবা উন্মাদনা লোভে,—তারুণ্যের সে উত্তাপ
নিভে গেছে কবে,—অথবা সুখের মোহে,
শুধু তার মনস্কাম অবাধে মেটাতে চাই আমি;
তা বলে, প্রভুরা, যেন এ ভাবনা মনেতে না জাগে,
আপনাদের এ গুরুদায়িত্বভার উপেক্ষিত হবে,
যেহেতু সে সঙ্গে রবে। কখনো না, লঘুপক্ষ পুষ্পধনু
যদি দৃষ্টি অন্ধ করে পুষ্পশরাঘাতে,
বিবশ বিকল করে সুস্থ চিন্তা কর্মকুশলতা,
মাতায় বিলাস সুখে, ভ্রান্তি আনে কর্তব্যে আমার,
হোক আমার শিরস্ত্রাণ পাচিকার রন্ধন তৈজস,
ঘৃণ্য ও জঘন্য যত নিন্দা অপবাদ
যশ খ্যাতি সব দিক মুছে।

ডিউক। তোমার যা ইচ্ছা কর, থাক সে এখানে
কিংবা সঙ্গে নিয়ে যাও। এ সংকটে বিলম্ব সয় না,
ত্বরিত উত্তর চাই। আজ রাতে যাত্রা কর স্থির।

ডেসডিমোনা। আজ রাতে, প্রভু?

ডিউক। আজরাতে।

ওথেলো। সর্বান্তঃকরণে।

ডিউক। দশটায় সকালে আমরা মিলছি আবার।
ওথেলো, এখানে কোনো কর্মচারী রেখে যেও,
আমাদের সনদটা নিয়ে যাবে সে তোমার কাছে,
সঙ্গে নেবে তোমার মর্যাদা মত আরও সব
সম্মানভূষণ।

ওথেলো। যথা আজ্ঞা, রইল পতাকী এই;
বিশ্বাসে ও সততায় ও ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য।
আমার পত্নীর ভার থাক ওর 'পরে;
যদি কিছু পাঠাবার থাকে, পাঠাবেন ওরই হাতে
আমার নিকটে পরে।

ডিউক। বেশ, তাই হবে।
রাত্রি শুভ হোক সবাকার। [ব্রাবানশিওকে] আর ভদ্রবর,
সদগুণ স্বকীয় রূপে হলে মনোহর,
আপনার জামাতা কভু কালো নয়, অতীব সুন্দর।

প্রথম সেনে। বিদায় নির্ভীক মুর, যত্নে রেখো ডেসডিমোনাকে।

ব্রাবানশিও। চোখে রেখো তাকে, মুর, চোখ যদি থাকে :
পিতাকে যে ঠকিয়েছে, পারে সে তোমাকে।

[ডিউক, সেনেটর ও কর্মচারীগণের প্রস্থান]

ওথেলো। এ জীবন অঙ্গীকার তার সতীত্বের। সাধু ইয়াগো,
রইল তোমার কাছে আমার ডেসডিমোনা :
তোমার পত্নীকে ব'লো পরিচর্যা করে যেন তার:
পরে অবসর মত তাদের সঙ্গে এনো।
এসো ডেসডিমোনা; আছে মাত্র একঘণ্টা,
বিষয় ব্যাপারে কিংবা প্রেমলাপে নিরত থাকার
এই শুধু অবসর; আমরা যে সময়ের দাস।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

রোডারিগো। ইয়াগো!

ইয়াগো। কি ভাই, দরাজ দোস্ত?

রোডারিগো। এবার, আমি কি করি?

ইয়াগো। কেন, শয়নে পদ্মলাভঙ্গ।

রোডারিগো। আমি এক্ষুনি ডুবে মরব।

ইয়াগো। তা যদি কর, তোমার সঙ্গে দোস্তি আর টিকবে না। কিন্তু তোমার এ বোকামি কেন?

রোডারিগো। বেঁচে থাকা মানে যখন জ্বলে মরা, তখন বাঁচাই তো বোকামি। আর যমই যখন মুশকিল আসান তখন মরাই ত' একমাত্র দাওয়াই!

ইয়াগো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ সব শুনলেও পাপ! এই এককুড়ি আট বছর ধরে এই দুনিয়াটাকে দেখে আসছি; অথচ যেদিন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি কিসে লাভ আর কিসে লোকসান, সেদিন থেকে এমন একটা মরদও খুঁজে পেলাম না যে জানে কি করে নিজেকে ভালোবাসতে হয়। একটা বেশ্যার ভালোবাসার জন্যে ডুবে মরব, একথা বলার আগে বরঞ্চ একটা বেবুনের কাছে আমার মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেব।

রোডারিগো। কি করব বল? আমি জানি, আমার এই পাগলামি লজ্জার বিষয়, কিন্তু নিজের স্বভাব শোধরানো আমার সাধ্যে নেই।

ইয়াগো। সাধ্য! ছোঃ। এই কিংবা ওই হওয়া একেবারে আমাদের মনের ব্যাপার। আমাদের শরীরগুলো বাগান, আর তার মালী—আমাদের মর্জি; এ বাগানে তাই বিছুটিও চষতে পারি আবার শাকসবজীও বুনতে পারি, ফুলগাছও পুঁততে পারি, নটে গাছও মুড়োতে পারি, একজাতের লতায় যেমন ভরাট করতে পারি তেমনি নানাজাতের গাছগাছড়াও লাগাতে পারি, কুঁড়েমি করে নিষ্ফলাও রাখতে পারি, আবার সার দিয়ে খেটেখুটে ফলাও করতে পারি; যখন যা মর্জি, মর্জির জোরে সবই সম্ভব। আমাদের জীবনের তুলাদণ্ডে একদিকে যুক্তি আরেক দিকে প্রবৃত্তি। এই যুক্তি যদি প্রবৃত্তিকে বশে না রাখত, তাহলে আমাদের স্বভাবের মধ্যে যা আদিম, যা বন্য, তা আমাদের নিদারুণ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যেত। কিন্তু আমাদের যুক্তি আছে, সেই যুক্তি দিয়েই আমরা আমাদের রিপুর আবেগকে, লালসার দংশনকে, উদ্দাম

কামনাকে দমিয়ে রাখি; এর থেকে প্রতিপন্ন হয় তুমি যাকে 'ভালোবাসা' বল তা এই লালসাবৃক্ষেরই একটা চারা বা পরগাছা।

রোডারিগো। কখনো না।

ইয়াগো। আমি বলছি, এ নিছক রক্তের লালসা, মর্জির দয়ায় টিকে থাকে। মরদের মত সব ঝেড়ে ফেল। ডুবে মরবে? কেন, তুমি কি কানা কুকুর। না বেরাল বাচ্চা! সবাই জানে আমি তোমার বন্ধু, তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি এত গুণের যে তোমার সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছি; এখন যদি তোমার পাশে না দাঁড়াই কবে আর দাঁড়াব। শোন বলি, টাকায় থলি ভরো, আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে রওনা হও; ঝুটো দাড়ি লাগিয়ে চেহারা বিলকুল পালটে ফেল; যা বললাম, থলি ভরে টাকা নিও। বলে দিচ্ছি, দেখো, মুরের উপর ডেসডিমোনার ভালোবাসা বেশীদিন টিকতে পারে না,—মোদ্দা, থলি ভরে টাকা নিও,—তেমনি, মুরেরও টিকবে না। ঝড়ের মত যেমন দমকা এর আরম্ভ, দেখবে, এর শেষও তেমনি; থলিটা শুধু টাকায় ভরে রেখো। এই মুরগুলোর মর্জির ঠিক নেই; তুমি শুধু টাকায় থলি ভরতে থাকো; এখন যা তার কাছে মধুর মত মিষ্টি, দেখতে দেখতে তাই তার কাছে নিমের মত তেতো হয়ে দাঁড়াবে। জোয়ান বয়সের ছোকরাকে পেলে সে মেয়ে ভাগবেই; মুরের দেহভোগে তার আশ মিটে গেলে ও মেয়ে ঠিক বুঝবে মুরকে বিয়ে করে কি ভুল করেছে। নিশ্চয় বলছি, ও মেয়ে ছেড়ে যাবেই; তাই জন্যে, যত পারো টাকায় থলি ভর্তি কর। সত্যি যদি তুমি মরতে চাও, না ডুবে তা অনেক সুষ্ঠু-ভাবে সারতে পারো। সাধ্যমত টাকার যোগাড় কর। ছন্নছাড়া একটা বর্বরের সঙ্গে অত্যন্ত ধড়িবাজ এক ভেনিসীয় মেয়ের বিয়ের ভণ্ডামি আর মেকী গাঁটছড়া যদি আমার কূটবুদ্ধি ও জাহান্নমের সব পিশাচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে না পারে, তবে জেনে রেখো, ও মেয়েকে তুমি ভোগ করবেই; অতএব টাকার যোগাড়

কর। চুলোয় যাক তোমার ডুবে মরা! ও মতলবটা একেবারে বেতালা। মজা লুটতে গিয়ে যদি ফাঁসিতে লটকাতে হয়, তাও ভালো, কিন্তু তাকে ভোগ না করে ডুবে মরার মতলব ছাড়ো।

রোডারিগো। তোমার কথায় যদি ভরসা রাখি, তুমি বলছ, আমার আশ মেটাবে?

ইয়াগো। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো : আগে টাকার যোগাড় কর গিয়ে। তোমাকে আগে অনেকবার, বার বার বলেছি, মুরটা আমার চক্ষুশূল। আমার আক্রোশ আমার মনে বিঁধে আছে। তোমারও মনের জ্বালা কম নয়। প্রতিশোধ নিতে এস আমরা হাতে হাত মেলাই; যদি তার বৌকে ভাগাতে পারো তাহলে নিজে তো মজা লুটবেই, আমিও রগড় দেখব। কালের গর্ভে অনেক কিছুই চাপা আছে, সময়ে সব পয়দা হবে। যাও এখন; এগোও। টাকার যোগাড় রেখো। কাল এ বিষয়ে আরো কথা হবে। এখন এস।

রোডারিগো। সকালে কোথায় আমাদের দেখা হবে?

ইয়াগো। আমার বাড়িতে এস।

রোডারিগো। ঠিক সময়ে হাজির হব।

ইয়াগো। আচ্ছা বেশ, এখন যাও। রোডারিগো, শুনছ?

রোডারিগো। কিছু বলছ?

ইয়াগো। ডুবে মরার ভূত আর নেই ত, কিহে?

রোডারিগো। না, না, এখন আমি একেবারে পালটে গেছি।

ইয়াগো। এখন তাহলে এস! টাকার থলি ভরতে ভুলো না।

[রোডারিগোর প্রস্থান]

ইয়াগো। এইভাবে নির্বোধকে করি আমি কুবের ভাণ্ডার।
আমার অর্জিত বিদ্যা একেবারে হত অপব্যয়
যদি এই গাধাটার সঙ্গে সময়টা কাটিয়ে দিতাম
বিনা স্বার্থে কিংবা রঙ্গে। মুরটা আমার চক্ষুশূল;
এ ধারণা অনেকেরই, আমারই বিছানায় নাকি
করছে সে আমারই কাজ; জানি না, এ সত্যি কিনা;
আমি কিন্তু সন্দেহই সত্য মেনে নিয়ে

ব্যবহার করে যাব। আছি তার সুনজরে;
এতে তাকে ফাঁদে ফেলা খুবই সহজ হবে।
কেসিওটা দেখতে ভালোই; ভেবে দেখি তবে;
ও চাকরিটা বাগাতেই হবে; ফন্দি আঁটা চাই
এক ঢিলে দুপাখী মারার; কি করে? এ্যাঁ?—দেখা যাক।
কিছু দিন পর থেকে ওথেলোর কানে মন্ত্র দেওয়া
তার স্ত্রীর সঙ্গে ওর চলেছে আশনাই;
তার যা চেহারা আর ঢুলু ঢুলু ভাব,
সন্দেহ সহজে জাগে, জন্ম যেন মেয়ে পটাতেই।
মুরটা তো সাদাসিধে সরল বিশ্বাসী
তার কাছে সেই সৎ যে সৎ সাজতে পারে;
অনায়াসে অবাধে সে নাসিকা-চালিত হবে
ঠিক গর্দভের মত।
বাজি-মাৎ; ফন্দি ঠিক; নরক ও রাত্রি ঘনঘোর
এ বীভৎস চক্রান্তকে করুক গোচর।

[যবনিকা]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—সাইপ্রাসের এক বন্দর।

পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি এক উন্মুক্ত স্থান।

[মোণ্টানো ও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

মোণ্টানো। সমুদ্রে কি দেখছেন কিছু তটপ্রান্ত থেকে?
প্রথম ভদ্রলোক। কিছুই না; ঢেউএ ঢেউএ তোলপাড় শুধু,
আকাশ ও সাগরের মাঝখানে কোথাও দেখি না
জাহাজের চিহ্নমাত্র।
মোণ্টানো। বাতাস গর্জায় যেন তট লক্ষ্য করে,
এরচে' প্রবল ঝড়ে এই দুর্গ কাঁপেনি কখনো :
এই ঝড় সাগরেও এমন দুর্দান্ত হলে,
কোন্ তক্তা এত শক্ত, পাহাড় আছড়ালে তাতে
জোড়ে জোড়ে টিকে থাকবে! কি হবে কে জানে!
দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তুর্কী বহরের এক ছত্রভঙ্গ অংশ শুধু :
ফেনিল এ তীরে এসে একবার দাঁড়িয়ে দেখুন,
তাড়িত তরঙ্গগুলো মেঘে মেঘে ছুঁড়ে মারে যেন;
ঝঞ্চাহত ঢেউ তার ভয়ংকর কেশর ফুলিয়ে
জ্বলন্ত সপ্তর্ষি বুঝি দিল জলে ঢেকে,
ধ্রুবতারকার রক্ষী তারাদের বুঝি তা নেভাল;
কখনো দেখিনি আমি এমন বিক্ষুব্ধ দৃশ্য
ক্রুদ্ধ সাগরের বুকে।
মোণ্টানো। তুর্কী বহরের যদি
আশ্রয় না মেলে কোন ঘাটে, তবে নির্ঘাৎ ডুববে;
অসম্ভব টিকে থাকা এই অবস্থায়।

[তৃতীয় এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

তৃতীয় ভদ্রলোক। ও মশাই, সুখবর, আমাদের লড়াই খতম :
দামাল এ ঝড়ে এত নাজেহাল হয়েছে তুর্কীরা,

যে তাদের মতলব পণ্ড। ভেনিসের আরেক জাহাজ
মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছে
অধিকাংশ জাহাজে তাদের।

মোণ্টানো। সেকি! একথা সত্যি কি?

তৃতীয় ভদ্রলোক। জাহাজটা এখানে ভিড়েছে,
ভেরোনার এ জাহাজ; বীর মুর ওথেলোর
সহকারী মাইকেল কেসিও
ঘাটে এসে নেমেছেন; মুর নিজে আছেন সাগরে,
পূর্ণ অধিকার নিয়ে আসছেন সাইপ্রাসে তিনি।

মোণ্টানো। শুনে খুশি আমি, সুযোগ্য শাসক তিনি।

তৃতীয় ভদ্রলোক। কিন্তু এই কেসিও যদিও চিন্তা দূর করেছেন
জানিয়ে তুর্কীর ক্ষতি, তবু তাঁর বিমর্ষ দৃষ্টি
মুর নিরাপদ কিনা ভেবে, কারণ তুমুল ঝড়ে
দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়।

মোণ্টানো। ঈশ্বর সহায় হোন তাঁর:
আমি তাঁর অধীনে ছিলাম, সাচ্চা সৈনিকের মত
তাঁর আচরণ। চলুন সমুদ্র তীরে যাই!
দেখি গিয়ে যে জাহাজ নোঙর করেছে,
সেইসঙ্গে খুঁজব দুচোখ মেলে বীর ওথেলোকে
দূরে দূরে যে পর্যন্ত আকাশ ও সাগরের নীল
এক হয়ে মিশে না যায়।

তাহলে চলুন যাই,
কারণ প্রতিটি ক্ষণ আরো কত নব আগন্তুক
প্রত্যাশায় ভরা।

[কেসিও-র প্রবেশ]

কেসিও। এ যোগ্য দ্বীপের বীর সন্তানেরা, ধন্যবাদ,
ধন্যবাদ, মুরকে শ্রদ্ধার জন্যে, ভগবান দিন তাঁকে
এ দৈব দুর্যোগ থেকে নিজেকে রক্ষার শক্তি,
হারিয়েছি তাঁকে আমি ভয়ংকর উত্তাল সাগরে।

মোণ্টানো। জাহাজটা ভালো তো তাঁর?

কেসিও। মজবুত কাঠের তৈরি, এবং নাবিক তার

সর্বদিকে বিচক্ষণ; তাই এত আশা হচ্ছে,
আশার আধিক্য হেতু আশাহত হব না নিশ্চয়,
এ ভরসা আমার আছে।
[নেপথ্যে চিৎকার : "জাহাজ, জাহাজ, জাহাজ"]

[এক দূতের প্রবেশ]

কেসিও। কী এ গোলমাল ?
দূত। নগর হয়েছে শূন্য, সব লোক সমুদ্রের ধারে
সার বেঁধে 'জাহাজ', 'জাহাজ' বলে করছে চিৎকার।
কেসিও। আশা হচ্ছে ইনি রাজ্যপাল। [তোপধ্বনি]
দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওরা এই তোপ দাগছে সৌজন্য জানাতে,
আমাদের মিত্র কেউ।
কেসিও। অনুরোধ, একবার যান,
বাস্তবিক কে এলেন আসুন তা ঠিকমত জেনে।
দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যাচ্ছি আমি। [প্রস্থান]
মোণ্টানো। ফৌজদার, আপনার সেনাপতি বিবাহিত ?
কেসিও। এ বিষয়ে ভাগ্যবান, যে কন্যাকে লাভ করেছেন।
বর্ণনা-অতীত তিনি, সেরা খ্যাতি ম্লান তাঁর কাছে :
উচ্ছ্বসিত লেখনীর প্রশস্তিও পায় না নাগাল,
প্রকৃতি গড়েছে তাঁকে তিলোত্তমা এমনই সুন্দরী
হার মানে কবির কল্পনা।

[দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কে সে, কে ভিড়েছে ঘাটে ?
দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ইয়াগো নামের একজন, সেনাপতির পতাকী।
কেসিও। খুবই অনুকূল যাত্রা ভাগ্যক্রমে পেয়েছেন :
উত্তাল সমুদ্র আর ক্ষুব্ধ ঝড় ঝঞ্ঝার মাতন,
স্রোতাহত শিলারাশি, বালিস্তূপ জমাট কঠিন,
জলশত্রু এরা বাধা নির্দোষ তরীর যাত্রাপথে,—
রূপে মুগ্ধ হয়ে বুঝি এরাও ভুলেছে
হিংস্র স্বভাব তাদের, নিরাপদে যেতে দিল তাই
অনিন্দ্য ডেসডিমোনাকে।

মোণ্টানো। কে এই রমণী?

কেসিও। যাঁর কথা বললাম সেনানায়ক-নায়িকা তিনি,
বীর ইয়াগোর 'পরে ভার ছিল তাঁকে আনবার;
আমাদের প্রত্যাশার সাত রাত আগে তিনি
তীরে এসে নেমেছেন।...ভগবান, দেখো ওথেলোকে,
ভরে দিও তাঁর পাল তোমার দুর্জয় শ্বাসে, যেন
তাঁর মহাপোত নিয়ে তিনি এ তীর করেন ধন্য,
ডেসডিমোনার সঙ্গে হয় যেন অচিরে মিলন,

[ডেসডিমোনা, ইয়াগো, এমিলিয়া ও রোডারিগোর প্রবেশ]

আমাদের খিন্ন মনে এনে দিন নব উদ্দীপনা,
সারা সাইপ্রাসে যেন আনেন সান্ত্বনা,...
দেখো, দেখো,
জাহাজের সেরা রত্ন তীরেতে এসেছে।
সাইপ্রাসবাসীগণ, নত হয়ে সম্মান জানাও।
সুস্বাগত, মহীয়সী। স্বর্গীয় আশিস শুভ
আগে পিছে আপনার চতুর্দিকে ঘিরে
রচুক কল্যাণ চক্র।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ অজেয় কেসিও;
আমার স্বামীর কোন সংবাদ আছে কি?

কেসিও। আসেন নি এখনও, কিছুই জানি না আর,
তবে তিনি আছেন ভালোই, আসছেন অচিরেই।

ডেসডিমোনা। ভয় হয়...আপনাদের ছাড়াছাড়ি কি করে হল?

[নেপথ্যে "জাহাজ, জাহাজ"]

কেসিও। সমুদ্রের আকাশের দারুণ দুর্যোগে সঙ্গছাড়া
হলাম আমরা; কিন্তু ওই জাহাজের পাল।

[তোপধ্বনি]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। নগর-দুর্গকে ওরা শুভেচ্ছা জানাল,
মিত্র বলে মনে হয়।

কেসিও। স্বচক্ষে আসুন দেখে। [ভদ্রলোকের প্রস্থান]
পতাকী, স্বাগত আপনাকে, [এমিলিয়াকে] হে দেবী,
আপনাকেও :

ভদ্র ইয়াগো, ধৈর্যচ্যুত হবেন না যেন
আমার আদব দেখে; শিক্ষাদীক্ষা এমনি আমার
যাতে আমি এইভাবে ভদ্রতা দেখাতে সাহসী।
[এমিলিয়াকে চুম্বন]

ইয়াগো। মশাই, আপনাকে যদি দেয় ওর ঠোঁটের আস্বাদ
ঠিক ততখানি, যতটা জিভের ঝাল
আমাতে সে ঝাড়ে,
তবেই পাবেন প্রাপ্য পুরো।

ডেসডিমোনা। সেকি, ও যে কথাই বলে না।

ইয়াগো। বলে, বলে, বড় বেশী বলে :
আমি দেখি, বলে, যখনই আমার ঘুম আসে—
মাইরি, আপনার সামনে এখন রয়েছে বলে
জিভটা সিঁধিয়েছে একটু মনের ভেতরে,
মনে মনে শ্রাদ্ধ করছে ঠিক।

এমিলিয়া। একথা বলার মত কি তুমি দেখেছ?

ইয়াগো। থাক, থাক, বাড়ির বাইরে তোমরা পটের ছবি;
বৈঠকখানায় ঘণ্টা; বুনো বেরাল হেঁসেলে;
খোঁচা দিতে নিরীহ বোষ্টমী; খোঁচা খেলে বেহায়া
পিশাচী;
অগোছালো ঘরকন্নায়; গিন্নীপনা বিছানায় শুধু।

ডেসডিমোনা। ধিক্, ধিক্, কী নিন্দুক, ছিঃ ছিঃ।

ইয়াগো। হাড়ে হাড়ে সত্যি নইলে তুর্কী আমি ঠিক,
আপনারা জাগেন খেলতে, কর্মিষ্ঠা হন শুতে গিয়ে।

এমিলিয়া। আমার গুণের কথা অনেক হয়েছে।

ইয়াগো। থামি তবে।

ডেসডিমোনা। আমার গুণের কথা বলতে হলে কি ভাবে বলবেন?

ইয়াগো। বলবেন না এ কাজ করতে, দোহাই আপনাকে,
আমাতে আমিই নেই যদি না পরের দোষ ধরি।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা, বলুন তো দেখি...জাহাজঘাটে কি কেউ গেছে?

ইয়াগো। হ্যাঁ গিয়েছে।

ডেসডিমোনা। মন আমার ভাল নেই, তবু আমি অন্য ভাব করে
আমার যা মনোভাব করি তা গোপন।

বলুন, আমার গুণ কিভাবে গাইবেন?

ইয়াগো। চেষ্টা করছি, তবে কিনা, কবিত্ব আমার
এঁটেলে পশম যেন, তেমনি সেঁটে থাকে মগজেতে,
ঘিলুশুদ্ধু উপড়ে আনে; কল্পনা কাতরাচ্ছে কিন্তু,
সদ্য যা প্রসব হল শুনুন বলি তা :
রূপ আর বুদ্ধি কোন রমণীতে হলে একসাথ;
রূপ করে কাজ, আর বুদ্ধি দেয় কাজের বরাত।

ডেসডিমোনা। যথেষ্ট হয়েছে স্তুতি! কালো মেয়ে বুদ্ধিমতী হলে?

ইয়াগো। বুদ্ধিমতী কোন মেয়ে হয় যদি কালো,
সঙ্গী হবে ধলো, তার কালো হবে আলো।

ডেসডিমোনা। খারাপের চেয়েও খারাপ।

এমিলিয়া। সুন্দরী—বোকা হয় যদি?

ইয়াগো। সুন্দরী যে, অদ্যাবধি কখনোই হয়নি সে বোকা,
যেহেতু বোকামি তারও কোলে আনে যাদুমণি খোকা।

ডেসডিমোনা। এগুলো তো আদ্যিকালের ধাঁধাঁ, ভাটিখানার গাড়লদের হাসির খোরাক; যে মেয়ে কুৎসিত তার ওপরে বোকা, তার কতটা শ্রাদ্ধ করতে পারেন, দেখি?

ইয়াগো। কুৎসিত এবং বোকা হয়নি এমন কোন নারী,
চটুলা ও কুটিলার ছল চাতুরীতে যে আনাড়ী।

ডেসডিমোনা। কী আকাট মূর্খামি, সবচেয়ে যে খারাপ তাকেই কিনা সবচে' বেশী প্রশংসা; কিন্তু এমন মেয়ের কী প্রশংসা করতে পারেন, যে মেয়ে সত্যিই যোগ্য, যে মেয়ে নিজের কদরে বিশ্বনিন্দুককে তার সপক্ষে সাক্ষী মানতে পিছপা নয়?

ইয়াগো। রূপের অভাব নেই তবু যার গর্ব নেই ধাতে,
পটীয়সী বাচনে যে তবু কথা কয় নিচু খাদে,
সোনাদানা আছে ঢের তবু অঙ্গে নেইকো বাহার,
যে ইচ্ছা সাধ্যায়ত্ত তাতেও আসক্তি নেই তার;
রাগের সময়ে যদি প্রতিপক্ষ সামনে উপস্থিত,
প্রতিশোধে ক্ষান্ত তবু, অসন্তোষ কোথা তিরোহিত;
সাধারণ বুদ্ধি যার নয় এত কাঁচা
রুইএর মুড়োটা ফেলে নেবে কই-ল্যাজা,

যে মেয়ে চিন্তায় দড়, চিন্তা কিন্তু রাখে সে গোপনে,
অনুরাগী পিছে চলে, তবু ফিরে চায় না পিছনে;
এ মেয়ে আদৎ মেয়ে, যদি থাকে এমন স্বভাব--

ডেসডিমোনা। কী কাজ করতে ?

ইয়াগো। গাড়লকে স্তন্য দিতে, আর রাখতে মুদির হিসাব।

ডেসডিমোনা। ইস্, কী বেখাপ্পা বিদ্‌কুটে শেষ! এমিলিয়া, যদিও উনি তোমার স্বামী, ওঁর কাছ থেকে কিন্তু কিছু শিখো না; কেসিও, আপনার কী মত, যত বদ ও নোংরা পরামর্শ দিতে ভদ্রলোক বিচক্ষণ, তাই না ?

কেসিও। একটু কাটা কাটা কথা বলেন, পণ্ডিতের থেকে সৈনিক হিসেবেই ওঁকে বেশী ভালো লাগবে।

ইয়াগো। [জনান্তিকে] হাতে হাত দিয়ে ওকে ধরছে; আবার চুপি-চুপি কথা, বহুৎ আচ্ছা; এইটুকু মাকড়শার জালে কেসিওর মত ধেড়ে মাছিটাকে আমি জড়াব। ওর দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসা হচ্ছে, বেশ, চালাও; তোমার কেতা দিয়েই তোমাকে বাঁধছি। যা বলছ, ঠিক, খুব খাঁটি কথা। এই ধরনের কেতার ঠেলায় অমন ফৌজদারীটা খসে যায় যদি, তাহলে অত ঘন ঘন নিজের তিন আঙুলে চুমু না খেলেই পারতে, অথচ আদব কায়দার এই সুযোগটা নেবার জন্যে এখনো মুখিয়ে রয়েছ। ভালো, ভালো, বেড়ে চুমু চালাচ্ছ, খাসা ভদ্রতা; বাঃ বাঃ! আবার, নিজের আঙুলগুলো আবার ঠোঁটে ঠেকান হচ্ছে ? তোর জন্যে ওগুলো বিষের নল হল না কেন?... [তূরীধ্বনি] মূর, মূর আসছেন, তাঁর তূরীধ্বনি আমি জানি।

কেসিও। বাস্তবিক তাই।

ডেসডিমোনা। দেখা করে অভ্যর্থনা জানাই, চলুন।

[ওথেলো ও অনুচরগণের প্রবেশ।]

কেসিও। ওই তিনি আসছেন।

ওথেলো। আমার বীরাঙ্গনা!

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম ওথেলো আমার!

ওথেলো। তোমাকে আমার আগে এইখানে দেখে
অভিভূত আনন্দে বিস্ময়ে আমি। কী আনন্দ আজ!
যদি প্রতি ঝঞ্ঝা শেষে আসে শান্তি এমনই মধুর
জাগুক তুফান তবে মৃত্যু জেগে না ওঠা অবধি,
উঠুক মাতাল তরী কৈলাস শিখর সম
সাগরচূড়ায়, তারপর ঝাঁপ দিক অতলে পাথারে
স্বর্গ থেকে পাতালে যেমন। এ মুহূর্তে মৃত্যু হলে
এ মুহূর্ত চূড়ান্ত সুখের, কারণ আমার ভয়,
এই যে চরম সুখে এ হৃদয় ভরপুর,
এ সুখের আনন্দের অজানা অদৃষ্টে আর নেই
বুঝি দ্বিতীয় দোসর।

ডেসডিমোনা। বলো না, বলো না ও কথা,
আমাদের ভালোবাসা সুখ-শান্তি দিনে দিনে ফুটে
উঠুক ফুলের মত।

ওথেলো। তাই হোক, হে করুণাময়!
আমার এ আনন্দ যে প্রকাশের ভাষা নেই,
সব কথা ভেসে যায়, অসম্ভব এই হর্ষ সুখ!
এই, এই, এইভাবে আমাদের যুগল হৃদয়
একমাত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে থাকবে নিরত। [চুম্বন]

ইয়াগো। [জনান্তিকে] এখন দুজনে দেখছি একসুরে বাঁধা:
আমি যদি আমি হই, সুরেলা ও তারটাকে
দেবই আলগা করে।

ওথেলো। চল আমরা প্রাসাদে যাই।
বন্ধুগণ, সুখবর, যুদ্ধশেষ, তুর্কীরা ডুবেছে।
এ দ্বীপের পুরনো বন্ধুরা সব কে কেমন আছে?
মক্ষিরানী, তোমাকেও সাইপ্রাস সাদরে নেবে।
পেয়েছি গভীর প্রীতি তাদের মাঝারে। প্রিয়তমা,
অবান্তর কী বলে চলেছি, নিজেরই আনন্দ নিয়ে
রয়েছি নিজেই মগ্ন। অনুরোধ, ভদ্র ইয়াগো,
জাহাজঘাটায় গিয়ে আমার যা আছে নিয়ে এস;
কাপ্তেনকে সঙ্গে এনো নগর কেল্লায়;
লোকটি খুবই ভালো, তার দক্ষতার জন্যে

সত্যি সে শ্রদ্ধার পাত্র। এস ডেসডিমোনা,
আরবার বলি, সাইপ্রাসে এ মিলন কি মধুর!

[ইয়াগো ও রোডারিগো ছাড়া আর সবার প্রস্থান]

ইয়াগো। এক্ষুণি আমার সঙ্গে জাহাজঘাটায় দেখা ক'রো। এদিকে এস। যদি তোমার সাহস থাকে,—না থাকলেও তা হবে, লোকে বলে, প্রেমের দয়ায় অপদার্থ লোকদেরও স্বাভাবিক স্বভাবকে ছাপিয়ে মহৎভাবের একটা দ্যুতি বেরুতে থাকে —শোন যা বলি! ফৌজদার আজ রাতে সিপাই-ফাঁড়িতে পাহারায় থাকছে। প্রথমেই তোমাকে বলা দরকার, ডেস-ডিমোনা সরাসরি ওর প্রেমে পড়েছে।

রোডারিগো। ওর সঙ্গে? না, না, কিছুতে সম্ভব নয়।

ইয়াগো। এইভাবে আঙুলে মুখ চেপে যা বলি প্রণিধান কর; মনে রেখো, ওই মেয়ে মুরকে প্রথমটায় কী প্রচণ্ডভাবে ভালো-বাসে; সে-ভালোবাসা কিসের জন্যে?—শুধু মাত্র লম্বা লম্বা বুলি আর উদ্ভট উদ্ভট মিথ্যে কথার জন্যে। তুমি কি মনে কর, এই মেয়ে এখনো ওই সব বাজে কথায় ভুলে ওকে ভালোবাসবে? এ সব কথা তোমার বিবেচনার মধ্যেও আনবে না। জানবে, তার চোখের খোরাক চাই-ই চাই, আর ওই ভূতটাকে দেখে সে কী আনন্দ পেতে পারে বল? ভোগ করতে করতে রক্ত যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন আবার তা জাগিয়ে তুলতে, অরুচির জায়গায় নতুন রুচি ফিরিয়ে আনতে, দরকার চেহারার রমণীয়তা, রূপ গুণ বয়সের সামঞ্জস্য। মুর-এ এর সবগুলিরই অভাব। এখন এইসব একান্ত প্রয়োজনের অভাবে ওই নারীর সুচারু কমনীয়তা নিত্য ক্ষুণ্ণ হবে, তার কাছে মুর হয়ে উঠবে ঘৃণ্য, নাক্কারজনক, অসহ্য। প্রকৃতি নিজেই তাকে বুঝিয়ে দেবে, তাই কেন, বাধ্য করবে আরেক জনকে দোসর নিতে। অতএব, মহাশয়, এ অবস্থা যদি মেনে নাও— অবশ্য দেখতেই পাচ্ছ, অবস্থাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল— তাহলে এই সৌভাগ্য লাভের যোগ্যতা কেসিওর চেয়ে আর কার বেশী? অত্যন্ত মিষ্টভাষী ধূর্ত, যার বিবেক বলতে ঠিক ততটুকু যতটুকু তার গোপন লালসা ভালো-

ভাবে চরিতার্থ করার জন্যে ভব্যতাসভ্যতার বাইরের আবরণটা বজায় রাখা দরকার; সুযোগ-সন্ধানী—যেমন চতুর তেমনি ধড়িবাজ; সত্যিকারের সুযোগ না এলেও তার এমন চোখ যে জাল সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। মহা হারামী শয়তান, এ ছাড়া বেল্লিকটা দেখতে সুন্দর, বয়সে কাঁচা, নির্বোধ আনাড়ি মন যা চায় সবই তার আছে; সাংঘাতিক আস্ত শয়তান একটা এবং এরই মধ্যে এই লোকটা ওই নারীর মনে লেগেছে।

রোডারিগো। ও মহিলা সম্পর্কে আমি এসব কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, তার যা কিছু সব ভালো।

ইয়াগো। ভালো না ঘেঁচু! যে মদ সে খায় তা আঙুরেই তৈরি। যদি সে সত্যিই ভালো হত তবে মূরকে সে কখনো ভালোবাসতে পারত না। দেখলে না লোকটার হাতের পাতা নিয়ে কি রকম খেলা করছিল? দেখতে পাওনি?

রোডারিগো। তা বটে, তবে তা নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে।

ইয়াগো। লাম্পট্য, লাম্পট্য, আমার হাতের দিব্যি। কুচিন্তা ও কামুকতার ইতিবৃত্তে এই হল সূচনা ও প্রস্তাবনা। ঠোঁটে ঠোঁটে তারা এত কাছাকাছি এসেছিল যে তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে আলিঙ্গন হয়ে গেছে। রোডারিগো, এইসব পাপচিন্তা, এই ধরনের আদানপ্রদান যখন পথ করতে থাকে তখন আসল কাজের, মানে, দেহগত মিলনের বেশী দেরি হয় না। যাই হোক, আপাতত আমার কথা শুনে চল, খেয়াল রেখো, আমিই তোমাকে ভেনিস থেকে আনিয়েছি। আজ রাতে পাহারায় থাকবে, যা কিছু নির্দেশ দেবার দিয়ে যাচ্ছি। কেসিও তোমাকে চেনে না: আমি তোমার থেকে বেশী দূরে থাকব না; কোনো একটা ছুতো খুঁজে কেসিওকে চটিয়ে দেবে, হয় চীৎকার করে কথা বলে, নয়, তার নিয়মকানুনের দোষ ধরে; অথবা যাতে সুবিধে বুঝবে তাই করে: এর সুফল সময়ে ফলবে।

রোডারিগো। বহুৎ আচ্ছা।

ইয়াগো। শোন, লোকটা বদরাগী, অল্পেই চটে ওঠে, হয়ত তার

লাঠি দিয়ে তোমাকে দু-এক ঘা বসিয়েও দিতে পারে; এমনভাবে খোঁচা দেবে যাতে সত্যিই বসিয়ে দেয়, কারণ সামান্য ওইটুকু থেকেই সাইপ্রাসের লোকগুলোকে আমি খেপিয়ে তুলব; তারা কেসিওকে বরখাস্ত না করা অবধি কিছুতেই শান্ত হবে না। তখন আমি যে উপায় বলে দেব তাতে করে সহজেই তোমার মনের সাধ মিটে যাবে; পথের কাঁটাটা দূর হলে এ কাজের সুবিধেই হবে, তা না হলে আমরা তো সুদিনের আশাই করতে পারি না।

রোডারিগো। এর ফলে যদি সুরাহা হয়, আমি তা করবই।

ইয়াগো। আমি বলছি, হবে; একটু পরে কেল্লার কাছে দেখা ক'রো; ওঁর মালপত্তরগুলো আবার নামিয়ে আনতে যেতে হবে··· তাহলে এখন এস।

রোডারিগো। তাহলে আসি।　　[প্রস্থান]

ইয়াগো। কেসিও যে ভালোবাসে ওকে, আমি তা বিশ্বাস করি:
ও নারীও তাকে ভালোবাসে,—স্বাভাবিক, যুক্তিযুক্ত:
মুরকে যদিও আমি সইতেই পারি না,
লোকটা তবুও সৎ, একনিষ্ঠ, মধুর স্বভাব;
আমার ধারণা সে ডেসডিমোনার কাছে গণ্য হবে
প্রিয়তম স্বামী বলে। ও মেয়েকে আমিও তো চাই;
—তবে নিছক ভোগের জন্য নয়, যদিও অবশ্য
ও রকম গুরুপাপে লিপ্ত আমি নই যে তা নয়,—
কিছুটা চালিত আমি প্রতিহিংসা নিতে,
কারণ সন্দেহ করি, লম্পট মুরটা আমারই
আসনে বসেছে জুড়ে; এই চিন্তা মনের ভেতরে
বিষাক্ত ধাতুর মত কেবল চলেছে কুরে কুরে,
কিছুই আমার মনে শান্তি দিতে পারে না, দেবে না,
যতক্ষণ আমি তার স্ত্রীভাগ্যেও না হই সমান।
তা যদি না পারি, অন্তত মুরকে আমি
প্রচণ্ড ঈর্ষার জালে জড়াব এমন,
ব্যর্থ হবে বুদ্ধি-বিবেচনা; একাজ করার জন্যে
ভেনিসের এ হতভাগাটা, খাই-খাই লোভ যার
রেখেছি লাগামে বেঁধে, যদি চলে শেখানো চালে,

মাইকেল কেসিওকে পাব আমি আমার বাগেতে,
যা-তা বলে তার নামে লাগাব মুরকে,
—মনে হয়, কেসিওটা ভাগীদার আমার শয্যায়,—
মুরটা আমাকে ভালোবেসে ধন্যবাদ পুরস্কার দেবে,
যে হেতু প্রকাণ্ড একটা গর্দভ বানিয়েছি তাকে,
এবং শান্তিতে তার সুখে তার আগুন জ্বালিয়ে
করেছি উন্মাদ। এখানে তা আছে, অস্পষ্ট এখন;
ব্যবহারে খসে শুধু শঠতার মুখ-আবরণ।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ।

[ঘোষণা পাঠ করতে করতে ঘোষকের প্রবেশ।
পিছনে লোকের ভিড়]

ঘোষক। আমাদের মহামহিম মহাপরাক্রম সেনাপতি ওথেলোর অভিপ্রায় অনুযায়ী জানাচ্ছি যে, এইমাত্র কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে যাতে জানা গেল তুর্কীবহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে প্রত্যেকে জয় উৎসবে যোগ দিন; নৃত্য করে, মশাল জ্বালিয়ে, যার যে রকম খুশী আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন; কারণ, এই সুসংবাদ ছাড়াও এ উৎসব তাঁর বিবাহ উৎসব। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে এই ঘোষণা করা হল। এখন এই পাঁচটা থেকে এগারোটা বাজা অবধি দোকানপাট সরাইখানা সব খোলা থাকবে—কিছুতে কোন বাধা নেই। ভগবান এই সাইপ্রাস দ্বীপের ও আমাদের মহামহিম সেনাপতির মঙ্গল করুন।

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদকক্ষ।

[ওথেলো, কেসিও ও ডেসডিমোনার প্রবেশ]

ওথেলো। মাইকেল, আজ রাতে পাহারাটা চোখে চোখে রেখো,
ভব্যতা বজায় রেখে সসম্মানে কখন থামতে হয়,
আমাদের শেখা দরকার।

কেসিও। কী করা কর্তব্য ইয়াগো নিয়েছে জেনে;
তা সত্ত্বেও আমি নিজে এ ব্যাপারে
রাখব নজর।

ওথেলো। ইয়াগোতে কোন খল নেই।
মাইকেল, এখন এস; কাল যত ভোরে পার,
আসবে, আমার কথা আছে; এস, এস, প্রিয়া,
সওদা হয়েছে সারা, ফল তার ফলবে এবার,
তোমাতে আমাতে সুখ সঙ্গলাভে কত দেরি আর।
রাত শুভ হোক।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

[ইয়াগোর প্রবেশ]

কেসিও। এই যে ইয়াগো, চলুন, আমাদের পাহারায় যেতে হবে।

ইয়াগো। সবুর ফৌজদার মশাই, এখনই কিসের; এখন তো দশটাই বাজে নি; আমাদের সেনাপতি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে গেলেন তাঁর ডেসডিমোনাকে পাবার জন্যে; এখনো তো ওঁদের ফুলশয্যাই হয়নি; বাস্তবিক ও মেয়ে দেবতার ভোগের।

কেসিও। অনবদ্য অপূর্ব মহিলা।

ইয়াগো। বাজি রাখছি, ও মেয়ে দারুণ খেলিয়ে।

কেসিও। সত্যি খুব কোমল সরল স্বভাব তাঁর।

ইয়াগো। আহা, কী চোখ! দামামার বাজনার মত যেন খেপিয়ে তোলে।

কেসিও। মন ভোলানো চোখ ঠিকই, তবু মনে হয় বেশ নম্র।

ইয়াগো। আর কথা?—আহা—একেবারে প্রেম জাগানিয়া।

কেসিও। সত্যিই নিখুঁত।

ইয়াগো। আহা, তাঁদের ফুলশয্যা সুখের হোক।...আসুন ফৌজদার, একপাত্তর মদ যোগাড় করে রেখেছি, আর, বাইরে সাইপ্রাসের একজোড়া রসিক নাগর অপেক্ষা করছে, তাদের ইচ্ছে তারা আমাদের কালা ওথেলোর নাম করে একটু সুধা পান করবে।

কেসিও। না থাক ভাই ইয়াগো, আজ রাতটায় থাক; মদ খেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, অল্পেই বেসামাল হয়ে পড়ি; সত্যি তাই ভাবি, আপ্যায়িত করার জন্যে শিষ্টা-চারের অন্য কোন রেওয়াজ যদি চালু হত।

ইয়াগো। ওরা আমাদের বন্ধু। কিছুই না, মাত্র এক পাত্র। না হয় আপনার হয়ে আমিই চালিয়ে দেব।

কেসিও। আজ রাত্তিরে মাত্র এক পাত্র খেয়েছি, তাও বেশ খানিকটা জল মিশিয়ে, তারই ফলে দেখুন এখানে কি রকম ছাপ পড়েছে। এই অক্ষমতা আমার দুর্ভাগ্য, আরও বেশী খেয়ে দুর্বলতাটা বাড়িয়ে দিতে ভরসা হয় না।

ইয়াগো। সে কি মশাই, আজ ফুর্তির রাত, রসিক লোকেরা চাইছে।

কেসিও। তারা কোথায়?

ইয়াগো। এই তো দরজার পাশেই, আপনি একবার নিজে গিয়ে ওদের ডাকুন না।

কেসিও। যাচ্ছি, তবে আমার ভালো লাগছে না। [প্রস্থান]

ইয়াগো। আজ রাতে এর মধ্যে যা টেনেছে তার-ওপর
আরো এক পাত্র যদি কোনক্রমে পারি ঢেলে দিতে,
চেঁচামেচি গালমন্দ এইস্যা চালাবে,
খেঁকী কুকুরটা যেন। আর এই পাগলা রোডারিগো,
প্রেমে পড়ে মতিচ্ছন্ন বাকি নেই যার,
ডেসডিমোনার নামে আজ রাতে টেনেছে সে কষে
পুরো এক পিপে, সে আজ পাহারা দেবে।
তা ছাড়াও আছে তিন সাইপ্রাসী দেমাকী ছোকরা,
ইজ্জত রক্ষায় এরা অত্যন্ত সজাগ,

জঙ্গী এ দ্বীপের এরা সাচ্চা জোয়ান,
মদ ঢেলে তাদেরও আমি রেখেছি তাতিয়ে,
তারাও পাহারা দেবে। এখন এ মাতালের ভিড়ে
কেসিওকে এনে আমি করাব এমন কাজ
যাতে এ দ্বীপের মানে লাগে।

[মোণ্টানো, কেসিও ও অন্য অনেকের প্রবেশ]

এখন আসছে তারা :
আমার মতলব মত ফল যদি ফলে
বইবে অবাধে তরী পাল তুলে উজানের জলে।

কেসিও। মাইরি, আমাকে ওরা এর মধ্যে গিলিয়েছে বেশ।

মোণ্টানো। দোহাই আর একটু; এক পাঁটের বেশী না,
ফৌজীর জবান্।

ইয়াগো। কে আছিস—সরাব!

[গান]

টুং টাং টুং টাং পেয়ালা বোলে
টুং টাং টুং টাং পেয়ালা বোলে
সিপাই পুরুষ রে
জীবন ফানুস রে
সিপাই সরাব পিও, পিও তাহলে।

এই ছোঁড়ারা, লে আও সরাব!

কেসিও। মাইরি, আলবৎ গান।

ইয়াগো। এ গান আমি ইংলণ্ডে শিখি। সেখানকার লোকেরা, হ্যাঁ, মদ খেতে ওস্তাদ বটে; তোমাদের দিনেমার বল, তোমাদের জার্মান বল, তোমাদের ভুঁড়োপেট ওলন্দাজ বল,—চালাও ভাই, চালাও—এই ইংরেজদের কাছে কিছু নয়, কিছু নয়।

কেসিও। মদ খেতে কি ইংরেজরা এত ওস্তাদ?

ইয়াগো। নয়ত কি, সে যখন সহজে পাত্রের পর পাত্র চালিয়ে যাচ্ছে তখন তোমার দিনেমার তো বেহুঁস মাতাল; তোমার জার্মানকে কাহিল করতে তার কপাল একটু ঘামেও না;

তার আরেক গেলাস ভর্তি করার আগেই তো তোমার ওলন্দাজটা বমি করে মরে।

কেসিও। আমাদের সেনাপতির নামে।

মোণ্টানো। ফৌজদার, আমিও আছি; কথা দিচ্ছি, মাত্রা ছাড়াব না।

ইয়াগো। ও আমার ইংলণ্ডরে!

[গান] ষ্টিফান রাজা কী নামজাদা,
পায়জামাতে ছ আনা দাম লাগে;
রাজা ভাবেন ছ আনা দাম জায়দা,
ডাকাত বলে তাড়েন দর্জিটাকে।
কেউকেটা লোক জানে সবাই তাঁকে,
আর তুমি তো হাড়হাবাতে চাষা;
দেশের পতন হয় দেমাকি জাঁকে,
ছেঁড়া কামিজ পর ছেঁড়াই খাসা।

কই হে, লে আও সরাব।

কেসিও। মাইরি, ওটার চেয়ে এটা বহুৎ বহুৎ আচ্ছা।

ইয়াগো। আরেকবার শুনবেন?

কেসিও। নাঃ, যে এইসব কাজ করে তাকে আমি একটা অপদার্থ মনে করি। যাকগে, ভগবান ওপরে আছেন; কোন কোন আত্মা ঠিক তরে যাবে, কোন কোন আত্মা কিছুতেই তরবে না।

ইয়াগো। সাচ্চা বাত, ফৌজদার সা'ব্।

কেসিও। আমার কথা বলতে গেলে,—না, না, সেনাপতি মশাইকে বা সম্ভ্রান্ত কাউকে তাচ্ছিল্য করছি না, কিন্তু,—আশা করি, আমিও তরে যাব।

ইয়াগো। ফৌজদার, আমিও আশা করি।

কেসিও। তা বেশ, তবে একটা কথা, আমার আগে নয়; ফৌজদারের সদ্গতি নিশ্চয় পতাকীর আগে। এসব কথা এখন থাক, এবারে কাজের কথা; ভগবান আমাদের সব পাপ ক্ষমা করুন! ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে কাজে লাগা যাক। ভদ্রমহোদয়গণ, ভাববেন না আমি মাতাল হয়েছি; এ আমার পতাকী, এটা আমার ডান হাত, এটা আমার বাঁ হাত; দেখছেন, এখনো আমি মাতাল হইনি; এই দেখুন, ঠিক

ঠিক আমি দাঁড়াতে পারছি, ঠিক ঠিক কিরম কথাও বলতে পারছি।

সকলে। বাঃ বাঃ, বুড়ে বুড়ে!

কেসিও। বেশ, তাই ভালো; আপনারা কখনো ভাববেন না কিন্তু, আমি মাতাল। [প্রস্থান]

মোণ্টানো। চলুন মঞ্চের 'পরে; সান্ত্রীদের মোতায়েন করা দরকার।

ইয়াগো। এই যে লোকটা গেল দেখলেন তাকে,
সীজরের সমকক্ষ সৈনিক হিসেবে, তার মত
দক্ষ সেনাচালনায়। এই লোকে দেখুন কী দোষ,
গুণের পাশেতে দোষ ঠিক যেন ক্রান্তিপাত,
দিন রাত সমান সমান; দুঃখ হয় ওর জন্যে,
ভয় হয়, ওর 'পরে ওথেলোর আছে যে বিশ্বাস,
বুঝি তাই ওর কোন অসতর্ক দুর্বল সময়ে
এ দ্বীপ টলিয়ে দেয়।

মোণ্টানো। ওঁর কি প্রায়ই এই দশা?

ইয়াগো। নিয়ত ঘুমের জন্যে তার এই প্রস্তাবনা।
দুদফা ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাবে দেখবে সে জেগে,
মদ যদি না দোলায় ঘুমে।

মোণ্টানো। ভালো হত
সেনাপতি এ ব্যাপারে অবহিত হলে;
হয় তাঁর নজরে পড়ে না, নয়, সৎপ্রকৃতি তাঁর
অধিক মর্যাদা দেয় কেসিওর গুণগুলোকেই,
দোষত্রুটি আমলে আনে না। এ কথা সত্যি না?

[রোডারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। [জনান্তিকে] কি খবর, রোডারিগো?
বলি শোন, ফৌজদারের পিছেতে যাও, চট্‌পট্।
[রোডারিগোর প্রস্থান]

মোণ্টানো। বড়ই দুঃখের কথা, মুর মহাশয় তাঁর
নিজ সহকারী পদ দিলেন এমন জনে
দুর্বলতা যার মজ্জাগত।
আমাদের দিক থেকে মুরকে একথা বলা

খুবই সঙ্গত।

ইয়াগো। এ দ্বীপ দিলেও পারব না।
কেসিওকে খুব ভালোবাসি, বরঞ্চ চেষ্টা করব

[নেপথ্যে চিৎকার : "বাঁচাও, বাঁচাও"]

যাতে এই দোষটা সে ছাড়ে। কিন্তু ওকি, কিসের চিৎকার ?

[রোডারিগোকে ঠেলতে ঠেলতে কেসিওর পুনঃ প্রবেশ]

কেসিও। পাজি, বদমাস্ কাঁহাকা !

মোণ্টানো। কি ব্যাপার, ফৌজদার ?

কেসিও। ব্যাটা আমাকে কর্তব্য শেখাচ্ছে। মারতে মারতে তুলো-ধুনা করে ছাড়ব।

রোডারিগো। আমাকে মারবেন ?

কেসিও। আবার কথা, বেল্লিক কাঁহাকা !

[রোডারিগোকে প্রহার]

মোণ্টানো। ফৌজদার মশাই ; কি করছেন, ছেড়ে দিন।

কেসিও। হাটুন বলছি, নইলে ওই খুলিটা দেব ফাটিয়ে।

মোণ্টানো। শান্ত হন, আপনি মাতাল হয়েছেন।

কেসিও। মাতাল ?

[উভয়ে যুদ্ধরত]

ইয়াগো। [রোডারিগোকে জনান্তিকে]
যাও যাও, শীঘ্র যাও, বিদ্রোহের খবর রটাও।

[রোডারিগোর প্রস্থান]

থামুন, থামুন ফৌজদার। ভগবান যা করেন, ও মশাই,
কে আছ, বাঁচাও !—ফৌজদার, ও মশাই,—মোণ্টানো,—
বাঁচাও, বাঁচাও,—কী সুন্দর পাহারা চলেছে,

[ঘণ্টার শব্দ]

কে আবার ঘণ্টাটা বাজাল ?—কোন শয়তান···
শহর উঠবে জেগে ; ভগবান যা করেন ফৌজদার,
থামুন, থামুন,
চিরতরে বেইজ্জৎ হবেন শেষটায়।

[সশস্ত্র নাগরিকদের সঙ্গে ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো। কি ব্যাপার চলছে এখানে ?

মোণ্টানো। রক্তে ভেসে যাচ্ছি,
উঃ কী জখম, মলাম।

ওথেলো। বাঁচতে চাও, থামো!

ইয়াগো। থেমে যান,
ফৌজদার,—সা'ব,—মোণ্টানো,—মশাই,—
স্থান কাল কর্তব্যের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে?
সেনাপতি কথা কইছেন; লজ্জা নেই? থেমে যান!

ওথেলো। কী এ কাণ্ড, কী ব্যাপার! কী থেকে এ সূত্রপাত?
আমরা কি বনেছি তুর্কী, তুর্কীরা যা থেকে ক্ষান্ত
বিধাতার অভিপ্রায়ে, আমরা নিজে করছি তাই?
খৃষ্টানী লজ্জা থাকলে ক্ষান্ত কর বর্বর বিবাদ;
এরপরে যে নড়েছে ক্রোধে মত্ত হয়ে,
তার কাছে জান্ সস্তা: নড়েছে কি মরেছে সে:
ভয়ংকর ঘণ্টাটা থামাও, এ দ্বীপের শান্ত
পরিবেশ হচ্ছে আতঙ্কিত। কী হয়েছে তোমাদের?
সাধু ইয়াগো, দেখছি দুঃখে শোকে ম্রিয়মান তুমি,
বল, শুরু কে করেছে? ভালোবাস যদি, বল তবে।

ইয়াগো। কিছুই জানি না আমি, এইমাত্র বন্ধু তারা, সবে
যে যার কর্তব্যে রত, এত মিল বরবধূ যেন
শয্যায় বিবস্ত্র হয়ে, আর এ মুহূর্ত মধ্যে
যেন কোন গ্রহদোষে কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল,
খোলা তলোয়ার হাতে, এ ওর বুক লক্ষ্য করে'
রক্তাক্ত বিরোধে রত। বলতে পারি না আমি
নির্বোধ এ বিবাদের কোথা সূত্রপাত:
ভালো হত, যদি কোন সংগ্রামে গৌরবে
হারাতাম পা দুখানা, এনেছে যা আমাকে এখানে।

ওথেলো। মাইকেল, কি করে নিজেকে তুমি ভুলালে এতটা?

কেসিও। আমাকে করুন ক্ষমা, তা আমি পারব না বলতে।

ওথেলো। সুযোগ্য মোণ্টানো, তুমি স্বভাবত শিষ্টভদ্র জানি,
তোমার যৌবনধর্মে প্রশান্ত গাম্ভীর্যগুণ
সুবিদিত সকলের কাছে: অতি সূক্ষ্ম বিচারেও
অবারিত সুনাম তোমার: তুমি বল কি হয়েছে,

যাতে তুমি এইভাবে সুযশ বিলিয়ে দিচ্ছ,
সুনাম খুইয়ে দিয়ে কিনতে চাইছ
রাতের গুণ্ডার নাম? কথার জবাব দাও।

মোণ্টানো। সুযোগ্য ওথেলো, সাংঘাতিক জখম আমি,
আপনার কর্মচারী ইয়াগো জানাবে আপনাকে—
ততক্ষণ চুপ করে থাকি, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে—
জানাবে আমি যা জানি; তাছাড়া আমার জানা নেই,
আজ রাতে অসঙ্গত বলেছি করেছি কিনা কিছু,
যদি না নিজের চিন্তা সময়ে অধর্ম হয়,
এবং নিজেকে রক্ষা আক্রান্ত হবার পর
পাপ বলে গণ্য হয়।

ওথেলো। এখন, ঈশ্বর সাক্ষী,
রক্তের শাসনে ক্রমে লুপ্ত হচ্ছে সংযম আমার,
রুদ্র রোষ আমার বিচারবুদ্ধি ছেয়ে ফেলে
চালাচ্ছে আমাকে। একবার যদি নড়ি,
কিংবা শুধু তুলি হাতখানা, তোমাদের মধ্যে সেরা
এক ঘায়ে লোটাবে মাটিতে। শীঘ্র জানাও বলছি
এই বর্বরতা কিসে শুরু, কে এই নাটের গুরু,
এবং এ দোষে যে দোষী বলে প্রমাণিত হবে,
যদি এক লগ্নজাত আমার যমজ হয় তবু
আমাকে সে হারাবেই। এ কী, যুদ্ধক্লিষ্ট এ নগর,
এখনো বিভ্রান্ত, জনসাধারণ ভয়ে দিশাহারা;
এর মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত ঘরোয়া বিবাদ,
তাও রাত্রে এবং শান্তিরক্ষীর শিবিরে?
পৈশাচিক এ সব। ইয়াগো, কে করেছে শুরু?

মোণ্টানো। বন্ধুতা খাতিরে কিংবা চাকরির দোহাই দিয়ে,
যা সত্য তার চে' যদি বলেন বেশী বা কম,
তা হলে সৈনিক নন।

ইয়াগো। আঁতে ঘা দেবেন না এতটা;
মাইকেল কেসিওর মনে আঘাত দেবার আগে
বরঞ্চ এ রসনাটা ছিঁড়ে ফেলব এই মুখ থেকে।
তথাপি এ বিশ্বাস আমার, সত্য যদি বলি, তাঁর

প্রতি অন্যায় হবে না। সেনাপতি ঘটনাটা এই।
আমাতে ও মোণ্টানোতে দুজনে হচ্ছিল কথা,
সেইখানে এল একজন 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে,
কেসিও পিছনে তার মারমুখো তলোয়ার হাতে
হানতে উদ্যত। মহাশয়, তখন এ ভদ্রলোক
কেসিওর কাছে গিয়ে ক্ষান্ত হতে অনুরোধ করে;
আমি আর্ত লোকটার পিছু ধাওয়া করি,
পাছে তার চিৎকারে—অবশ্য হলও তাই—
শহরটা ভয়ে জেগে ওঠে; ক্ষিপ্রগতি সে আমার
উদ্দেশ্য করল ব্যর্থ; ভাবলাম ফিরি, সে সময়
কানে এল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা আর ঘাত প্রতিঘাত,
সেই সঙ্গে কেসিওর গালাগালি, এ রাতের আগে
এ রকম কখনো শুনিনি। যখন এলাম ফিরে—
অল্পক্ষণই গিয়েছে এ তে—দেখলাম দুজনেই
নিদারুণ যুদ্ধে রত; সেই ভাবে ছিল তারা
যখন আপনি এসে তাদের ছাড়িয়ে দেন।
এর বেশী আর কিছু আমার বলার নেই,
তবে মানুষ মানুষই, মুনিরও তো মতিভ্রম ঘটে:
এঁর প্রতি কেসিও যা করেছেন, কিছুটা অন্যায়,
তবে, রেগে গেলে বন্ধুকেও লোকে তো আঘাত করে,
আমার বিশ্বাস তবু, পলাতক লোকটার কাছে
কেসিও এমন কোন পেয়েছেন অদ্ভুত আঘাত,
যা যায় না সহ্য করা।

ওথেলো। ইয়াগো বুঝেছি আমি,
প্রীতি ও সাধুতাবশে ব্যাপারটা কেসিওর পক্ষে
হালকা করতে চাইছ। কেসিও, তোমাকে ভালবাসি,
তথাপি আমার কাছে তোমার কাজের এই শেষ।

[সহচরীদের সঙ্গে ডেসডিমোনার প্রবেশ]

দেখ, প্রেয়সীর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটল নাকি!
তোমাকে নজীর করা হবে।

ডেসডিমোনা। কিসের গোলমাল এত?

ওথেলো। সব থেমে গেছে প্রেয়া; ফিরে চল আপন শয্যায় :
শোন, তোমার ক্ষতের চিকিৎসা আমিই করব;
নিয়ে যাও ওকে। [মোণ্টানোকে নিয়ে যাওয়া হল]
নগরের সর্বত্র, ইয়াগো, সতর্ক দৃষ্টি রেখো,
শান্ত ক'রো এই নীচ কোলাহলে যারা উত্তেজিত।
এসো ডেসডিমোনা : সৈনিকের এই তো জীবন!
বিবাদে বিরোধে তার সুখনিদ্রা ভাঙে ক্ষণে ক্ষণ।
[ইয়াগো ও কেসিও ছাড়া আর সবার প্রস্থান]

ইয়াগো। ফৌজদার, জখম হয়েছেন নাকি?

কেসিও। হাঁ, তবে এ জখমের চিকিৎসা নেই।

ইয়াগো। সর্বনাশ, সে কি!

কেসিও। সুনাম, সুনাম, সুনাম, আমার সুনাম আমি খুইয়েছি!
আমার যে অংশ অমর তা গেছে, যা আছে তা পশু;
ইয়াগো, আমার সুনাম, আমার সুনাম!

ইয়াগো। আমি সাদাসিধে মানুষ, ভেবেছিলাম দেহে কোন আঘাত পেয়েছেন বুঝি; সুনামে লাগার থেকে ওতে অন্তত লাগে বেশী; সুনাম তো একটা চাপানো কথা—যেমন বাজে তেমনি ভুয়ো, প্রায়ই তা বিনা যোগ্যতায় আসে আর বিনা কারণে ছেড়ে যায়। আপনি একটুও আপনার সুনাম হারাননি, যদি না তা হারিয়েছেন বলে মনে করেন। ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আবার সেনাপতির সুনজরে আসার উপায় তো রয়েছে; আপাতত আপনি তাঁর মেজাজের কবলে পড়েছেন; এ শাস্তির পেছনে যতটা বিদ্বেষ আছে তার চেয়েও বেশী আছে একটা চাল; অনেকটা কেমন জানেন, বদমেজাজি সিংহকে ভয় দেখাবার জন্যে নিরীহ কুকুরকে ধরে যেমন মার লাগান হয়, তেমনি। আবার ওঁর হাতে পায়ে ধরুন, দেখবেন, গলে গেছেন।

কেসিও। বরঞ্চ তাঁর বিরাগভাজন হবার জনাই তাঁর হাতে পায়ে ধরব, অমন ভালো সেনাপতিকে এরকম একটা মাতাল রগচটা অপদার্থ কর্মচারীর জন্যে কিছু বলে প্রতারণা করার চাইতে সেও ভালো। আমি মাতাল? মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বকেছি? ঝগড়া করেছি? ধরাকে সরা

অপমান করেছি? গালাগালি দিয়েছি? নিজের ছায়ার সঙ্গে আজে বাজে কথা বলেছি? মদ, তোর কী অদৃশ্য শক্তি, যদি তোর কোন নাম না থাকে, তবে তোর নাম রাখছি শয়তান।

ইয়াগো। সে লোকটা কে, খোলা তলোয়ার নিয়ে যার পিছু ধাওয়া করছিলেন? সে আপনার কী করেছিল?

কেসিও। আমি জানি না।

ইয়াগো। এ কি সম্ভব?

কেসিও। তালগোল পাকানো অনেক কিছুই মনে পড়ছে; কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়; একটা ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু কিসের থেকে কিছুই মনে নেই। হা ভগবান, মানুষ ইচ্ছে করে মুখের ভেতরে কেন এমন শত্রুকে পোরে, যে তার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপাট করে দেয়; কেন আমরা আনন্দে হুল্লোড়ে মেতে গান বাজনা ফুর্তি করতে করতে নিজেদের জানোয়ারে পরিণত করি!

ইয়াগো। আপনাকে এখন তো বেশ সুস্থ দেখছি। কি করে নিজেকে এমন সামলে নিলেন?

কেসিও। যে হেতু শয়তান মাতলামি শয়তান আক্রোশকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। একটা ত্রুটি আমার আরেকটা ত্রুটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, যার ফলে আমার নিজের ওপরেই বিতৃষ্ণা হচ্ছে।

ইয়াগো। হয়েছে, হয়েছে, আপনি নীতিবাগীশের মত বাড়াবাড়ি করছেন: স্থান, কাল, দেশের হালচাল বিবেচনা করলে অবশ্য এ ঘটনা না ঘটলেই মনে প্রাণে খুশী হতাম; তবু, যা হবার যখন হয়ে গেছে, নিজেরই ভালোর জন্যে তা ঠিক করে নিতে হবে তো।

কেসিও। আমাকে আবার কাজে বহাল করতে বললে, তিনি ঠিক বলবেন, আমি একটা মাতাল। আমার হাজারটা মুখ থাকলেও এ উত্তর সব কটা মুখকে থামিয়ে দেবে। এই যে লোকটা বুদ্ধি বিবেচনায় চৌকস, দেখতে দেখতে সেই-ই গাড়ল, খানিক পরে আস্ত একটা জানোয়ার হয়ে গেল! বেতালা প্রতিটি পাত্র অপবিত্র, আর তার ভেতরে যা থাকে তা শয়তান ছাড়া কিছু নয়।

ইয়াগো। তা কেন, ভালো মদ ভালো বন্ধুর মত, অবশ্য মাত্রা ঠিক রাখলে; মদকে শুধু শুধু আর গাল দেবেন না। একটা কথা, ফৌজদার মশাই, আমার মনে হয়, আপনার ধারণা আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

কেসিও। আমার এই ধারণার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। কিন্তু···আমি মাতাল!

ইয়াগো। আপনি বা যে কোন লোক কোন না কোন সময়ে মাতাল হতে পারে। আপনাকে কি করতে হবে আমি বাতলে দিচ্ছি।···আমাদের সেনাপতি মশায়ের স্ত্রীই এখন সেনা-পতি। এ কথা বললাম এইজন্যে যে, সেনাপতি মশাই এখন তাঁর স্ত্রীর রূপে গুণে মুগ্ধ, বিভোর, মানে, তাই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান চিন্তা। তাঁকে সব খুলে বলুন, আপনার কাজটা ফিরে পেতে যাতে তিনি সাহায্য করেন, তাঁকে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরুন। তিনি এত ভালো, এত সদয়, এত উদার, এত মধুর তাঁর স্বভাব, যে তাঁকে যতটুকু অনুরোধ করা যায় তার বেশী কিছু না করাটা তিনি দোষের মনে করেন। আপনার ও তাঁর স্বামীর মধ্যেকার এই ফাটলটা জুড়ে দিতে তাঁকেই বলুন, আমার যথা-সর্বস্ব বাজি রাখছি, আপনাদের ভালবাসা আগের থেকে জোরালো হয়ে উঠবে।

কেসিও। ভালোই পরামর্শ দিয়েছেন।

ইয়াগো। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নিয়ত শুভেচ্ছার দোহাই, এই মত চলে দেখুন।

কেসিও। সত্যি, কথাটা আমার মনে লেগেছে; সকালের দিকে এক সময়ে গুণময়ী ডেসডিমোনা'কে গিয়ে ধরব; যদি আমি ব্যর্থ হই, বুঝব আমার কপালই খারাপ।

ইয়াগো। ঠিক বলেছেন। ফৌজদার, তা হলে আসি, আমাকে আবার পাহারায় যেতে হবে।

কেসিও। নমস্কার, সাধু ইয়াগো। [প্রস্থান]

ইয়াগো। এর থেকে কে বলবে খেলছি আমি শয়তানের খেলা,
যখন আমার এই উপদেশ সৎ, ও উদার
যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য, এবং একমাত্র পন্থা

মূরের হৃদয় জয়ের? কারণ কোমলপ্রাণ
ডেসডিমোনাকে দিয়ে যে কোন সঙ্গত কাজ
করান সহজ; দরাজ প্রকৃতি তার
আলো জল বাতাসের মত। অতঃপর, মূরকে সে
বশ করতে পারবে কিনা; যদি তার কাম্য হয়, মূর
ধর্ম মোক্ষ তাবিজ কবচ সব দিক বিসর্জন,
তার প্রেমে এমনই রয়েছে বন্দী মূরের হৃদয়
যে সে মূরকে নিয়ে ভাঙাগড়া, যা খুশী করতে পারে,
যেন তার ইচ্ছাশক্তি অমোঘ বিধাতা
মূরের দুর্বল মনে। তবে কেন শয়তান আমি,
কেসিওর ভালো হয় এরকম সোজা পথ তাকে
যদি বা জানাই? নরকের কি সুন্দর স্বর্গছল!
হীনতম পাপ কাজে শয়তান যখন নিরত,
প্রথমে সে ভান করে পরম সাধুর
যেমন করছি আমি : যখন এ আস্ত গাধাটা
ডেসডিমোনার কাছে ধরনা দেবে সুদিন ফেরাতে,
সে নারীও তার হয়ে অনুনয় করবে মূরকে,
তখন মূরের কানে এই বিষ ঢেলে দেব আমি,
নিজে ভোগ করবে বলে ও মেয়ে চাইছে তাকে নিতে।
যত বেশী করবে সে কেসিওর মঙ্গল প্রয়াস
ততখানি হারাবে সে মূরের বিশ্বাস।
এ নারীর সব গুণ এইভাবে কালি লেপে দেব,
আর তার সততা থেকে যে জাল গড়ব তুলে
সেই জালে সকলে জড়াবে।

[রোডারিগোর প্রবেশ]

কি খবর, রোডারিগো?

রোডারিগো। আমি শিকারের পেছনে ছুটেছি শিকারী কুকুরের মত নয়, নেড়িকুত্তাগুলোর মত শুধু ঘেউ ঘেউ করতে করতে। আমার টাকাপয়সা তো ফুরিয়ে এসেছে, আজ রাতে উত্তম মধ্যম খেয়েছিও বেশ। মোদ্দা ফল দাঁড়াচ্ছে, এত কষ্টের বদলে বুদ্ধি কিছুটা পাকল। অতএব এবারে ভেনিসে

ফিরে যেতে হবে কপর্দকহীন পকেট ও কিছু পরিমাণ
বুদ্ধি নিয়ে।

ইয়াগো। যাদের ধৈর্য নেই কত হীন অসহায় তারা!
ধীরে ধীরে ছাড়া ক্ষত সারে কি কখনো?
জানো তো, বুদ্ধি দিয়ে আমাদের কাজ, জাদু মন্ত্রে নয়,
এবং মন্থর কাল বুদ্ধির সহায়।
কেন, কাজ হচ্ছে না কি? হ্যাঁ, কেসিও মেরেছে তোমাকে,
মারটুকু খেয়ে কিন্তু কেসিওর চাকরিটা ঘোচালে।
যদিও সূর্যের তাপে সব কিছু ডাঁশা হয়ে ওঠে
তবুও যে ফল আগে ফলে, আগেই তা পাকে।
আপাতত খুশী থাকো। কি তাজ্জব, ভোর হয়ে গেল;
আনন্দ হুল্লোড়ে যেন ঘণ্টাগুলো ঘোড়া হয়ে গেছে!
সরে পড়; ফিরে যাও তোমার ডেরায়;
ভাগো, ভাগো, এ বিষয়ে আরও জানবে পরে।
ঝটপট, যাও, কেটে পড়। [রোডারিগোর প্রস্থান]
কর্তব্য রয়েছে কিছু:
স্ত্রী আমার বলবে তার কর্ত্রীকে কেসিওর জন্যে,
আমি ওকে লাগাচ্ছি একাজে।
এই অবসরে আমি মূরকে আড়ালে রাখি গিয়ে,
আনব তখনি তাকে যখন সে দেখবে সম্মুখে
কেসিওকে স্ত্রীর সঙ্গে তার। এই ঠিক হয়েছে উপায়,
দেরিতে বা ঢিলেমিতে ফন্দীটা না পণ্ড হয়ে যায়।
[প্রস্থান]

[যবনিকা]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[কেসিও—কয়েকজন বাদকের প্রবেশ]

কেসিও। বাজাও বাজনদার বাজাও বাজাও; আমি খুশী করে বখশিস দেবো,
ছোট্ট একটা গৎ, বলে যেন, সেনাপতি, সুপ্রভাত।

[ভাঁড়ের প্রবেশ]

ভাঁড়। ওহে ওস্তাদ, তোমাদের বাদ্যিগুলো কি নাসিকে গিয়েছিল যে এগুলো নাকিসুরে কথা কইছে?

প্রথম বাদক। কেন, কেন বাবু একথা বলছেন?

ভাঁড়। ওগুলো কি বায়ু-যন্তর?

প্রথম বাদক। আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।

ভাঁড়। তাই বুঝি এই পুচ্ছ?

প্রথম বাদক। কি পুচ্ছি বাবু?

ভাঁড়। যে পুচ্ছ অনেক বায়ু-যন্তরে আছে, আমি জানি, কিন্তু ওস্তাদ এই বখশিস নাও; সেনাপতি মশাই আমাদের বাজনা শুনতে এত ভালবাসেন যে তাঁর মনের ইচ্ছে এগুলো দিয়ে একটুও যেন আওয়াজ না হয়।

প্রথম বাদক। তাহলে হুজুর বাজাব না।

ভাঁড়। যদি ওস্তাদ এমন বাদ্দি বাজাতে পার যা শোনা যায় না, তবে তা বাজিয়ে যাও; তবে, লোকে বলে, যে বাজনা শোনা যায় তা শুনতে সেনাপতি মশাই বড় একটা ভালবাসেন না।

প্রথম বাদক। এ রকম বাজনা আমাদের কাছে কিছু নেই।

ভাঁড়। তাহলে ঐ খোল-নলচেগুলো ঝোলার মধ্যে পুরে ফেল, কারণ আমি কেটে পড়ছি; যাও—যাও—বায়ু হয়ে মিলিয়ে যাও। [বাদকের প্রস্থান]

কেসিও। বন্ধুর কথাটা শুনছ কি?

ভাঁড়। বন্ধুর কথা? কৈ না? আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি।

কেসিও। এখন ওসব মস্করা রাখ। শোন, এই মোহরটা রাখ, আর একটা কাজ করবে, সেনাপতির স্ত্রীর পরিচারিকাকে যদি দেখতে পাও, তাঁকে একটু বলবে যে কেসিও নামে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়।

ভাঁড়। মহিলা আসছেন; যদি তিনি এতদূর আসেন, অধম তাহা হইলে এই সংবাদ তাঁহাকে নিবেদন করিবে।

[ইয়াগোর প্রবেশ]

কেসিও। যাও ভাই।

[ভাঁড়ের প্রস্থান]

ইয়াগো যে, সুসময়ে দেখা হয়ে গেল!

ইয়াগো। আপনার দেখছি তো শোয়াই হয় নি।

কেসিও। না, আমরা যখন ফিরি তার আগেই ভোর হয়ে যায়।
ইয়াগো, করেছি আমি কিছুটা ধৃষ্টতা
আপনার স্ত্রীকে ডেকে; তাঁর কাছে আরজি আমার
শ্রীমতি ডেসডিমোনার সঙ্গে বারেক আমার
যেন সাক্ষাৎ ঘটান।

ইয়াগো। পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে;
কোন কিছু বলে আমি মুরকেও সরিয়ে রাখছি,
আপনারা খোলা মনে যাতে
কার্যালাপ চালাতে পারেন।

কেসিও। আন্তরিক ধনবাদ। [ইয়াগোর প্রস্থান]
এঁর চেয়ে সদাশয় ভালো
ফ্লোরেন্সনিবাসী কেউ আছে বলে শুনিনি কখনো।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া। নমস্কার ফৌজদার, আপনার মন্দভাগ্যে আমি
খুবই দুঃখিত; তবে শিগ্গিরি সব মিটে যাবে।
সেনাপতি ও তাঁর স্ত্রী একথাই বলছেন: কর্ত্রী
আপনার হয়ে লড়ছেন খুব; মুরের জবাব
এই : মেরেছেন যাকে তাঁর সাইপ্রাস জোড়া নাম,
সম্ভ্রান্ত মহলে গতি; এই সব ভেবে, বাধ্য হয়ে

বরখাস্ত করেন আপনাকে; তবে, আছেন এখনো
তাঁর প্রিয়, আর কারো মধ্যস্থতা অবান্তর তাই;
যখনি সুযোগ হবে তাঁর স্নেহ আপনাকে ফের
আনবে ফিরিয়ে।

কেসিও। তবু অনুরোধ আপনার কাছে,
অবশ্য ভাবেন যদি সমুচিত অথবা সম্ভব,
ডেসডিমোনার সঙ্গে একাকী সামান্যক্ষণ
আলাপের দিন অবকাশ।

এমিলিয়া। বেশ, ভেতরে আসুন:
নিজের মনের কথা যেখানে অবাধে বলা যায়
সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

কেসিও। রইলাম চিরঋণী হয়ে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ওথেলো, ইয়াগো ও অন্যান্য ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ওথেলো। ইয়াগো, এ চিঠিগুলো কাপ্তেনকে দিয়ে এসো,
ব'লো, সে জানায় যেন সেনেটে আমার শ্রদ্ধা।
এখন চলেছি দুর্গে, এই কাজ সেরে তুমি
সেখানেই চলে এসো।

ইয়াগো। যে আজ্ঞা, হুজুর।

ওথেলো। দুর্গপ্রাকার আপনারা কি দেখতে চান?

ভদ্রলোক। আপনার সঙ্গে যেতে আমরা সানন্দে রাজী।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও কেসিওর প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। কেসিও, নিশ্চিন্ত হন, আপনার হয়ে
করব যা কিছু আছে সাধ্যে আমার।

এমিলিয়া। করুন তা দেবী; এ নিয়ে আমার স্বামী
এত মর্মাহত, যেন এ বিপদ তাঁরই।

ডেসডিমোনা। সত্যিই সুজন তিনি।···ভাববেন না, কেসিও,
আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার ছিল যে সম্প্রীতি
তা আবার ফিরিয়ে আনব।

কেসিও। দয়াময়ী দেবী,
মাইকেল কেসিওর ভাগ্যে যাই থাক,
আপনার সেবক ছাড়া কিছুই সে নয়।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ; ও কি কথা, কত ভালোবাসেন স্বামীকে,
কতদিন থেকে জানাশোনা; জানবেন তিনি
অনাত্মীয়ের মত থাকবেন ততটুকু দূরে
যতটুকু নীতিবোধে না থাকলে নয়।

কেসিও। কিন্তু দেবী,
সে নীতি হয়ত এত দীর্ঘস্থায়ী হবে, হয়ত বা
এত তুচ্ছ কারণে তা পরিপুষ্ট হবে, কিংবা আমি
নেই বলে, অথবা আমার স্থান পূরণ হওয়ায়,
সে নীতি অবস্থা ফেরে এতখানি বদ্ধমূল হবে,
যে আমার আনুগত্য সেনাপতি ভুলেই যাবেন।

ডেসডিমোনা। মিছিমিছি ভাবছেন; সাক্ষী এমিলিয়া, কথা দিচ্ছি
আপনাকে ফিরিয়ে আনবই; জানবেন বন্ধুতার
দায় যদি মেনে নিই, সে দায় পালন শেষ'বধি
করে যাব; দেবনা স্বামীকে স্বস্তি, করব নজর-
বন্দী, কথায় কথায় তাঁকে করব পাগল,
শয্যা হবে পাঠশালা, অশন যাজন বেদী তাঁর,

প্রত্যেকটি কাজে তাঁর মেলাব মেশাব
কেসিওর আবেদন; তাই বলি, আনন্দে থাকুন,
জানবেন আপনার এ উকীল মরবে তবুও
ছাড়বে না আপনার আরজি।

[ইয়াগো ও ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া। দেবী, ওই আসছেন প্রভু।
কেসিও। দেবী, আমি যাই তবে।
ডেসডিমোনা। থাকুন না, শুনুন কি বলি।
কেসিও। না দেবী, এখন নয় : আছি বড়ই উদ্বেগে
নিজের স্বার্থও আমি বুঝতে অক্ষম।
ডেসডিমোনা। বেশ, করুন যা ভালো। [কেসিওর প্রস্থান
ইয়াগো। না, না, এতো ঠিক নয়।
ওথেলো। কি বললে?
ইয়াগো। কিছু না, কিছু না, প্রভু। হয়ত—জানি না···থাক।
ওথেলো। ওর কাছে কে ছিল, কেসিও না?
ইয়াগো। কে, প্রভু, কেসিও? না, না এ যে ভাবাই যায় না
যে তিনি, আপনি আসছেন দেখে, চোরের মতন
চুপিসারে পালিয়ে যাবেন।
ওথেলো। আমার বিশ্বাস সেই।
ডেসডিমোনা। এই যে এসেছ?
এই এক প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছিলাম;
তোমার বিরাগ ফলে মরমে সে মরে আছে।
ওথেলো। কার কথা বলতে চাইছ?
ডেসডিমোনা। বুঝছ না, সে তোমার ফৌজদার কেসিও।
তোমাকে টলাতে পারি, যদি থাকে আমার সে সাধ্য
সেই মায়া, এবারের মত তার ত্রুটি ক্ষমা কর;
সে তোমাকে সত্যি ভালোবাসে, ভুল যদি করে থাকে,
না জেনে, তা জেনে নয়, তা যদি না হয় তবে
মুখে যে সারল্য দেখি নেহাতই তা ভুল।
তাকে তুমি ডেকে নাও।
ওথেলো। এইমাত্র সে গেল কি?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ, সে; এত ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল
যে তার দুঃখের কিছু আমাতেও রেখে গেছে,
তার দুঃখে দুঃখী আমি; তাকে ডেকে নাও।
ওথেলো। থাক এখন ডেসডিমোনা, পরে হবে।
ডেসডিমোনা। কখন? শিগ্‌গির?
ওথেলো। চাও যদি, তাই হবে।
ডেসডিমোনা। রাত্রে খাবার সময়ে?
ওথেলো। আজ রাতে? না, না।
ডেসডিমোনা। কাল দুপুরে তাহলে?
ওথেলো। কাল আমি বাড়িতে খাব না,
সমর নায়কদের সঙ্গে কেল্লায় দেখা করতে হবে।
ডেসডিমোনা। বেশ, তবে কাল রাত্রে; না তো সকালে মঙ্গলবারে,
দুপুরে নাহলে রাতে; বুধবারে সকালে তাহলে;
বল, কখন সময় হবে; দেখো যেন
তিনদিনের মধ্যে হয়; সত্যিই সে অনুতপ্ত;
যদিও তার যা ত্রুটি, আমাদের সরল বুদ্ধিতে
এত তুচ্ছ, (অবশ্য একথা শুনি, সেরা সৈনিকেই
যুদ্ধের নজীর হয়) যাই বল, তাই নিয়ে তাকে
আড়ালেও শাসন চলে না; কখন সে আসবে বল?
বল না ওথেলো; আমি ভাবছি অবাক হয়ে
তুমি কী চাইতে পার আমি যা দেব না?
বা এত করে বলতে হবে? আশ্চর্য, কেসিওকে নিয়ে
যখন আমার কাছে গোপনে আসতে তুমি আগে
সে সময় যতবার বলেছি তোমার নামে কিছু,
সে তোমার পক্ষ নিয়েছে, তাকেই ফিরিয়ে আনতে
সাধ্য সাধনা এত? জেনে রেখো, সব পারি—
ওথেলো। হয়েছে, হয়েছে, ঢের; আসুক সে যখন ইচ্ছা;
সব সাধ মেটাব তোমার।
ডেসডিমোনা। সেকি, এটুকু আমার সাধ!
এ যেন তোমার কাছে অনুরোধ দস্তানাটা পর,
কিংবা ভাল খাদ্য খাও, কিংবা গায়ে জামাটা জড়াও,
অথবা এমন কিছু বলা, যাতে তোমার নিজের

কিছুটা সুরাহা হয়; যে চাওয়া আমার চাওয়া,
যা দিয়ে তোমার প্রেম সত্যি সত্যি করব পরখ,
জেনো তা কঠিন হবে দারুণ দুষ্কর,
তা মেটাতে ভয় হবে।

ওথেলো। সব সাধ মেটাব তোমার।
বদলে আমাকে শুধু এইটুকু দয়া কর,
আমাকে থাকতে দাও কিছুক্ষণ একা।

ডেসডিমোনা। দেব না তুমি যা চাও? সে কি? আমি চললাম।

ওথেলো। এস ডেসডিমোনা, আমি যাচ্ছি এখনই।

ডেসডিমোনা। এস এমিলিয়া। তোমার যা মন চায় ক'রো।
তুমি যাই হও, আমি তোমাকেই মানি।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

ওথেলো। মায়াবিনী, যদি তোকে দূরে ঠেলি কভু
রসাতলে যাই যেন, ভালোবাসব না যেদিন তোকে
প্রলয় আসবে ঘিরে।

ইয়াগো। হুজুর, একটা কথা,—

ওথেলো। ইয়াগো, বলছ কিছু?

ইয়াগো। আমার কর্ত্রীর সঙ্গে আপনার আশনাই-এর কথা
জানতেন কি মাইকেল কেসিও?

ওথেলো। জানত সে আদি অন্ত সব; · · · এ প্রশ্নের কারণ?

ইয়াগো। তেমন কিছুনা, মনে একটা কৌতূহল ছিল।
ক্ষতিকর কিছু নয়।

ওথেলো। কৌতূহল কিসের ইয়াগো?

ইয়াগো। জানতাম না ওঁর সঙ্গে আগে তাঁর ছিল পরিচয়।

ওথেলো। ছিল বৈকি, যোগাযোগ আমাদের সেইত' রাখত।

ইয়াগো। তাই নাকি?

ওথেলো। তাই নাকি? হ্যাঁ, তাই-ই; এতে কিছু অদ্ভুত দেখছ কি?
সে কি সৎ লোক নয়?

ইয়াগো। কি বল্লেন? সৎ লোক?

ওথেলো। সৎ লোক? হ্যাঁ, সৎ লোক।

ইয়াগো। আজ্ঞে তাই: আমি যতদূর জানি।

ওথেলো। তোমার কি মনে হয়?

ইয়াগো। আজ্ঞে, মনে হয় ?
ওথেলো। আজ্ঞে, মনে হয় ? যা বলছি তার প্রতিধ্বনি ?
হা ঈশ্বর, যেন কোন দানব চিন্তায় আছে ওর,
এত কুশ্রী, দেখানো যায় না ; ভেবেছ নিশ্চয় কিছু ;
কানে এল এইমাত্র বললে তুমি 'এ তো ঠিক নয়'
কেসিওকে চলে যেতে দেখে ; ঠিক নয় কিসে ?
যখন শুনলে তুমি, সে আমার পূর্বরাগে
বরাবর অন্তরঙ্গ ছিল, 'তাই নাকি' বলে তুমি
কপাল ও ভুরু দুটো কুঞ্চিত করলে,
তোমার মস্তিষ্কে যেন বন্ধ করে রেখে দিলে
বীভৎস চিন্তা কিছু। আমাকে আপন ভাবো যদি
খুলে বল তোমার মনে কি আছে।
ইয়াগো। আপনি তো জানেন, আপনি কত আপনার।
ওথেলো। জানি,
এবং যেহেতু জানি সৎ তুমি, সদা হিতব্রতী,
এবং প্রতিটি কথা আগে ভেবে বল, মাঝে মাঝে
তোমার হঠাৎ থামা এত বেশী ভয়ংকর তাই।
যে শঠ বেইমান তার এরকম ভাব
স্বভাব চাতুরী ; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকী,
যে আবেগে বশ্য নয়, এরা তার অন্তরে উদ্বেল
কোন রহস্য আভাস।
ইয়াগো। মাইকেল কেসিও, তবে,
বলা যেতে পারে, মানে, মনে হয়, সৎ লোক।
ওথেলো। আমারো ধারণা।
ইয়াগো। মানুষ কে—মন মুখ এক যার,
নয় যার, বাইরের ভেখটা সে না রাখত যদি।
ওথেলো। ঠিকই তো, মনে মুখে মিল রাখা সবারই উচিত।
ইয়াগো। তা হলে ত' মনে হয় কেসিও সজ্জন !
ওথেলো। না, না, এর মধ্যে আরো কিছু আছে ;
তোমাকে মিনতি, বল তোমার যা মনে হচ্ছে,
খুলে বল যা ভাবছ, কুৎসিততম চিন্তা
বলে যাও কুৎসিত ভাষায়।

ইয়াগো। প্রভু, মাপ করবেন,
যদিও কর্তব্য কাজে আমার বাধ্যতা আমি মানি,
তবু আমি বাধ্য নই গোলামেও বাধ্য নয় যাতে,
জানাতে মনের কথা। ধরুন তা অকথ্য মিথ্যা;
কোথা সে সুরম্য হর্ম্য যেখানে কদর্য কোন কিছু
কখনো দেয়না হানা? কার মন এত নিষ্কলুষ
যেখানে মলিন কোন ভাবনা সন্দেহ
বিচারে সোপর্দ নয়, লিপ্ত নয় বাদ প্রতিবাদে
সঙ্গত চিন্তার সঙ্গে?

ওথেলো। ইয়াগো, বন্ধুর সঙ্গে করছ শত্রুতা
যদি তার অনিষ্ট জেনেও তুমি না জানাও তাকে
তোমার মনের কথা।

ইয়াগো। অনুরোধ শুনুন আমার,
হয়ত চিন্তায় আমি কিছুটা কুটিল,
(স্বীকার করছি আমি, অপরের ছিদ্রানুসন্ধান
আমার মনের রোগ, আমার সন্দিগ্ধ মন
সোজাকে প্রায়ই দেখে বাঁকা) আমার মিনতি তাই,—
মনে যার এ গলদ, তাকে যেন আমল না দেন,
কিংবা তার এলোমেলো অনিশ্চিত চোখে দেখা থেকে
নিজে যেন না জ্বলেন মনের জ্বালায়;
আপনার সুখ শান্তি আপনারই ভালোর জন্যে,
আমারও মনুষ্যত্ব সততা ও বিবেচনা বোধে
আমার মনের কথা মনেতেই থাক।

ওথেলো। চুলোয় যাও!

ইয়াগো। নারীই বলুন, প্রভু, পুরুষই বলুন,
সুনাম সবার কাছে অন্তরের ধন;
যে আমার গাঁট কাটে জঞ্জাল কাড়ে সে, তা কিছু না,
আমার যা তার হল, করেছে তা হাজার গোলামি;
কিন্তু যে সুনাম কাড়ে আমাকে ঠকিয়ে,
কাড়ে সে এমন কিছু যাতে তার দৌলত বাড়ে না,
অথচ আমাকে করে নিঃস্ব একেবারে।

ওথেলো। ঈশ্বর দোহাই, আমি জানবই তুমি কি ভেবেছ?

ইয়াগো। পারবেন না, এই জান্ আপনার মুঠোয় থাকলেও,
পাবেনও না, যতক্ষণ আমার আয়ত্তে আছে তা;
হুঁশিয়ার এ সন্দেহ থেকে;
বাঘ-চোখো এই সে দানব যা, যে খাদ্যে পুষ্টি তার
তাকেই ব্যঙ্গ করে। সুখে থাকে স্বৈরিণীর স্বামী,
বিধিলিপি মেনে নিয়ে পাপিনীকে যে ভালোবাসে না;
কিন্তু, আহা, কি কষ্টের মুহূর্ত গোনে সেই জন যার
প্রাণ কাঁদে, দ্বিধা তবু, তীব্র প্রেম, অথচ সন্দেহ!

ওথেলো। কী দুর্ভাগ্য আহা!

ইয়াগো। যে দীন অথচ তৃপ্ত সেই ধনী, অতি বড় ধনী,
অনন্ত সম্পদ কিন্তু নিঃস্ব যেন সর্বস্বান্ত শীত
তার কাছে, নিঃস্ব হবে এই ভয় নিত্য যার মনে।
ভগবান, পিতৃলোকবাসীরা আমাকে
বাঁচান এ সন্দেহ থেকে।

ওথেলো। কেন, কেন, এই সব কথা?
ভেবেছ কি আজীবন জ্বলব ঈর্ষায়?
চাঁদের কলার মত নিত্য নব সন্দেহের
ক্ষয় বৃদ্ধি হবে? কখনো না, একবার সন্দেহের
একবারই নিরসন; জেনো আমি পশুর অধম,
যখন আমার এই মনোবৃত্তি মত্ত হবে
তোমার ধারণামত শূন্যগর্ভ অনর্থ চিন্তার
মানস বিকারে। হবে না আমার ঈর্ষা, যদি শুনি
সুন্দরী আমার স্ত্রী, সুগৃহিনী, সঙ্গ ভালোবাসে,
আলাপে স্বচ্ছন্দ, নাচে, গান গায়, বাজায় সুন্দর;
গুণের আকরে এরা আরো বেশী গুণের প্রকাশ;
অথবা অযোগ্য আমি, এ কারণে বিন্দুমাত্র ভয়
কিংবা দ্বিধা নেই মনে, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে,
কারণ সে নিজে দেখে আমাকে নিয়েছে: না, ইয়াগো,
আগে দেখে করব সন্দেহ, সন্দেহে প্রমাণ চাই,
প্রমাণের পরে আর কিছু নয়,
ভালোবাসা কিংবা ঈর্ষা যাবে রসাতলে।

ইয়াগো। শুনে খুশি আমি, কারণ যে প্রীতি ও কর্তব্যসূত্রে

আপনার সঙ্গে বাঁধা আছি, এবারে তা অকপটে
আপনাকে দেখানো সম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে বলি
যা শুনুন; আমার এখনো কিন্তু নেইক প্রমাণ;
দেখুন নিজের স্ত্রীকে, কেসিওর সঙ্গে দেখে যান;
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই না থাকে যেন চোখে।
আপনি উদার, তাই পূত শুদ্ধ চরিত্রে আপনার
কালি লেপা হবে, আমি তা দেব না; নজরে রাখুন;
জানি আমি খুবই ভালো আমার দেশের হালচাল;
ঈশ্বরের সামনে ওরা ভেনিসে যা করে, স্বামীকে তা
দেখাতে সাহস নেই; সতী শিরোমণি, সে-ও
সেরে খায় ঠিক, তবে সারে চুপিসারে।

ওথেলো। এ সব কী বলছ তুমি?

ইয়াগো। আপনাকে বিয়ে করে ঠকায় সে নিজের পিতাকে;
যখন আপনাকে দেখে ভয়ে সারা, আসলে তখনি
মজেছে আপনার রূপে।

ওথেলো। সত্যিই তো।

ইয়াগো। তাহলে বুঝুন,
এত অল্পবয়সে যে এতখানি অভিনয়ে পটু,
নিজের বাপের চোখে কি মোক্ষম ধুলো দিল, যাতে
তিনি ভাবলেন, এইসব জাদু; কিন্তু অন্যায় করছি,
আপনাকে অত্যধিক ভক্তি করি, এই অপরাধে
ক্ষমা চাইছি।

ওথেলো। তোমার কাছে চিরঋণী আমি।

ইয়াগো। দেখছি কিছুটা যেন এর ফলে মুষড়ে গেলেন।

ওথেলো। না, ও কিছু না, কিছু না।

ইয়াগো। ভয় হচ্ছে, সত্যিই গেছেন।
আশা করি যা বলেছি তা ধরে নেবেন
অন্তরের টানে বলা। দেখছি আপনি বিচলিত।
আপনাকে বলে রাখি, আমার কথার থেকে
কেবল সন্দেহ ছাড়া বেয়াড়া বেচাল কোন কিছু
আনবেন না মনে।

ওথেলো। না, আনব না।

ইয়াগো। যদি তা আনেন, প্রভু,
আমার কথায় তবে যে অনিষ্ট সাধিত হবে
তা আমার চিন্তাতীত; কেসিও আমার অন্তরঙ্গ।
দেখছি আপনি বিচলিত।

ওথেলো। না, না, তেমন কিছু না,
ভাবতেই পারি না আমি ডেসডিমোনা সতী ছাড়া কিছু।

ইয়াগো। তা হয়ে সে বেঁচে থাক, তা ভেবে আপনিও থাকুন।

ওথেলো। কিন্তু তবু মানুষের কি রকম মতিচ্ছন্ন হয়—

ইয়াগো। ঠিক তাই। এই যথা, কিছু যদি মনে না করেন,
নিজের সমাজ দেশ জাতি বর্ণ থেকে
এসেছে সম্বন্ধ যত কিছুতে মন না ওঠা,
অথচ এসব দিকে স্বভাবত সকলেই ঝোঁকে;
ছি, ছি! এ বিকট ইচ্ছা থেকে কে না বুঝতে পারে
বীভৎস অসঙ্গতি, চিন্তার বিকৃতি।
কিন্তু ক্ষমা করবেন; স্পষ্টত তাকেই লক্ষ্য করে
এ সব যে বলছি তা নয়, তবুও এমন হতে পারে,
হয়ত কামনা তার শুভবুদ্ধি ফিরে পেয়ে
স্বজাতির মানদণ্ডে আপনাকে মিলিয়ে দেখছে,
তারই ফলে হচ্ছে অনুতাপ।

ওথেলো। যাও তুমি, যদি দেখ
আরো কিছু জানাবে আমাকে, তোমার স্ত্রীকে ব'লো
লক্ষ্য রাখতে; ইয়াগো, এখন যাও।

ইয়াগো। [যেতে যেতে] প্রভু, তবে চলি।

ওথেলো। কেন বিয়ে করলাম? নিঃসংশয়ে এ সাধু সুজন
যা জানাল তার চেয়ে দেখেছে ও জানে বহু বেশী।

ইয়াগো। [ফিরে এসে] হুজুর, আপনার কাছে এইটুকু উপরোধ শুধু,
এ নিয়ে ভাববেন না আর; ছেড়ে দিন সময়ের হাতে।
কেসিওকে বহাল করা সমীচীন বটে,
কারণ, এ কথা ঠিক, তার কাজে সে খুবই দক্ষ,
তবু তাকে কিছুদিন কাজ থেকে সরিয়ে রাখলে
তাকে, তার হাবভাবও, জানতে পাবেন;
খেয়াল রাখুন, তার হয়ে আপনার স্ত্রী

আপনাকে অতিরিক্ত সাধাসাধি করে কিনা,
অনেকটা বুঝবেন তাতে; ইতিমধ্যে, জানবেন,
সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আমি—(যথার্থই
আমি তাই ভাববার কারণও আছে); তবু
অনুরোধ, আপনার স্ত্রীকে যেন নির্দোষ ভাবেন

ওথেলো। আমার সংযমে সংশয় রেখো না।

ইয়াগো। আবার বিদায় নিচ্ছি। [প্রস্থান]

ওথেলো। এ লোকের সততার তুলনা হয় না।
মানুষের চরিত্রের যত হেরফের, তাও
জানে বিজ্ঞের মত; ও শিক্‌রে যদি না পোষ মানে,
যদিও সে বাঁধা থাকে আমার হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে,
তবু তাকে ছেড়ে দেব, ভেসে যাক শূন্যে হাওয়ায়,
যেখানে যেমন খুশি। হতে পারে, আমি কালো,
আমার কথায় নেই শৌখিন নাগরের
সুললিত ভাব, কিংবা কালের অতলে আমি
অধোগামী,—যদিও সামান্যমাত্র—এইজন্যে সেকি
ছেড়ে গেল, আমি প্রতারিত, তাকে শুধু ঘৃণা
হল সান্ত্বনা আমার! উঃ অভিশপ্ত এ বিবাহ,
যাতে অধিকারে আসে শুধু নম্র ওই দেহলতাগুলি,
আসে না তাদের ক্ষুধা! অন্যে ভোগ করবে বলে
ভালোবাসি যাকে তার আংশিক শরিক হয়ে থাকা,
—এর চেয়ে শত ভালো বদ্ধজলার ভেক হয়ে
পূতিগন্ধে বাঁচা। তবু যারা বড়, এ জ্বালা তাদেরই,
নগণ্যের চেয়ে যেন তাদেরই দুর্ভাগ্য বেশী;
অনিবার্য এ নিয়তি, অমোঘ মৃত্যুর মত;
মনে হয় আমাদের হতভাগ্যে কুলটার লেখা
জন্মমুহূর্ত থেকে বুঝি। আসছে ডেসডিমোনা।
ও যদি অসতী হয়, স্বর্গ নিজে প্রতারক তবে।
না, না, কিছুতেই নয়।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। কী খবর তোমার, ওথেলো ?

তোমার খাবার তৈরী, এখানকার ভদ্রলোক যাঁরা
তোমার অতিথি আজ, তোমার অপেক্ষা করছেন।

ওথেলো। আমারই এ অপরাধ।

ডেসডিমোনা। এত আস্তে কথা বলছ কেন? অসুখ করেনি?

ওথেলো। কপালে, এখানে বড় ব্যথা করছে।

ডেসডিমোনা। বুঝেছি, ও পাহারার ফল, এক্ষুণি চলে যাবে;
কপালটা বেঁধে দিই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে
ঠিক সেরে যাবে।

ওথেলো। তোমার রুমালটা ভারি ছোট।

[ডেসডিমোনার হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেল]

যাক গিয়ে, চল যাই।

ডেসডিমোনা। তুমি ভাল নেই শুনে ভীষণ খারাপ লাগছে।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

এমিলিয়া। ভাগ্যি ভালো, রুমালটা আমারই হাতে এল,
মুরের কাছে পাওয়া এই তাঁর প্রথম উপহার;
আমার খেয়ালী স্বামী কতবার সেধেছে আমাকে
যাতে এটা চুরি করি, কিন্তু এটি বড় প্রিয় তাঁর,—
তাঁর স্বামীও দিব্যি দিয়ে কাছে রাখতে বলেন এটিকে,—
সর্বদা এটিকে তাই কাছে কাছে রেখে তিনি
কথা কন, আদর করেন; কাজটুকু তুলে নিয়ে
ইয়াগোকে এটা দিয়ে দেব; এ নিয়ে সে কী করবে,
জানি না কো আমি, ভগবান জানে,
হয়ত খেয়াল, কিংবা কি জানি কি মনে আছে।

[ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। কি ব্যাপার, একা তুমি এখানে যে?

এমিলিয়া। বোকো না; তোমার জন্যে একটা জিনিস আছে!

ইয়াগো। জিনিস আমার জন্যে? জিনিসের আহা কিবা ছিরি—

এমিলিয়া। মানে?

ইয়াগো। যথা এই হাবাগোবা গৃহিণী আমার।

এমিলিয়া। বলছ তো? আচ্ছা, আগে বল কি আমাকে দেবে
সে রুমালটা যদি দিই?

ইয়াগো। কোন্ রুমালটা ?
এমিলিয়া। কোন্ রুমাল ? সেই যে গো,
ডেসডিমোনাকে দেওয়া মুরের প্রথম উপহার,
আমাকে যা খালি খালি চুরি করতে বলতে তুমি ?
ইয়াগো। তাঁর কাছ থেকে চুরি করে আনলে নাকি ?
এমিলিয়া। না না, অসতর্কে এটা তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়,
আমি সেখানে ছিলাম, চট করে তুলে নিই,
এই দেখ।
ইয়াগো। লক্ষ্মীটি, আমাকে দাও।
এমিলিয়া। এটা নিয়ে কি করবে শুনি; যাতে এটা চুরি করি
তাই জন্যে তোমারই বা কেন এত আগ্রহ বল ত ?
ইয়াগো। [কেড়ে নিয়ে] সে কথায় তোমার কি কাজ ?
এমিলিয়া। যদি কোন গুরুতর দরকারে না লাগে
আমাকে ফিরিয়ে দিও, আহা, বেচারী পাগল হবে
যখন পাবে না এটা খুঁজে।
ইয়াগো। জানিও না তুমি জানো, আমার দরকার আছে;
যাও এখন। [এমিলিয়ার প্রস্থান]
কেসিওর বাড়িতে এই রুমালটা ফেলে আসতে হবে
যাতে তার হাতে পড়ে : তুচ্ছ যা হাওয়ার মত
সংশয়ীর কাছে তাই অকাট্য প্রমাণ
যেন শাস্ত্রের বচন; এতে কিছু ফল হতে পারে।
আমার বিষের ফলে মুর আর সেই মুর নেই।
ভয়ংকর চিন্তাগুলো স্বভাবত নিজেরাই বিষ,
প্রথম আস্বাদে তার বিস্বাদটা বোঝাই যায় না,
কিন্তু রক্তে অল্প একটু ক্রিয়া হলে পরে
সেই বিষ জ্বলে যেন গন্ধকের খনি; যা বলেছি :

[ওথেলোর প্রবেশ]

ওই সে আসছে দেখ, আফিমে মান্দারে কিংবা
জগত উজাড় করা মদির নির্যাসে
তোমার দুচোখে আর আসবে না সে-মধুর ঘুম
কাল রাতে যা এসেছে।

ওথেলো। এ্যাঁ, এ্যাঁ, আমাকে ঠকান? ঠকান আমাকে?
ইয়াগো। আর কেন সেনাপতি? ঝেড়ে ফেলে দিন।
ওথেলো। নিকালো, দূর হ, তুই আমাকে শূলে বিঁধেছিস।
ভগবান, একটু জানার চেয়ে ঢের ভালো
বহুবার প্রতারিত হওয়া।
ইয়াগো। সেকি, প্রভু?
ওথেলো। কে জানত চুরি করা কামুক প্রহরগুলো তার?
দেখিনি তা, ভাবিনি তা, তা আমার ক্ষতিও করেনি,
সে রাতের পরে সুখে ঘুমিয়েছি, হেসেছি, খেলেছি;
অধরে কি ওষ্ঠে তার কেসিওর চুম্বন দেখিনি;
যে লুণ্ঠিত, সে যদি না বোধ করে ক্ষতির অভাব,
তবে তা না জানে যেন, না জানলে লুণ্ঠিত সে নয়।
ইয়াগো। এ কথায় দুঃখ পেলাম।
ওথেলো। থাকতাম সুখে যদি সামান্য সিপাই থেকে
জনে জনে ও রসাল দেহ তার করত আস্বাদ,
আমাকে তা না জানিয়ে; উঃ, এবারে চিরতরে
ফুরাল মনের শান্তি, হর্ষ সুখ আনন্দ ফুরাল,
শিখীশীর্ষ সেনাব্যূহ বিদায়, বিদায় মহারণ,
তীর্থাঙ্গন উচ্চাশার! যাও, যাও, সব,
চলে যাও হ্রেষী অশ্ব, উত্তার সুতীব্র তূর্য,
রণোন্মাদী জয়ডঙ্কা, কর্ণভেদী শিঙা,
রাজধ্বজা, যতকিছু গুণ ও গরিমা,
মদগর্ব আড়ম্বর, সামরিক মহিমার ঘটা।
আর তোরা যন্ত্রদানব, যাদের পরুষ কণ্ঠে
বিশ্বত্রাস বজ্রনাদ অমর্ত ইন্দ্রের,
তোরাও যা চলে, ওথেলোর সাঙ্গ সব কাজ।
ইয়াগো। এও কি সম্ভব, প্রভু?
ওথেলো। দুরাত্মা, প্রমাণ দিতে হবে, আমার প্রেয়সী বেশ্যা,
মনে থাকে যেন, আমি চাক্ষুষ প্রমাণ চাই, তা না
পেলে অনন্ত আত্মার নামে বলে রাখছি,
আমার সে কোপানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে তোর
কুকুর জন্মও হত ভালো।

ইয়াগো। শেষকালে এই?

ওথেলো। দেখা, দেখা, দেখতে চাই; নয়ত এমন প্রমাণ দে,
যে-প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, সংশয়ের অবকাশ যাতে
তিলমাত্র নেই; নইলে নিস্তার নেই তোর।

ইয়াগো। সদাশয় প্রভু,—

ওথেলো। যদি তাকে অপবাদ দিয়ে আমাকে যন্ত্রণা দিস,
ঈশ্বরকে ডাকিস না আর, অনুতাপ ত্যাগ কর।
জমা কর বিভীষিকা ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর;
করে যা কুকীর্তি যাতে স্বর্গ কাঁদে, পৃথিবী চমকায়,
এ কুৎসার বাড়া পাপ কিছু নেই, যা বাড়াতে পারে
তোর নরক যন্ত্রণা।

ইয়াগো। ভগবান, দয়াময়, রক্ষা কর!
আপনি কি মানুষ? মন প্রাণ কাণ্ডজ্ঞান কিছু আছে?
বিধাতা সহায় হোন! আমার ইস্তফা নিন। হা রে-
হতভাগা, সততা যে পাপ তাই জানলি জীবনে;
বেইমান এ দুনিয়া, জেনে রাখো, সংসার, জানো,
সৎ ও সরল হওয়া নিরাপদ নয়,
এ জ্ঞান দানের জন্য বহু ধন্যবাদ; আজ থেকে
বন্ধুপ্রেম আর নয়, প্রেমে যদি এত অপরাধ।

ওথেলো। দাঁড়াও, দাঁড়াও; মনে হচ্ছে তুমি সৎ।

ইয়াগো। যেন আমি বিজ্ঞ হই, সততা তো মূঢ়তা সামিল,
যার জন্যে করে মরে তাকেই হারায়।

ওথেলো। হা দুনিয়া,
মনে হয় স্ত্রী আমার সতী, মনে হয় সে তা নয়।
মনে হয় তুমি ঠিক, মনে হয় ঠিক নও;
প্রমাণ, প্রমাণ চাই; যে নাম আমার ছিল শুভ্র
যেন পূর্ণিমার চাঁদ, এখন তা কলঙ্কিত কালো
আমার এ মুখ যেন; স'ব না স'ব না আমি—
বিষে বা আগুনে কিংবা অস্ত্রাঘাতে, ফাঁসিতে লটকিয়ে,
ডুবিয়ে, যা করে হোক; যদি শুধু নিশ্চিত হতাম।

ইয়াগো। দেখছি জ্বলছেন আপনি মনের জ্বালায়,

দুঃখ হচ্ছে, আমি কিনা এর জন্য দায়ী;
নিশ্চিত হতে চান?

ওথেলো। চাই, না, হবই।

ইয়াগো। তা হয়ত হতেও পারেন, তবে কি করে হবেন?
আপনি কি চোখের সামনে বড় বড় চোখ করে
দেখবেন সে মজা লুটছে?

ওথেলো। খুন, খুন, জাহান্নম···ওঃ!

ইয়াগো। মনে হয় দুজনকে এইভাবে দেখতে পাওয়া
খুবই কঠিন; জাহান্নমে পাঠাবেন,—ঠিক কথা,
যদি কেউ চর্মচোখে কখনো তাদের দেখে থাকে
দুজনকে এক বিছানায়; কি তবে উপায়?
কি বলি বলুন? কিসে নিশ্চিত প্রমাণ মিলবে?
ছাগছাগী মত তারা হ্যাংলা হলেও, বাঁদরের
মত কামী, নেকড়ের মত ক্ষ্যাপা, মাতাল বোকার
মত বেহেড হলেও, এইভাবে দেখতে পাওয়া
আপনার পক্ষে অসম্ভব; তবে কিনা অনুমান,
যদি তার ভিত্তি হয় অব্যর্থ ঘটনা সংযোগ,
যার থেকে সরাসরি সত্য কী তা আঁচ করা যায়,
যদি তাতে খুশি হন, তা হয়ত পেতেও পারেন।

ওথেলো। ও যে অসতী—তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ চাই।

ইয়াগো। এ কাজ মোটেই ভাল লাগে না আমার, কিন্তু
যেহেতু বোকার মত সত্য আর শ্রদ্ধার খাতিরে
এ ব্যাপারে এতখানি জড়িয়ে পড়েছি,
চালিয়ে যেতেই হবে। হালে শুতে হয়েছিল
আমাকে কেসিওর সঙ্গে, দাঁতের ব্যথায় চোটে
ঘুমোতে পারিনি আমি।
এমন হালকা মন আছে এক ধরনের লোক,
যে তারা ঘুমের ঘোরে নিজেদের কথা বকে চলে,
কেসিও তাদেরই একজন।
শুনলাম ঘুমন্ত বলছে সে "সাধের ডেসডিমোনা,
সাবধান, আমাদের প্রেম কেউ জানতে না পারে।"
তারপর প্রাণপণে আমার হাতটা চেপে ধরে

বলে উঠল "সোনামণি," তারপরে কষে চুমু খেল,
যেন সে উপড়ে নিল চুমুগুলো গোড়াশুদ্ধ টেনে
আমার ঠোঁটের থেকে, তারপরে পা'টা তার
আমার উরুতে রেখে, চুমু খেয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে
বলল, "হায়রে, শেষে মুরের ভোগ্যা হলে তুমি!"

ওথেলো। ওঃ ওঃ, কী বীভৎস!

ইয়াগো। এ শুধুই স্বপ্ন তার।

ওথেলো। এর থেকেই জানা যায় মেশামিশি আগেই হয়েছে।

ইয়াগো। তোখোড় সন্দেহ বটে, যদিও এ স্বপ্ন শুধু;
আর যা প্রমাণ, যা ক্ষীণ সংকেতমাত্র, এর ফলে
জোরদার হতে পারে।

ওথেলো। ও নারীকে ছিঁড়ব টুকরো করে।

ইয়াগো। স্থির হন, কিছু যে ঘটেছে—এখনো জানিনা কিন্তু।
মহিলা হয়ত সৎই; আচ্ছা বলুন দেখি,
একটা রুমাল, তাতে লতাপাতা আঁকা,
আপনার স্ত্রীর হাতে কখনো কি দেখেছেন?

ওথেলো। সেটা তো আমারই দেওয়া, আমার প্রথম উপহার।

ইয়াগো। আমি তা জানি না, তবে এরকম রুমাল দিয়ে—
নিঃসন্দেহে আপনার স্ত্রীরই—দেখলাম আজ
কেসিও মুছছে মুখ!

ওথেলো। এটা যদি সেটা হয়,—

ইয়াগো। সেটা বা কোনটা যদি আপনার স্ত্রীর হয়,
অন্য প্রমাণের সঙ্গে তা তার বিরুদ্ধে যাবে।

ওথেলো। চল্লিশ হাজার জান নেই কেন বাঁদীর বাচ্চার!
একটা নগণ্য, তুচ্ছ, আমার এ আক্রোশ মেটাতে;
সব সত্য, বুঝেছি এখন; ইয়াগো, এবারে দেখ,
স্নেহপ্রেম যা ছিল আমার উড়িয়ে দিলাম শূন্যে,···
ওই তা মিলিয়ে গেল।
ঘোর কালো প্রতিহিংসা, উঠে এসো শূন্য গুহা থেকে,
ভালোবাসা, দিয়ে দাও মুকুট ও হৃদি সিংহাসন
অমর্ষ ঘৃণাকে; বিষভারে ভরে ওঠো
সর্পজিহ্ব এ বক্ষ আমার। [নতজানু হল]

ইয়াগো। স্থির হন, শান্ত হন।

ওথেলো। উঃ, রক্ত, রক্ত! রক্তের পিপাসা।

ইয়াগো। ধৈর্য ধরুন, মন তো বদলাতেও পারে।

ওথেলো। না, ইয়াগো, কখনো না। কৃষ্ণসাগরে যেমন
হিমেল প্রবাহবেগ উন্মথিত অনিবার্যগতি,
পিছুটান জানে না কখনো, ধ্রুব লক্ষ্য স্থির রাখে
দূর মহাসাগরের প্রশান্ত সঙ্গমে,
তেমনি আমারও এই রক্তচিন্তা আক্রোশে উদ্দাম,
কখনো চাইবে না ফিরে, নোয়াবে না মমতা মায়ায়,
যতদিন প্রতিহিংসা সর্বগ্রাসী বিপুল কবলে
বিলীন না করে তাকে। সাক্ষী ওই মর্মর আকাশ,
পবিত্র শপথডোরে নতশিরে ভক্তিভরে আমি
বাঁধলাম প্রতিজ্ঞা আমার।

ইয়াগো। থামুন, উঠবেন না।

[ইয়াগো নতজানু হল]

সাক্ষী হন আকাশের নিত্য দীপ্য আলোকশিখারা,
সাক্ষী হন ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম,
সাক্ষী হন, আজ থেকে উৎসর্গ করছে ইয়াগো
মন প্রাণ বল বুদ্ধি যা কিছু সামর্থ্যে আছে তার,
লাঞ্ছিত ওথেলোর কাজে। তিনি আদেশ করুন,
সে-আদেশ দৈবাদেশ মেনে নেব আমি,
হোক কাজ রক্তাক্ত ভীষণ। [উভয়ে উঠে দাঁড়াল]

ওথেলো। নিলাম তোমার প্রীতি;
নয় শুধু মুখের কথায়, সাদর আগ্রহে নিচ্ছি;
তোমাকে এ মুহূর্তেই দিচ্ছি কাজের ভার;
আজ থেকে তিন দিনে আমাকে শোনাবে তুমি,
কেসিও জীবিত নেই।

ইয়াগো। নিহত আমার বন্ধু।
আপনার বলাই হওয়া, কিন্তু ও নারী বাঁচুক।

ওথেলো। জাহান্নমে যাক সে কামুকী, যাক সে, চুলোয় যাক!
এস তুমি একান্তে আমার সঙ্গে, চল দূরে গিয়ে
ওই শ্বেত পিশাচীর নিধনের ত্বরিত উপায়

করি গিয়ে স্থির। আজ থেকে তুমি সহকারী।

ইয়াগো। চিরদিন আপনার ক্রীতদাস আমি। [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও ভাঁড়ের প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। ফৌজদার কেসিওকে জানো তুমি, কোথা তার ঠিকানা?

ভাঁড়। মাপ করবেন, তাঁর কথা ঠিক-না, আমি বলতে পারব না।

ডেসডিমোনা। কেন, এ কথা বলছ?

ভাঁড়। তিনি ফৌজী লোক, ফৌজদারের কথা ঠিক না বললে তো জান চলে যাবে।

ডেসডিমোনা। চুলোয় যাও, বলতে পার, তিনি কোথায় থাকেন?

ভাঁড়। তিনি কথায় থাকেন বলাও যা, আমার কথা না থাকা বলাও তাই।

ডেসডিমোনা। এর থেকে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছ?

ভাঁড়। তাঁর কোথায় ঠিকানা আমার জানা নেই, তাঁর যা হোক একটা ঠিক'না ঠিক করে, যদি বলি হেথায় ঠিক না, হোথাও ঠিক না, তাহলে বুঝতে হবে আমার কথাও ঠিক না।

ডেসডিমোনা। তাঁর অবস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে' চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করবে?

ভাঁড়। তাঁর জন্যে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নিয়ে আমি কেনোপনিষৎ রচনা করব। অর্থাৎ কিনা প্রশ্ন করব এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে জবাব আদায় করব।

ডেসডিমোনা। তাঁকে খুঁজে বার করে এক্ষুণি এখানে আসতে বলবে, বলবে আমি তাঁর হয়ে আমার স্বামীকে বলেছি, আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভাঁড়। এই কটা কথা যে কোনো একজন পুরুষ মানুষের এক্তেয়ারের মধ্যে, অতএব আমি তা করার চেষ্টা করছি। [প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। এমিলিয়া, রুমালটা কোথায় ফেললাম বল দেখি?

এমিলিয়া। আমি তো জানি না, দেবী।

ডেসডিমোনা। আমাকে বিশ্বাস কর, এর চেয়ে যদি থলি ভরা
মোহর হারাত, হত ভাল; নেহাৎ আমার মুর
উদার মহৎ, সন্দিগ্ধ লোকদের মত
তাঁর মনে কোন খল নেই, তাই, নইলে এ থেকে
ভাবতেন কত কি খারাপ।

এমিলিয়া। তাঁর কি সন্দেহ নেই?

ডেসডিমোনা। কার, তাঁর? মনে হয় জন্ম-লগ্নে তাঁর থেকে
এ খলতা শুষে নেয় রবি।

[ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া। তিনি আসছেন।

ডেসডিমোনা। এবারে ছাড়ছি না; কই, আসুক কেসিও, ওঁর সঙ্গে
করুক সে দেখা। এখন কেমন আছ তুমি?

ওথেলো। ভালই, ভালই আছি। [জনান্তিকে] অভিনয় কি কঠিন!
ডেসডিমোনা, তুমি ভালো আছ?

ডেসডিমোনা। বেশ ভাল আছি।

ওথেলো। তোমার হাতটা দেখি; হাতটা দেখছি ভিজে।

ডেসডিমোনা। শোকতাপ বয়সের ছাপ এখনো পড়েনি এতে!

ওথেলো। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে উর্বরতা, দরাজ হৃদয়;
গরম, গরম আর ভিজে; এ হাতের দাওয়াই,
নিরালায় নির্বাসন, উপবাস সাধন পূজন,
অত্যধিক নিজেকে নিগ্রহ, সর্বক্ষণ জপতপ;
এখানে রয়েছে এক মিটমিটে সেয়ানা শয়তান
যে কেবলি ক্ষেপে ওঠে; হাতখানা দেখছি ভালই,
বেশ খোলামেলা।

ডেসডিমোনা। তুমি তা তো বলতেই পার,
এ হাত যে তোমাকেই সঁপে দেয় হৃদয় আমার।

ওথেলো। বেশ মুক্তহস্ত। আগে আগে হৃদয় মেলাত হাত,
কিন্তু হালের কেতায় শুধু হাত, হৃদয়টা নেই।

ডেসডিমোনা। ও সব জানি না আমি; কই, এস, কথা রাখো।

ওথেলো। কোন কথা, সখী?
ডেসডিমোনা। কেসিওকে ডাকিয়েছি যাতে সে তোমাকে এসে ধরে।
ওথেলো। শ্লেষ্মায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছি,
তোমার রুমালটা দেখি।
ডেসডিমোনা। এই নাও।
ওথেলো। না, না, যেটা আমার দেওয়া।
ডেসডিমোনা। এখন তা আমার কাছে নেই।
ওথেলো। নেই?
ডেসডিমোনা। সত্যি বলছি নেই।
ওথেলো। অন্যায়, অন্যায়; ও রুমাল
মিশরীয় এক নারী আমার মাকে দিয়েছিল;
সে নারী জানত জাদু, লোকের মনে কি আছে
সে যেন দেখতে পেত; মাকে বলে, যদি এটা কাছে
থাকে স্বামী সোহাগিনী হয়ে আমার বাবাকে তিনি
করবেন বশ; কিন্তু যদি খোয়া যায় অথবা তা
হয় হাতছাড়া, তবে আমার বাবার কাছে তিনি
হবেন চোখের বিষ, এবং বাবার মতিগতি
মজবে নতুন মোহে; মা আমার অন্তিম সময়ে
বলেন আমাকে, যদি ভাগ্যগুণে স্ত্রী আমার জোটে
তাকে যেন এটা দিই; দিয়েছিও; এটি যত্নে রেখো
বুকের দুলাল করে, তোমার চোখের মণি যেন;
হারাও বা দিয়ে দাও যদি, এমনি সর্বনাশ হবে
যে তার তুলনা নেই জেনো।
ডেসডিমোনা। এও কি সম্ভব?
ওথেলো। সত্যি, এর পরতে পরতে আছে জাদু;
এক সিদ্ধা কাপালিনী দুশবার পৃথিবীকে ঘিরে
সৌর পরিক্রমা দেখেছে সে জীবদ্দশায়,
দৈবাদিষ্ট হয়ে এই কাজটা সে করে;
অতি দক্ষ কারিগর কুমারীর হৃদয় নির্যাসে
এ রুমাল করেছে রঞ্জিত।
ডেসডিমোনা। সত্যি বলছ?
ওথেলো। পুরোপুরি সত্যি, তাই সাবধানে রেখো।

ডেসডিমোনা। তাহলে আমার চোখে না পড়াই ছিল ভালো।
ওথেলো। তার মানে? কি হয়েছে?
ডেসডিমোনা। অমন চমকে অত রুক্ষভাবে কথা বলছ কেন?
ওথেলো। হারিয়েছে? গেছে? আর পাওয়া যাবে না তা?
ডেসডিমোনা। হায় ভগবান!
ওথেলো। বল, বল?
ডেসডিমোনা। না, তা হারায়নি, কিন্তু যদি হারাতই?
ওথেলো। কী!
ডেসডিমোনা। বলছি তো, হারায়নি।
ওথেলো। নিয়ে এস, আমি দেখতে চাই।
ডেসডিমোনা। কি আর, এখনি আনতে পারি, কিন্তু আনব না তো,
জানি, আমাকে এড়াবে বলে তোমার এ ছল,
শোন, কেসিওকে তার কাজে আনো না ফিরিয়ে।
ওথেলো। রুমালটা আগে আনো, সন্দেহ হচ্ছে মনে।
ডেসডিমোনা। অনেক হয়েছে, থামো!
এমন চৌকস লোক কখনো পাবে না!
ওথেলো। রুমালটা কই?
ডেসডিমোনা। হ্যাঁ গো, কেসিওর কি হবে, বল!
ওথেলো। রুমাল, রুমাল কই?
ডেসডিমোনা। যে তোমার স্নেহের ছায়ায়
ভালোমন্দে চিরদিন পেয়েছে আশ্রয়,
নিয়েছে তোমার সঙ্গে বিপদের ভাগ,—
ওথেলো। রুমালটা কই?
ডেসডিমোনা। যাই বল, তোমারই দোষ।
ওথেলো। হারামজাদ। [প্রস্থান]
এমিলিয়া। এ লোকের ধাতে বিষ নেই?
ডেসডিমোনা। এর আগে এরকম কখনো দেখিনি।
নিশ্চয় রুমালের অদ্ভুত শক্তি আছে।
তা হারিয়ে আজ আমি বড় হতভাগী।
এমিলিয়া। দু এক বছরে আমরা পুরুষকে চিনতেই পারি না;
তারা শুধু পেটভরা লোভ, আমরা শুধুই খাদ্য;
হাভাতেরা আমাদের গেলে, পরে, পেটপুরে গেলে

দেয় উগরিয়ে।

[ইয়াগো ও কেসিওর প্রবেশ]

আসছেন কেসিও আমার স্বামীর সঙ্গে।

ইয়াগো। কোনই উপায় নেই; তাঁকেই এ করতে হবে,
কি সৌভাগ্য, ওই তো তিনি, যান, যান, ধরুন গে।

ডেসডিমোনা। এই যে কেসিও! কি খবর আপনার?

কেসিও। দেবী আগে যা বলেছি, তাই; এইটুকু অনুরোধ,
আপনার শুভ চেষ্টা আমাকে ফিরিয়ে এনে দিক
আগের জীবন, এনে দিক স্নেহের আশ্রয় তাঁর
যাঁকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে
শ্রদ্ধা করি; আর দেরি সইছে না।
এতই ভীষণ যদি অপরাধ করে থাকি, যাতে
অতীতের সৎকাজ, উপস্থিত এই অনুতাপ,
ভবিষ্যতে প্রাণপণ সেবাব্রত সংকল্প আমার,
ফিরিয়ে না আনতে পারে তাঁর স্নেহ প্রীতি,
তবে তা জানতে দিন, সে-জানাই হোক পুরস্কার;
তারপরে হাসি মুখে বিনা অভিযোগে
ভাগ্যের ভিক্ষার্থী হয়ে চলে যাব আমি
জীবনের অন্য পথে।

ডেসডিমোনা। হায়, ধীর বিনম্র কেসিও,
এখন আমার কথা বাজছে বেসুরো;
আমার স্বামীতে নেই আমার যে স্বামী; চিনতাম না
তাঁকে, যদি মনের মতন তাঁর রূপের বদল হত।
পুণ্যাত্মারা আমার সহায় সাক্ষী,
আপনার জন্যে আমি যতদূর বলার বলেছি,
মন খুলে বলেছি বলেই, আমি তাঁর
বিরাগ কেড়েছি; কিছুদিন ধৈর্য ধরুন;
আমার যা সাধ্য, করব, নিশ্চিন্তে থাকুন,
যা পারি না নিজের জন্যে, তাও করব আমি।

ইয়াগো। প্রভু রাগ করেছেন নাকি?

এমিলিয়া। এক্ষুণি এখান থেকে

গেলেন কী অদ্ভুত অধীরভাবে!

ইয়াগো। তাঁর রাগ? আমার স্বচক্ষে দেখা, কামানের গোলা
তাঁর সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করেছে শূন্যে,
ছিনিয়ে নিয়েছে (যেন শয়তান) তাঁর বুক থেকে
নিজের ভাইকে,—সেই লোকে রাগ?
সাংঘাতিক হয়েছে কিছু তবে। যাই তাঁর কাছে,
সত্যি যদি ক্রুদ্ধ হন, গুরুতর কারণ ঘটেছে! [প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। তাই যান; নিশ্চয় রাজ্য সংক্রান্ত কিছু
এসেছে ভেনিস থেকে, অথবা এই সাইপ্রাসেই
জেনেছেন গুপ্ত কোন চক্রান্তের কথা, তার ফলে
শান্ত স্বভাব তাঁর এত বিচলিত; এই ক্ষেত্রে
ছোটখাটো জিনিসেই চটে ওঠা পুরুষ স্বভাব,
যদিও আসল লক্ষ্য গুরুতর কিছু।
সবক্ষেত্রে এই হয়; আঙ্গুলে বেদনা হলে পরে
শরীরের আর আর সুস্থ অঙ্গগুলো
কি রকম টনটন করে; না, না, ভাবা দরকার
পুরুষ দেবতা নয়;
তাছাড়া তাদের কাছে উচিত না সে-সোহাগ চাওয়া
মানায় যা বাসরেতে। এমিলিয়া, আমাকে ধিক্কার দাও,
আমি যেন অবাধ্য সৈনিক (মানি না সমরনীতি)—
দোষেছি নিষ্ঠুর বলে মনে প্রাণে তাঁকে,
অথচ এখন দেখছি আমি হাত করেছি সাক্ষীকে
তাই তিনি মিথ্যা দায়ে দায়ী।

এমিলিয়া। আপনার কথামত দেশের বিষয়ই যেন হয়,
আপনাকে নিয়ে কোন সন্দেহ বা রিষ
না হলেই হল।

ডেসডিমোনা। হা কপাল! আমি করিনি তো সেরকম কিছু!

এমিলিয়া। কিন্তু যার সন্দ-বায়ু, এতে শান্ত সে হবার নয়;
কারণের জন্যে তারা সন্দেহ করে না,
সন্দ-বায়ু আছে তাই সন্দেহ তাদের; এ রাক্ষস
নিজের ভেতর থেকে জন্ম দেয় নিজেকে নিজেই।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর রাক্ষসটাকে রাখুন ওথেলো থেকে দূরে।

এমিলিয়া। তাই হোক, দেবী।
ডেসডিমোনা। আমি যাই খুঁজি তাঁকে, কেসিও, এইখানে থাকুন,
যদি তাঁকে ভালো দেখি, বলব আপনার কথা,
যাতে কাজ হয় তাও দেখব সাধ্যমত।
কেসিও। আন্তরিক ধন্যবাদ, দেবী।
[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

বিয়াঙ্কা। বেঁচে থাকো, প্রাণের কেসিও।
কেসিও। বাড়ি ছেড়ে—কি ব্যাপার?
আমার নয়নমণি বিয়াঙ্কা, খবর কি, বল?
প্রেয়সী, তোমারই বাড়ি এই আমি যাচ্ছিলাম।
বিয়াঙ্কা। আমিও তো যাচ্ছিলাম তোমার বাড়িতে।
পেয়েছ কি, হপ্তাভোর পাত্তা নেই? সাত রাত সাত দিন?
আটকুড়ি আট ঘণ্টা, যখন বিরহী-ঘণ্টা
ঘড়ির ঘণ্টার থেকে কষ্টকর আটকুড়ি গুণ?
কি জ্বালা যে বসে কাল গোণা!
কেসিও। বিয়াঙ্কা, ক্ষমা কর,
এ ক'দিন ধরে খুব দুশ্চিন্তায় আছি,
কথা দিচ্ছি, সুবিধা পেলেই আমি কড়ায় গণ্ডায়
না-আসার হিসেব চুকিয়ে দেব; বিয়াঙ্কা লক্ষ্মীটি,
[ডেসডিমোনার রুমালটা দিয়ে]
কাজটুকু তুলে দেবে?
বিয়াঙ্কা। কেসিও, এ কোথেকে পেলে?
উপহার বুঝি কোন নতুন বন্ধুর;
না আসার কী কারণ এবারে বুঝেছি,
শেষকালে এই হাল হল?
কেসিও। থামো, আর জ্বালিও না।
শয়তানের কাছে পাওয়া শয়তানী চিন্তাগুলো
তাকেই ফিরিয়ে দিও; তোমার সন্দেহ হচ্ছে
আমার প্রেমিকা কোনো স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছে আমাকে!
সত্যি, শোন, বিয়াঙ্কা, তা নয়।

বিয়াঙ্কা। তবে, কার?
কেসিও। আমিও জানি না, এটা দেখলাম পড়ে আছে ঘরে;
কাজটা লাগল ভাল; ফিরে চাইবার আগে,—
চাইবেই কেউ ঠিক,—কাজটা তুলিয়ে নিতে চাই;
নাও, এ কাজটা তুলে দিও; তাহলে এখন যাও।
বিয়াঙ্কা। যাব? কেন যেতে যাব?
কেসিও। সেনাপতি আসবেন, তাই আমি রয়েছি এখানে;
আমাকে তোমার সঙ্গে যুগলে দর্শন
আমার ইচ্ছাও নয়, গৌরবও বাড়বে না।
বিয়াঙ্কা। মানে?
কেসিও। মানে নয়, তোমাকে বাসি না ভালো।
বিয়াঙ্কা। অর্থাৎ বাসো না।
চল না, আমাকে একটু রাস্তায় এগিয়ে দেবে;
আজ রাতে তাড়াতাড়ি আসছ তো, বল।
কেসিও। তোমাকে এগিয়ে দিতে বেশীদূরে পারবো না যেতে,
আমাকে এখানে থাকতে হবে, তুমি যাও, আমি আসছি।
বিয়াঙ্কা। তাই ভালো, চলতে হবে অবস্থা বুঝেই। [প্রস্থান]

[যবনিকা]

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ইয়াগো ও ওথেলোর প্রবেশ]

ইয়াগো। আপনার তাই মনে হয়?
ওথেলো। তোমার হয় না?
ইয়াগো। কি হয় না,
গোপনে চুম্বন করা?
ওথেলো। অবৈধ চুম্বন।
ইয়াগো। অথবা বন্ধুর সঙ্গে বিবস্ত্র দুএক ঘণ্টা
শয্যাশায়ী থাকা, অবশ্য নিষ্পাপ মনে?
ওথেলো। বিবস্ত্র শয্যায়, তবু পাপ নেই মনে?
শয়তানের সঙ্গে এ ছলনা;
নিষ্পাপ মন তবু ওইভাবে থাকা, এ সততা
শয়তানকে লুব্ধ করে, দেবতা টলায়।
ইয়াগো। তার মানে কিছুই করেনি, এ দোষ ক্ষমার যোগ্য,
কিন্তু আমি স্ত্রীকে যদি একটা রুমাল দিই—
ওথেলো। কি হয় তাহলে?
ইয়াগো। তাহলে তা তারই হয়; এবং যেহেতু তার,
যে কোন পুরুষকে তা, বোধহয় দিতেও পারে।
ওথেলো। তার ধর্মও তো তার অধিকারে,
তা কি সে বিলোতে পারে?
ইয়াগো। ধর্ম তার এত সূক্ষ্ম নজরে পড়ে না,
প্রায়শ তাদেরই থাকে যাদের তা নেই;
রুমাল সম্পর্কে কিন্তু—
ওথেলো। হা বিধাতা, ওই কথা সানন্দে ভুলে যেতে চাই:
হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে—সেই স্মৃতি মনে ছায়া ফেলে,
মারী সংক্রামিত গৃহে অমঙ্গল বার্তার বাহক
ভগ্নদূত কাক যেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার রুমাল তার কাছে।

ইয়াগো। আছে তাতে কি হয়েছে?

ওথেলো। বিসদৃশ ঠেকছে এখন।

ইয়াগো। এতেই? কি হত তবে, বলতাম যদি দেখেছি সে
মজাচ্ছে আপনাকে? কিংবা শুনেছি বলছে সে—
লম্পটেরা যে রকম নিজেরাই হাতেপায়ে ধরে
নারীমন কাড়ে, কিংবা কোন ছিনালের ঢলানিতে
ভুলে নিজে মজে, পরে নিজেকে জাহির করতে
অনর্গল না বকে পারে না—

ওথেলো। কিছু কি বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে, বলেছে, তবে, কি জানেন প্রভু,
যতটুকু অস্বীকার চলে।

ওথেলো। কি, কী কী বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে, সে নাকি···কি করেছে জানি না আমি।

ওথেলো। কী, কী?

ইয়াগো। সহবাস।

ওথেলো। তার সঙ্গে?

ইয়াগো। তার সঙ্গে, একসঙ্গে যা খুশী বলুন।

ওথেলো। তার সঙ্গে সহবাস, একসঙ্গে সহবাস? একসঙ্গে সহবাস বলি কখন,—যখন তাকে নিয়ে এক জায়গায় বাস করা হয়,—কিন্তু তার সঙ্গে সহবাস, অকথ্য! রুমাল—স্বীকার করেছে—রুমাল। স্বীকার করা, তার মানে ফাঁসিতে লটকানো। না, না, আগে ফাঁসি, তারপরে স্বীকার, আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সর্বেন্দ্রিয় আছন্ন করা এ আবেগ অহেতুক হতে পারে না। না, না, শুধু কথা আমাকে এভাবে কাঁপাতে পারে না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নাকে নাকে, কানে কানে, ঠোঁটে ঠোঁটে। এও কি সম্ভব?—স্বীকার, স্বীকার করেছে? রুমাল? ওঃ শয়তান! [পতন]

ইয়াগো। করে চল কাজ,
কর কাজ ওষুধ আমার, এইভাবে গাধাগুলো
মরে অন্ধ বিশ্বাসেতে, এইভাবে সতীসাধ্বী কত
অপরাধ না করেও পায় অপবাদ। একি, প্রভু,
শুনছেন, প্রভু, আমি! ওথেলো···

[কেসিওর প্রবেশ]

এই যে, কেসিও।

কেসিও। একি, কি ব্যাপার?

ইয়াগো। প্রভু মূর্চ্ছা গিয়েছেন, মৃগীতে ধরেছে,
এ হল দ্বিতীয়বার, কালও হয়েছিল।

কেসিও। রগের কাছটা ঘসে দিন।

ইয়াগো। না, না, থাক।
ঘোরটা আপনা থেকে কেটে যাওয়া ভালো,
তা না হলে গাঁজলা ভাঙবে, পরে ক্রমে ক্রমে
বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে; ওই বুঝি নড়ছেন।
অল্পক্ষণের জন্য আড়ালে থাকুন,
এক্ষুণি জ্ঞান হবে; আগে উনি চলে যান,
আপনার সঙ্গে পরে গুরুতর পরামর্শ আছে।

[কেসিওর প্রস্থান]

কেমন আছেন, প্রভু? মাথায় আঘাত লাগে নি তো?

ওথেলো। আমাকে ঠাট্টা হচ্ছে?

ইয়াগো। আপনাকে ঠাট্টা? ছিঃ ছিঃ।
পুরুষের মত যদি দুরদৃষ্ট সইতে পারতেন!

ওথেলো। যে পুরুষ বেশ্যার স্বামী কিম্ভূত সে জানোয়ার!

ইয়াগো। তবে এই জানোয়ার, এমনি কিম্ভূত নাগরিক,
বহু বহু আছে জনবহুল নগরে।

ওথেলো। সে কি স্বীকার করেছে?

ইয়াগো। প্রভু, মুষড়ে পড়বেন না।
জানবেন জোয়ালে বাঁধা মরদ মাত্রেরই
হতে পারে আপনার হাল; লক্ষ লোক বেঁচে আছে,
প্রতিরাত্রে শোয় যারা পরের শয্যায়, যে শয্যা
স্থির জানে নিজস্ব তাদের। আপনার দশা তো ভালো।
ওঃ, এ তো নারকী আক্রোশ, শয়তানের প্রচণ্ড বিদ্রূপ,
নিশ্চিন্ত শয্যায় শুয়ে বেশ্যাকে চুম্বন করা
সতীসাধ্বী ধারণায়। নাঃ, নিজে আগে জেনে নিই,
নিজেকে যখন জানি, জানি আমি ও নারী কেমন।

ওথেলো। সত্যি, সত্যি, বিচক্ষণ তুমি।

ইয়াগো। আড়ালে দাঁড়ান দূরে,
একটু ধৈর্য ধরে সংযত থাকুন;
এখানে খানিক আগে এসেছিল কেসিও, তখন
আপনি উন্মত্ত শোকে—যে মত্ততা খুবই অশোভন
আপনার মতন লোকে; আপনার মূর্ছার কথা বলে
সরিয়ে দিয়েছি তাকে, তবে বলে দিয়েছি সে যেন
এখুনি আমার সঙ্গে ফের কথা কইতে আসে,
আসবে সে বলে গেছে; আপনি নেপথ্য থেকে
দেখে যান ঠাট্টা টিটকারি তার, কি রকম স্পষ্ট
তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে হেনস্তার ভাব;
কারণ আগের কথা তাকে দিয়ে আবার বলাব,
কোথায়, কি করে, কতবার, কতদিন আগে, কবে
আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলেছে ও মিলবে স্থির আছে।
শুধু তার হাবভাব দেখুন; তবে ধৈর্য ধরা চাই,
নইলে বুঝব আপনি মূর্তিমান শুধুই আক্রোশ,
মানুষের পদবাচ্য নন।

ওথেলো। ইয়াগো, শুনছ, শোন?
ধৈর্যে আমি কত ধূর্ত, কী চতুর, তুমি দেখে নিও;
কিন্তু শুনছ, শোন? কোতল, খুন।

ইয়াগো। খুবই সম্ভব;
কিন্তু সবই সময়ে সুযোগে; একটু আড়ালে যাবেন?

[ওথেলোর নেপথ্যে গমন]

কেসিওকে এইবারে প্রশ্ন করব বিয়াঙ্কার কথা;
এ বিবি যোগায় তার অন্নবস্ত্র যা কিছু রসদ
প্রেমের বেসাতি করে; কিন্তু সে কেসিওর জন্যে
বেহদ্দ পাগল; বেশ্যাদের এইতো মরণ,
অনেককে মজায় কিন্তু নিজে মজে একজনের কাছে।

[কেসিওর প্রবেশ]

তার কথা শুনলে পরে কেসিও চাপতে পারবে না
হাঃ হাঃ অট্টহাসি তার; ওই সে এদিকে আসছে।
ওকে হাসতে দেখলেই ওথেলোর মাথাটা বিগড়োবে,

আনাড়ী সন্দেহ তার হতভাগা কেসিওর ওই
হাসি, ঠাট্টা, ভাবভঙ্গী, খেলো রসিকতা
ঠিক উল্টো বুঝে নেবে। কি খবর, ফৌজদার, ভালো ?

কেসিও। মোটেই না, ওই ডাকে যে মর্যাদা দিলেন আমাকে,
মরে আছি তারই অভাবে।

ইয়াগো। পাকড়ান ডেসডিমোনাকে, আপনার হবেই হবে।
(মৃদুস্বরে) বিয়াঙ্কার এক্তেয়ারে কাজটা থাকলে পরে কত
তাড়াতাড়ি মিলে যেত।

কেসিও। আরে দূর, হতচ্ছাড়ীটা!

ওথেলো। এরই মধ্যে দেখ কী হাসির ঘটা।

ইয়াগো। দেখিনি এমন নারী পুরুষকে এত ভালবাসে।

কেসিও। হতভাগী হয়ত বা সত্যিই আমাকে ভালবাসে।

ওথেলো। অস্বীকার শুধু মুখে, হেসেই উড়িয়ে দিতে চায়।

ইয়াগো। কেসিও শুনছেন ?

ওথেলো। সাধাসাধি করছে এবারে
যাতে বলে চলে; বেশ হচ্ছে, খাসা, চমৎকার।

ইয়াগো। বিবি তো রটাচ্ছে তাকে সাদি করবেন,
সত্যি নাকি ?

কেসিও। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

ওথেলো। বিজয়ী রোমান, কী এ, বিজয় উল্লাস ?

কেসিও। আমি—সাদি—তাকে ? ওই বাজারের কসবীটাকে ?
দোহাই, এ ঘটে কিছু আছে বলে জানবেন,
ভাববেন না অতটা নিরেট। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ !

ওথেলো। ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক; জয়ীর এ হাসি।

ইয়াগো। সত্যি, গুজব, আপনি বিয়ে করছেন ওকে।

কেসিও। তাই নাকি, সত্যি বলছেন !

ইয়াগো। মিথ্যা হলে নচ্ছার আমি।

ওথেলো। আমাকে দিয়েছ টেক্কা ? ভালো, ভালো।

কেসিও। বাঁদরীটা নিজে থেকে এইসব বলে বেড়াচ্ছে; আমার কথায়
নয়, ভালোবাসার অন্ধ মোহে সে মনে মনে গড়েছে, আমি
তাকে বিয়ে করব।

ওথেলো। ইয়াগো ইশারা করছে, এবারে ও বলছে কাহিনী।

কেসিও। এইত সে এখানে ছিল, সর্বত্র সে আমার পিছু ধাওয়া করে। ক'দিন আগে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ভেনিসের কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছি, সেইখানে এই আহ্লাদী এসে হাজির, কি আর বলব, এসেই আমার গলাটা ধরল এমনি করে জড়িয়ে—

ওথেলো। আর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল, "ও আমার প্রাণের কেসিও"! ওর হাবভাবে ত তাই বোঝাচ্ছে।

কেসিও। এই গলা ধরে ঝুলে পড়ে, এই বুকে লুটোয়, এই কান্না, এই টানে তো এই টানে—হাঃ হাঃ হাঃ!

ওথেলো। এবারে বলছে কি করে সে ওকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিল। তোর ওই নাকটাকে দেখছি, কিন্তু যে কুকুরটার কাছে তা ছুঁড়ে দেব সেটাকে দেখছি না তো।

কেসিও। নাঃ, ওর সঙ্গ আমাকে ছাড়তেই হবে।

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

ইয়াগো। এই সেরেছে! ওই দেখুন কে আসছে।

কেসিও। কে—এ যে একটা গন্ধগোকুল; ইস, একেবারে গন্ধে ভুরভুর। কিসের মতলবে আমার পিছু ধাওয়া করছ, বল তো?

বিয়াঙ্কা। আ মোলো যা,—যম তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তোমার পিছনে ঘুরে মরুক, কিন্তু এইমাত্র যে রুমালটা আমাকে দিয়ে এলে তার রহস্যটা বল দেখি? আমিও আচ্ছা বোকা বুঝে নিয়ে নিলাম। এর নকসার কাজটা পুরো আমাকে তুলে দিতে হবে! বেশ আষাঢ়ে গল্প—নিজের ঘরেই পাওয়া গেছে অথচ জানো না, কে যে ফেলে গেছে। কোন বেহায়ার দেওয়া উপহার এটা, আর এ থেকে আমাকে কিনা নকসাটা তুলে দিতে হবে। নাও—দাওগে যাও সেই পেয়ারীকে; যেখান থেকেই পাও, আমি ওই নকসার একটা ফোঁড়ও তুলতে পারব না।

কেসিও। আরে আমার প্রাণের বিয়াঙ্কা, হল কি, হল কি?

ওথেলো। কি আশ্চর্য, রুমালটা আমার যে।

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে যদি খেতে আসতে চাও তো আসতে পার, যদি না আস, পরে যখন মর্জি হবে, তখন এসো। [প্রস্থান]

ইয়াগো। যান, যান, পিছু নিন।

কেসিও। নাঃ, যেতেই হবে, নইলে রাস্তাতেই চেঁচাতে থাকবে।

ইয়াগো। রাত্রে ওখানেই খাচ্ছেন?

কেসিও। তাই তো ঠিক আছে।

ইয়াগো। ভালো, আমিও জুটে যেতে পারি আপনার সঙ্গে, কারণ আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কেসিও। নিশ্চয় আসবেন, আসবেন তো?

ইয়াগো। কথা বাড়াবেন না, আপাতত যান। [কেসিওর প্রস্থান]

ওথেলো। [অগ্রসর হয়ে] ইয়াগো, কি ভাবে ওকে কোতল করব?

ইয়াগো। দেখলেন, নিজের কুকীর্তি নিয়ে কিরকম হাসাহাসি করছিল?

ওথেলো। ওঃ ইয়াগো!

ইয়াগো। এ ছাড়া, রুমালটা দেখলেন?

ওথেলো। ওটা কি আমার?

ইয়াগো। আপনার যে, সে আর বলতে। দেখলেন ওই গবেট মেয়েমানুষটাকে, মানে, আপনার স্ত্রীকে ও কী চোখে দেখে! সে এটা দিয়েছে ওকে, ও আবার সেটা দিয়েছে তার রক্ষিতাকে।

ওথেলো। আমি যদি—আমি যদি ওকে নয় বৎসর ধরে তিলে তিলে মারতে পারতাম; কী রূপ, কী মাধুরী, আহা!

ইয়াগো। না, না, ওসব আপনাকে ভুলতেই হবে।

ওথেলো। আজ রাত্রেই ও পচে মরে জাহান্নমে যাক, ওর বাঁচা চলবে না; না, না, আমার বুকটা পাথর হয়ে গেছে; আমি ঘা মারছি, আমার হাতেই লাগছে। ওহো-হোঃ দুনিয়ায় ওর চেয়ে মধুর আর কেউ নেই, ও রাজেশ্বরের শয্যা আলো করতে পারত, ও সম্রাটের সেবা পাবার যোগ্য।

ইয়াগো। না, না, এইভাব আপনাতে শোভা পায় না।

ওথেলো। পাপিষ্ঠা চুলোয় যাক, আমি কেবল ওর একটু বর্ণনা দিচ্ছি; কী সূক্ষ্ম ওর সূচের কাজ, গানে বাজনায় কী অনবদ্য, ওর গান শুনলে বনের ভালুকও হিংসা ভুলে যায়: কথাবার্তায় রসিকতায় কী চৌকস, কী উন্নতরুচি!

ইয়াগো। এসব আছে বলেই আরও বেশী খারাপ।

ওথেলো। হাজার হাজার বার : কিন্তু কী শান্ত কী নম্র স্বভাব!

ইয়াগো। তা বটে, বড় বেশী নম্র।

ওথেলো। যা বলেছ, ঠিক তাই, তবুও কী মর্মান্তিক, ইয়াগো; ওঃ ইয়াগো, কি মর্মান্তিক!

ইয়াগো। যদি তার অনাচার আপনার এত ভাল লেগে থাকে, তাকে তা চালিয়ে যাবার ফলাও অধিকার দিয়ে দিন না; যদি তা আপনার গায়ে না লাগে, তাতে আর কারও এসে যাবে না।

ওথেলো। আমি তাকে কুচি কুচি করে কাটব। আমার ঘরে ব্যাভিচার!

ইয়াগো। ছিঃ ছিঃ, কী অনাচার!

ওথেলো। আমারই কর্মচারীর সঙ্গে!

ইয়াগো। আরো বেশী অনাচার।

ওথেলো। ইয়াগো, আজই, আজ রাতেই আমাকে কিছু বিষ এনে দাও; ওর সঙ্গে আর বোঝাপড়া করব না, ওর রূপ, ওর মোহিনী মায়া আমার মনকে যদি টলিয়ে দেয়; না, ইয়াগো, আজ রাতেই।

ইয়াগো। না, না, বিষ দিয়ে কেন, শয্যাতেই গলা টিপে খতম করুন, যে-শয্যা কলঙ্কিত করেছে সেই শয্যাতেই।

ওথেলো। তাই ভালো, তাই ভালো, এ বিচার মনের মত, খুব ভালো।

ইয়াগো। আর কেসিও সম্পর্কে, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। মাঝরাতের আগে আরও খবর জানতে পাবেন।

ওথেলো। বাঃ বাঃ খুব ভালো। [নেপথ্যে তূর্যধ্বনি] কিসের এই তূর্যধ্বনি?

[লোডোভিকো, ডেসডিমোনা ও অনুচরদের প্রবেশ]

ইয়াগো। নিশ্চয় ভেনিস থেকে কেউ; লোডোভিকো আসছেন ডিউকের কাছ থেকে, সঙ্গে দেখছি আপনার স্ত্রীও।

লোডোভিকো। সেনাপতি চিরজীবী হোন।

ওথেলো। আন্তরিক ধন্যবাদ।

লোডোভিকো। এনেছি শুভেচ্ছা এই ভেনিসের রাজসভা থেকে।

[একটি চিঠি দিল]

ওথেলো। তাঁদের আদেশনামা আমার শিরোপা। [চিঠি খুলে পাঠ]

ডেসডিমোনা। তারপর লোডোভিকো, তোমাদের কি খবর?

ইয়াগো। আপনার দর্শন লাভে খুবই আনন্দিত···
সাইপ্রাসে স্বাগত জানাই।
লোডোভিকো। ধন্যবাদ, ফৌজদার কেসিওর কি খবর?
ইয়াগো। এই আছেন আর কি!
ডেসডিমোনা। জানো ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর
ঘটে গেছে মনান্তর, তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে।
ওথেলো। ঠিক জানো?
ডেসডিমোনা। কি বললে?
ওথেলো। [পাঠ] "এ কাজে না হয় যেন ত্রুটি, যেহেতু তোমাকে··
লোডোভিকো। কই না, ডাকেন নি তো, পড়াতেই ব্যস্ত দেখছি;
তোমার স্বামীর সঙ্গে কেসিওর ঘটেছে বিরোধ?
ডেসডিমোনা। বড় মর্মান্তিক; ওঁদের মেলাতে আমি
সব পারি, কারণ কেসিও আমার বড় প্রিয়।
ওথেলো। উঃ নরককুণ্ড।
ডেসডিমোনা। কি গো?
ওথেলো। ঘটে কিছু আছে?
ডেসডিমোনা। একি, রাগ?
লোডোভিকো। বোধহয় চিঠিটাই এর জন্যে দায়ী:
মনে হয়, তাঁরা ওকে ফিরে যেতে বলেছেন
কেসিওকে শাসনভার দিয়ে।
ডেসডিমোনা। তাই নাকি, কি আনন্দ!
ওথেলো। সত্যি!
ডেসডিমোনা। কি বলছ?
ওথেলো। তোমাকে পাগল দেখে খুশি হচ্ছি।
ডেসডিমোনা। সে কি, প্রিয়তম?
ওথেলো। শয়তানী।　　[ডেসডিমোনাকে আঘাত]
ডেসডিমোনা। এ আমার প্রাপ্য নয়ত!
লোডোভিকো। এ ঘটনা ভেনিসে কেউ বিশ্বাসই করবে না,
দেখেছি, এ শপথ নিলেও। এ যে ধারণা অতীত,
শান্ত করুন ওকে, ও কাঁদছে।
ওথেলো। ওঃ শয়তানী, শয়তানী!
নারীর চোখের জলে এ ধরণী প্রজনিত হলে,

প্রতি বিন্দুপাতে ওর জন্ম নিত এক-একটা কুমীর;
দূর হ' সমুখ থেকে।

ডেসডিমোনা। যাই, যদি চক্ষুশূল আমি।

[গমনোদ্যত]

লোডোভিকো। সত্যি, আহা, কি নম্র, বিনীত।
আপনাকে মিনতি, ওকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো। বারনারী!

ডেসডিমোনা। বল?

ওথেলো। একে নিয়ে কী করতে চান?

লোডোভিকো। কে, আমি? কি বলছেন?

ওথেলো। আপনিই তো চাইলেন ওকে আমি আবার ফেরাই;
জানেন ও ফিরতে পারে, ফিরে ফিরে ঘোরে তবু চলে,
আবার, আবার ফেরে, কাঁদতেও পারে, হ্যাঁ, কাঁদে;
এবং বিনীত নম্র, যা বললেন, নম্র বিনীত;
খুবই বিনীত। ঢালো, ঢালো চোখে যত জল আছে।
এ ব্যাপারে মহাশয়,—কি নিখুঁত দুঃখের ছলনা!—
আমাকে হুকুম হয়েছে···চলে যাও, যাও,
পরে ডেকে পাঠাব আবার···এ আদেশ মেনে নিয়ে
ভেনিসেই ফিরে যাচ্ছি···দূর হ' সামনে থেকে।

[ডেসডিমোনার প্রস্থান]

কেসিও আমার স্থলে, বেশ; হ্যাঁ, আজ রাতে, অনুরোধ,
আপনি আমি এক সাথে করব আহার,
সাইপ্রাসে স্বাগত জানাই···বাঁদর, ছাগল সব। [প্রস্থান]

লোডোভিকো। একি সেই মহামতি মূর, সমগ্র সেনেট যাঁকে
আদর্শ মানুষ জানে? একি সেই চরিত্র মহান
আবেগে যে অবিচল? যাঁর গুণ বর্ম-সুকঠিন,
দুর্দৈব প্রহারে কিংবা দুর্বিপাক শরাঘাতে যাকে
স্পর্শ বা বিদীর্ণ করা অসম্ভব?

ইয়াগো। সেই তিনি নেই।

লোডোভিকো। মস্তিষ্ক ঠিকই আছে, যায়নি বিকল হয়ে?

ইয়াগো। যা দেখছেন তাই; তাঁর কী মানায়, তাই নিয়ে

আমার সাজে না বলা; যা মানায়, যদি তাই নন,
প্রার্থনা আমার, তাই হন।

লোডোভিকো। ছিঃ ছিঃ স্ত্রীর গায়ে হাত?

ইয়াগো। কাজটা হয়নি বটে ভাল; তবু যদি বুঝতাম
এই হাত তোলাই চরম!

লোডোভিকো। এমনি কি রীতি তাঁর?
অথবা চিঠির ফলে রক্ত হঠাৎ চড়ে গিয়ে
এ অন্যায় প্রথম ঘটাল?

ইয়াগো। আহা, আহা!
আমি যা দেখেছি জানি, সব কিছু খুলে বলা
আমার বিবেকে বাধে; আপনিই দেখতে পাবেন,
ওঁর চাল চলনেতে নিজেই বুঝিয়ে দেবেন,
আমার বলার আর দরকার হবে না; সঙ্গে যান,
দেখুন নজর করে কিভাবে চলেন।

লোডোভিকো। দুঃখ এই তাঁকে যা ভেবেছি তা মিথ্যা হয়ে গেল।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাসাদ কক্ষ।

[ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো। তাহলে বলছ তুমি কিছুই দেখনি?

এমিলিয়া। শুনিনিও, সন্দেহও হয়নি কখনো।

ওথেলো। আচ্ছা, তুমি ওকে আর কেসিওকে একত্রে দেখেছ?

এমিলিয়া। কিন্তু তাতে অন্যায় দেখিনি, তাছাড়া শুনেছি আমি
তাঁরা দুজনে যা বলেছেন তার প্রতিটি অক্ষর।

ওথেলো। সেকি, চুপিচুপি কথা হয়নি?

এমিলিয়া। না, প্রভু, কখনো না।

ওথেলো। তোমাকে বলেনি চলে যেতে?

এমিলিয়া। কখনো না।

ওথেলো। এই ধর, হাতপাখা, মুখোস, দস্তানা আনতে?

এমিলিয়া। কখনো না, প্রভু।

ওথেলো। আশ্চর্য।

এমিলিয়া। বিশ্বাস করুন, প্রভু, সাধ্বী তিনি, আমার যা কিছু
পুণ্য, মানছি দোহাই। আর কিছু যদি মনে থাকে
দূর করে দিন, তা আপনারই মনের বালাই;
যদি কোনো হতভাগা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে থাকে,
ভগবান শাস্তি দেবে তাকে নরকের কীট করে;
তিনি যদি পতিব্রতা সতীসাধ্বী না হন, তাহলে
কোনই পুরুষ সুখী নয়, সবচেয়ে পুণ্যবতী
সেও খল, কুৎসার মত।

ওথেলো। যাও, তাকে আসতে বল।

[এমিলিয়ার প্রস্থান]

বলল তো অনেক, তবে সে কুটনী নিতান্ত আনাড়ী
এটুকু যে বলতে পারে না; এতো একটা ঝুনো বেশ্যা,
মুখেতে কুলুপ আঁটা শয়তানির আস্ত সিন্দুক,
পূজো-আর্চা চলে কিন্তু তবু, আমার স্বচক্ষে দেখা।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। স্বামী, কি বলবে বল।

ওথেলো। এস সখী, কাছে এস।

ডেসডিমোনা। কি তোমার ইচ্ছে বল?

ওথেলো। দেখি, দেখি, চোখদুটো,...
আমার মুখের দিকে চাও।

ডেসডিমোনা। একি অদ্ভুত খেয়াল?

ওথেলো। [এমিলিয়াকে] ওগো দূতী, তোমার যা কাজ তাই কর,
যুগলকে একা রেখে দরজাটা বন্ধ করে দাও,
যদি কেউ আসে তবে কেসো কিংবা গলাঝাড়া দিও;
তোমার কারচুবি কর, কর কারচুবি; ভাগো।

[এমিলিয়ার প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। পায়ে ধরি, বল, বল, কী তোমার কথার মর্ম?

তোমার কথার জ্বালা বুঝতে পারছি
কিন্তু কথা বুঝছি না কিছুই।

ওথেলো। তুমি কী?

ডেসডিমোনা। তোমার স্ত্রী আমি, তোমারই সতীসাধ্বী স্ত্রী।

ওথেলো। একথা শপথ করে বল্, বলে যা নরকে;
এ দেবী প্রতিমা দেখে পিশাচেরা ভয় পাবে তোর
অঙ্গে হাত দিতে, তাই মহাপাপ কর, তুই
সাধ্বী, ধর্ম সাক্ষী বল্।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর জানেন, সত্যি বলছি।

ওথেলো। ঈশ্বর সত্যিই জানে, ভ্রষ্টা তুই নরকের কীট।

ডেসডিমোনা। কী বলছ? কার কাছে? কার সঙ্গে? ভ্রষ্টা আমি কিসে?

ওথেলো। উঃ উঃ ডেসডিমোনা, যাও, যাও, চলে যাও!

ডেসডিমোনা। হায়রে দুর্দিন, তুমি কাঁদছ কিসের জন্যে?
স্বামী, তোমার চোখেতে জল? এর কারণ আমি কি?
যদি মনে করে থাকো তোমাকে এখান থেকে
ফিরিয়ে নেওয়ায় আমার পিতার হাত আছে,
আমাকে ক'রো না দোষী; তুমি যদি ত্যাজ্য হও তাঁর
আমিও হয়েছি।

ওথেলো। বিধাতা আমাকে যদি
দুঃখ দিয়ে করত যাচাই, অনাবৃত এ মস্তকে
লাঞ্ছনা ও অপমান অবিশ্রান্ত করত বর্ষণ,
আমাকে দারিদ্র্যে দৈন্যে আকণ্ঠ যদি ভরে দিত,
আশাশূন্য কারাবাস এই যদি হত বিধিলিপি,
তবু আমি অন্তরের কোনখানে পেতাম নিশ্চয়
এক বিন্দু ধৈর্যশক্তি; কিন্তু, হায়, আমাকে নিশ্চল
মূর্তিমাত্র করে রাখা, যাতে কাল ঘৃণাভরে তার
ধীরস্থির অঙ্গুলি নির্দেশ করে···ওঃ ওঃ।
তবুও, তবু তা আমি হাসিমুখে সইতাম;
কিন্তু ওই, যেখানে গচ্ছিত আছে হৃদয় আমার,
যেখানে আমার প্রাণ বাঁচে কিংবা মরে,
যে-উৎস মুখ থেকে আমার জীবনধারা বয়
অথবা শুকিয়ে যায়, সে আশ্রয় বঞ্চিত হওয়া,

কিংবা তা পঙ্কিল করে রাখা, ঘৃণ্য কৃমিকীট যাতে
জন্ম নেয় কুণ্ডলী পাকায়! ধৈর্য, তুমি দেখ ফিরে,
গোলাপী অধর ওই সুকুমার দেবশিশু
কি বিকট, নরকের মত।

ডেসডিমোনা। আশা করি আমি সতী, এটুকু বিশ্বাস কর।

ওথেলো। হ্যাঁ, যেন গ্রীষ্মের মাছি কসাইখানায়,
ডিমপাড়া হতে না হতে জোড় খুঁজতে ছোটে।
ওরে বিষলতা, তুই কেন এত মধুর সুন্দর?
এত মধু এ সুরভি, সারা অঙ্গ তোকে চেয়ে কাঁদে,
ছিল ভালো যদি তোর জন্ম নাই হত।

ডেসডিমোনা। হায়, না জেনে কী অপরাধে অপরাধী আমি?

ওথেলো। এই শুভ্র পত্রখানি, এই গ্রন্থ অনিন্দ্য সুন্দর
"বেশ্যা" লেখা হবে বলে সৃষ্ট হয়েছিল?···কী করেছি?
করেছ কী! বাজারের পণ্যা নারী ওরে!
যদি তোর কীর্তিকথা এই মুখে বলি, এ কপোল
জ্বলন্ত চুল্লী হবে, তাতে সব লজ্জাসরম
জ্বলেপুড়ে আঙরা হয়ে যাবে। কী করেছি!
এ কথায় স্বর্গ নাসারুদ্ধ করে, চাঁদ চোখ বোজে,
চুমু খায় যাকে পায় এমন যে কুলটা বাতাস
স্তব্ধবাক তাও কিনা পৃথিবীর জঠরে লুকোয়
পাছে কানে শোনে এই কথা।···কী করেছি,—
নির্লজ্জ গণিকা!

ডেসডিমোনা। ধর্ম সাক্ষী, মিথ্যে এই অপবাদ।

ওথেলো। তুমি কি গণিকা নও?

ডেসডিমোনা। নই, ইষ্ট জানে।
স্বামীর সেবার জন্যে এ দেহ আধার
ঘৃণিত অবৈধ পাপস্পর্শ থেকে রক্ষা করা
যদি গণিকার লক্ষণ না হয়, আমিও তা নই।

ওথেলো। সে কি, বেশ্যা নও?

ডেসডিমোনা। না, আমার ধর্ম আছে।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো। এও কি সম্ভব?

ডেসডিমোনা। ভগবান, ক্ষমা কর।

ওথেলো। তাহলে আমাকে মাপ কর;
মনে হয়েছিল তুমি ভেনিসের ধূর্ত বেশ্যা সেই
ওথেলোকে যে বিয়ে করেছে। শোন তুমি, ওহে বিবি,
তোমারই তো দফতর বেহেস্তের বিপরীত দিকে,
জাহান্নমের দ্বারী, তুমিই তো, হ্যাঁ, তুমি, তুমি তো!
যা করার করেছি আমরা, এই নাও বখশিস,
দোরবন্ধ কর, আর, যা ঘটল রেখো তা গোপনে। [প্রস্থান]

এমিলিয়া। হায় রে, এ ভদ্রলোক কী যে ভেবেছে মনে?
কেমন আছেন দেবী, আছেন ভালো তো?

ডেসডিমোনা। রয়েছি ঘুমের ঘোরে।

এমিলিয়া। আচ্ছা দেবী, কি হয়েছে আমার প্রভুর?

ডেসডিমোনা। কার?

এমিলিয়া। আমার প্রভুর।

ডেসডিমোনা। কে তোমার প্রভু?

এমিলিয়া। যিনি আপনার স্বামী।

ডেসডিমোনা। আমার তো কেউ নেই, এমিলিয়া, আর কথা থাক।
আমি কাঁদতেও পারছি না, জবাব আমার কিছু নেই,
যা আছে তা চোখের এ জল। শোন ভাই, আজ রাতে
পেতে দিও আমাদের বাসর শয্যাটা; মনে রেখো;
তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।

এমিলিয়া কী আশ্চর্য বদল! [প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। এভাবে আমাকে পায়ে ঠেলা—এই ঠিক, খুবই ঠিক;
কী আমি করেছি যাতে আমার যা গুরুতর ত্রুটি
তাও তাঁর সামান্যও সন্দেহ জাগায়?

[ইয়াগো ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ইয়াগো। আমাকে কি ডেকেছেন, দেবী? খবর ভালো ত?

ডেসডিমোনা। বলতে পারি না; যারা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শেখায়,
শেখায় শান্তভাবে, মিষ্টি কথা বলে;
এমনি তো আমাকেও পারতেন শাসন করতে,
শাসনে শিশুই তো আমি।

ইয়াগো। কি হয়েছে, দেবী?

এমিলিয়া। যেভাবে দেবীকে প্রভু বেশ্যা বলে অকথ্য ভাষায়
অপমান করেছেন, আহা, কি বলব ইয়াগো,
যার প্রাণ আছে সে তা সইতে পারে না।

ডেসডিমোনা। আমাকে ও নামে ডাকা যায়?

ইয়াগো। নাম? কোন নাম দেবী?

ডেসডিমোনা। যা ও বলল, আমাকে যা বলেছেন স্বামী?

এমিলিয়া। তিনি ওঁকে বেশ্যা বলেছেন; মদ খেয়ে হাভাতেও
করে না এ অপমান নিজের কসবীকে।

ইয়াগো। তিনিই বা করলেন কেন?

ডেসডিমোনা। জানি না, আমি তা নই, এইটুকু জানি।

ইয়াগো। কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। বড়ই দুঃখের কথা!

এমিলিয়া। 'বেশ্যা' নাম শোনার জন্যে কি ছেড়েছেন তিনি তাঁর
বাপ ভাই, স্বজন স্বদেশ, ছেড়েছেন সেরা সেরা
সম্বন্ধ পাত্রের? এতেও কি কাঁদবে না লোকে?

ডেসডিমোনা। আমারই এ অদৃষ্টের দোষ।

ইয়াগো। এর জন্য ধিক তাঁকে!
এ দুর্মতি কোথা থেকে এলো তাঁর?

ডেসডিমোনা। বিধাতা জানেন।

এমিলিয়া। আমার গলায় দড়ি, যদি না বজ্জাৎ কোন
বদমাস মতলববাজ, হারামী শয়তান
তোষামুদে ধড়িবাজ, চাকরি বাগাবার জন্যে
রটায় অযথা অপবাদ, আমার গলায় দড়ি।

ইয়াগো। ক্ষেপেছ, এখানে কেউ সেরকম নেই, অসম্ভব।

ডেসডিমোনা। যদি থাকে, ভগবান করুন তাকে ক্ষমা।

এমিলিয়া। ক্ষমা—ফাঁসির দড়িতে, ক্ষমা পাক নরককুণ্ডে সে।
ওঁকে কেন বেশ্যা বলবে? কার সঙ্গে দেখেছে সে?
কোনখানে, কি প্রকারে, কবে কিসে আঁচ করেছে সে?
নিশ্চয় মূরকে কোন পাষণ্ড বেল্লিক, কোন
হতচ্ছাড়া পাজির পাঝাড়া মিথ্যে করে লাগিয়েছে।
ভগবান, এই সব নচ্ছারের মুখোস খসিয়ে দাও,
সাচ্চা লোকের হাতে দিয়ে দাও বিছুটির ছড়ি,

যাতে সে উদম করে নচ্ছারকে চাবকে বেড়ায়
দুনিয়ার এধার ওধার।

ইয়াগো। চুপ, আস্তে কথা বল।

এমিলিয়া। মরণ হয় না তার! সেও তো এমনি ভদ্রলোক,
যে তোমায় যা তা বলে মাথাটা গুলিয়ে দেয়, ফলে
আমাকে মুরের সঙ্গে করেছিলে তুমিও সন্দেহ।

ইয়াগো। আস্ত উজবুক তুমি, থামো।

ডেসডিমোনা। বলুন, ইয়াগো,
কী উপায়ে ফিরে পাবো স্বামীকে আমার,
আপনি ভরসা, যান তাঁর কাছে; সাক্ষী ওই দিব্য বিভা,
জানি না, কেন যে তাঁকে হারালাম। নতি করে বলি :
ধ্যানে জ্ঞানে আচরণে আমার মনের গতি যদি
প্রেমের সীমানা তাঁর কখনো লঙ্ঘন করে থাকে,
অথবা এ চোখ কান, কিংবা কোন ইন্দ্রিয় আমার
মুগ্ধ হয়ে থাকে যদি অন্য কোন রূপে,
আজ কিংবা কোন কালে অতীতে বা অনাগত দিনে--
অকূল বিচ্ছেদে তিনি ভাসিয়ে দিলেও—মন প্রাণ
সব যদি তাঁকেই না সঁপে দিই, তবে শান্তি
ঘুচুক আমার। নির্মমতা অনেক কিছুই পারে;
পারে তাঁর নির্মমতা এ জীবন নিতে, পারে না
কলঙ্ক দিতে আমার এ প্রেমে। 'বেশ্যা' বলতেই পারি না,
এই যে বললাম এতে মন প্রাণ উঠছে বিষিয়ে;
যে কাজ করলে এই নাম কিনতে হয়, আমাকে তা
করাবে এ প্রলোভন নেই দুনিয়ায়।

ইয়াগো। অনুরোধ, শান্ত হন, এ তাঁর বিরক্তি শুধু;
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ, তার
কিছু ঝাঁঝ আপনাতে পড়েছে।

ডেসডিমোনা। তা না হয়ে আর কিছু যদি—

ইয়াগো। তাই, তাই, আমি বলছি।

[তূর্যধ্বনি]

বাজনা বাজছে, শুনছেন, এসেছে খাবার ডাক,
ভেনিসের সম্মানিত দূত সব অপেক্ষা করছেন,

কাঁদবেন না, যান ভেতরেতে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

[রোডারিগোর প্রবেশ]

কি খবর রোডারিগো ?

রোডারিগো। আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহারটা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ইয়াগো। অন্যরকম কী দেখলে ?

রোডারিগো। ইয়াগো, তুমি প্রতিদিন কিছু না কিছু বলে আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছ। এখন দেখছি তো, আমাকে সুযোগ সুবিধা জুটিয়ে দেওয়া দূরের কথা, একটু আশার আলোও দেখাতে পারছ না। অনেক হয়েছে, আর আমি সইব না, তাছাড়া এতদিন যে বোকামি করেছি তাও আর ঢেকে চেপে রাখব না বলে দিচ্ছি।

ইয়াগো। আমার একটা কথা শুনবে, রোডারিগো ?

রোডারিগো। সত্যি কথা বলে দিচ্ছি, তোমার কথা ঢের শুনেছি, তোমার কথায় কাজে কোনই মিল নেই।

ইয়াগো। আমার উপর খুব অবিচার করছ।

রোডারিগো। যা সত্যি তাই-ই বলছি। আমার যা কিছু ছিল সব তো খুইয়ে বসে আছি। ডেসডিমোনাকে দেবে বলে আমার কাছ থেকে হীরে জহরৎ যা আদায় করেছ, তার অর্ধেক পেলে জপতপসর্বস্ব যে কোনও সন্ন্যাসিনীর মনও টলে যেত; তুমি বলছ সে সব নিয়েছে, আমার দিকে তার মন ঝুঁকেছে, আমাকে সে প্রতিদান দেবে বলে আশা ভরসা দিয়েছে, অথচ কাজে তো কিছুই দেখছি না।

ইয়াগো। বেশ, বেশ, যাও।

রোডারিগো। 'বেশ, যাও', বললেই আমি যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই বেশ নয়, বরঞ্চ বেশ গোলমেলে ঠেকছে, ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা হয়েছে।

ইয়াগো। বেশ, বেশ।

রোডারিগো। আমি বলছি, বেশ নয়; আমি নিজের পরিচয় দিয়ে ডেসডিমোনার সঙ্গে দেখা করছি; যদি সে আমার হীরে

জহরৎগুলো ফিরিয়ে দেয়, আমিও আর তাকে চাইব না, শুধু তাই নয়, তাকে অবৈধভাবে কামনা করেছি বলে অনুতপ্ত হব; কিন্তু যদি না দেয়, জেনে রেখো, তোমার কাছ থেকে সব আদায় করব।

ইয়াগো। হয়েছে তোমার কথা ?

রোডারিগো। হ্যাঁ, হয়েছে, জেনে রেখো, এমন একটা কথাও বলিনি যা কাজে ফলাব না।

ইয়াগো। বাঃ, বাঃ, এ্যাদ্দিনে তোমার ভেতর হিম্মৎ দেখতে পাচ্ছি। রোডারিগো, হাতে হাত দাও; এতদিন তোমার সম্পর্কে যা ভেবে এসেছি, এখন থেকে তা পালটে গেল; বুঝতে পারছি, তুমি যে-সে লোক নও। তুমি আমার ব্যবহারে অন্যায় দেখেছ, ঠিক করেছ, তবু কিন্তু ভাই, সাচ্চা বলছি, তোমার ব্যাপার নিয়ে কোন রকম কারচুবি করিনি।

রোডারিগো। তা তো মনে হয় না।

ইয়াগো। মানছি। বাস্তবিক মনে হয় না, আর তোমার এই সন্দেহের পেছনেও যথেষ্ট বিচার বিবেচনা আছে। কিন্তু, রোডারিগো, যদি তোমার ভেতরে সেই পদার্থ থাকে, যা আগে থেকে এখন অনেক বেশী আছে বলে আমার বিশ্বাস, অর্থাৎ সাহস, শক্তি, মনোবল, তাহলে আজ রাতে তার প্রমাণ দাও। কাল রাতে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে' না পাও, তাহলে ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে পার, দুনিয়া থেকে আমার জানটাকে লোপাট করে দিও।

রোডারিগো। কি কাজ ? আমার সাধ্যের মধ্যে ? অন্যায় নয়ত ?

ইয়াগো। শোন, ওথেলোর জায়গায় কেসিওকে বসানোর জন্যে ভেনিস থেকে জরুরী হুকুম এসেছে।

রোডারিগো। সত্যি ? তা হলে তো ওথেলো ডেসডিমোনা আবার ভেনিসে ফিরে চলল।

ইয়াগো। না, না, সে এখন যাবে মরিটানিয়ায়, সুন্দরী ডেস-ডিমোনাকেও স্বভাবত সঙ্গে নিয়ে যাবে, অবশ্য যদি না কোন অঘটনের ফলে তাদের এখানে থেকে যেতে হয়। তাকে ধরে রাখার নিশ্চিত উপায়, কেসিওকে সরিয়ে দেওয়া।

রোডারিগো। তাকে সরিয়ে দেওয়া, মানে?

ইয়াগো। মানে বুঝছ না, ওথেলোর জায়গা দখল তার সাধ্যাতীত করে দেওয়া, মানে একেবারে ঘিলু উড়িয়ে দেওয়া।

রোডারিগো। আর এ কাজটা তুমি আমাকে দিয়ে করাতে চাও, কেমন!

ইয়াগো। ঠিক ধরেছ, যদি সাহসে ভর করে তোমার পাওনা গণ্ডা লাভ করতে চাও। আজ রাতে সে একটা বেশ্যার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করছে, আমি সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব;···এখনো সে তার সৌভাগ্যের কথা জানে না। তার বেড়িয়ে আসার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি তুমি ওত পেতে থাকো—আমি ব্যবস্থা করব যাতে সে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে বেরোয়,—তুমি তাহলে ইচ্ছামত তাকে ঘায়েল করতে পারবে। তোমাকে সাহায্য করতে আমি কাছাকাছি থাকব, আমাদের দুজনের হাত থেকে তাকে পার পেতে হবে না। চলে এসো, অমন করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না; আমার সঙ্গে এসো, ওকে খতম করা যে কতখানি দরকার তোমাকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে তোমার নিজেরই মনে হবে ওকে শেষ করা তোমার একান্ত কর্তব্য। খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, রাতও অনেক হয়েছে; এখন কেটে পড়।

রোডারিগো। এ সম্পর্কে আমার আরও বোঝা দরকার।

ইয়াগো। আলবৎ, তোমার মনে কোন সন্দেহ রাখব না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদের অপর কক্ষ।

[ওথেলো, লোডোভিকো, ডেসডিমোনা, এমিলিয়া, ও অনুচরগণের প্রবেশ]

লোডোভিকো। থাক, থাক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ওথেলো। তাতে কি হয়েছে, বেড়ানো আমার পক্ষে ভালো।

লোডোভিকো। ভদ্রে, আমি চলি। অধীনের ধন্যবাদ।
ডেসডিমোনা। ভদ্রবর, সুস্বাগত।
ওথেলো। একটু কি বেড়াবেন ?···
ও, ডেসডিমোনা,—
ডেসডিমোনা। কি বল ?
ওথেলো। তুমি শুতে যাও, আমি এখুনি ফিরে আসছি, তোমার পরিচারিকাকে ছুটি দিয়ে দিও।···যাও, যা বললাম, খেয়াল রেখো।
ডেসডিমোনা। তাই হবে।

[ওথেলো, লোডোভিকো, পরিচারকগণের প্রস্থান]

এমিলিয়া। কি খবর ? এখন ওঁকে ত দেখছি শান্ত অনেক।
ডেসডিমোনা। আমাকে গেলেন বলে ফিরবেন একটু পরেই,
আমি যেন শুতে যাই, সেই সঙ্গে তোমাকেও
ছুটি দিয়ে দিই।
এমিলিয়া। ছুটি, আমাকে দেবেন ?
ডেসডিমোনা। এ তাঁর আদেশ, তাই, শোন এমিলিয়া,
শোবার পোশাক দিয়ে তুমি চলে যাও ;
এখন কিছুতে তাঁকে অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়।
এমিলিয়া। তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা না হলেই হত ভাল।
ডেসডিমোনা। আমি তা মানি না, তাঁর মধ্যে এমনি হারিয়ে গেছি
যে তাঁর শাসন, জিদ, ভ্রূকুটি, সবেতে,—
চুলটা দাও না খুলে,—পাই আমি তাঁরই সোহাগ।
এমিলিয়া। আপনি যে চাদর পাততে বলেছেন, দিয়েছি তা পেতে।
ডেসডিমোনা। আসলে সবই এক। কি নির্বোধ আমাদের মন!
মরি যদি তোমার আগে, তোমাকে রাখছি বলে, ওই
চাদরে আমাকে ঢেকে দিও।
এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলে না।
ডেসডিমোনা। আমার মায়ের এক দাসী ছিল, নাম বারবারি,
ভালোবেসেছিল যাকে সে পাগল হয়ে গিয়ে
তাকে ছেড়ে চলে যায় ; তার প্রিয় গান ছিল এক,
গানটি পুরন, যেন কান্নাভরা তারই কাহিনী,
এই গান গেয়েই সে মরে ; আজ রাতে সেই গান

কিছুতে পারছি না ভুলতে।···কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে
ঘরে গিয়ে একপাশে মাথাটা হেলিয়ে গান গাই
দুখিনী বারবারির মত। তাড়াতাড়ি সেরে নাও।

এমিলিয়া। আনব কি শোবার পোশাক?

ডেসডিমোনা। না, এইটে খুলে নাও।
এই লোডোভিকো সুপুরুষ!

এমিলিয়া। খুবই সুন্দর দেখতে।

ডেসডিমোনা। আলাপেও বড় ভাল।

এমিলিয়া। আমি ভেনিসের একটি মেয়েকে জানি যে ওর একটু অধর
সুধা পাবার লোভে পেলেষ্টাইন পর্যন্ত যেতে রাজী।

ডেসডিমোনা। [গান] "হায় অভাগীর দীর্ঘশ্বাসে বকুলপাতা ঝরে,
গায় সে বসে কান্নাভরা গান।
কোলের উপর মাথাটি তার, হাতটি বুকের পরে,
গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।
নদীর ধারায় হায় দুখিনীর কান্না মুরছায়,
গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।
তার দুচোখের অঝোর ধারায় পাষাণ গলে যায়;"—

এগুলো সরিয়ে রাখো :—

"গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।"

আর দেরি ক'রো না, এখনই আসবেন তিনি :—

"গায় সে, আমার কাঁটার মালা, তাই তো মণিহার।
কেউ দুষো না তারে আমায় যে পরাল মালা"

না, না, এটা তো না। কে ও? দোরে কে ঘা দিচ্ছে?

এমিলিয়া। কেউ না, বাতাস।

ডেসডিমোনা। [গান] "তাকে আমি কপট বলি; সে তাই শুনে বলে,
হায় রে কান্না, কান্নাভরা গান :
আমি যদি আনবাড়ি যাই, তুমিও যেও ছলে।"

রাত হল, এবারে এসো; চোখ দুটো করকর করছে,
এর ফলে কাঁদতে হবে কি?

এমিলিয়া। না, না, ওসব কিছু না।

ডেসডিমোনা। তাই হয় শুনি। ছিঃ, এই পুরুষজাত, ছিঃ ছিঃ!
এমিলিয়া, তুমি বল, কখনো কি ভাবা যায়
এমন নারীর কথা, যে স্বামীকে প্রতারণা করে
এরকম বিশ্রীভাবে?

এমিলিয়া। কিছু কিছু আছে বৈকি।

ডেসডিমোনা। তুমি তা করতে পার, সারা দুনিয়া পেলেও?

এমিলিয়া। পারেন না আপনি কি?

ডেসডিমোনা। না, স্বর্গের আলোক সাক্ষী!

এমিলিয়া। আমিও পারি না কিন্তু এই মুক্ত স্বর্গের আলোয়,
তবে বেশ পারি আমি আঁধারে আড়ালে।

ডেসডিমোনা। পৃথিবীর বিনিময়ে এ কাজ করতে পার তবে?

এমিলিয়া। পৃথিবীটা বড্ড বড়, এইটুকু সামান্য পাপের
বড় বেশি দাম।

ডেসডিমোনা। যাই বল, পারবে না কখনও।

এমিলিয়া। বাস্তবিক বলছি, আমার মতে, আমার পারা উচিত এবং পারার পরে অস্বীকার করাও উচিত; তবে হ্যাঁ, একটা খেলো আঙটি বা কয়েকহাত কাপড়ের ছিট, বা একটা ঘাগরা, বা ওড়না বা একটু মাথার ফিতে বা এই ধরনের ছোটোখাটো জিনিসের জন্যে তা করতে যাব না; কিন্তু সারা দুনিয়াটা পেলে? আচ্ছা, কে এমন বোকা আছে যে নিজে একটু অসতী হয়ে তার স্বামীকে রাজাধিরাজ করবে না? এর জন্যে আমি নরকে যেতেও রাজী।

ডেসডিমোনা। দুনিয়ার বদলেও আমি যদি এ অন্যায় করি,
আমাকে শাপান্ত ক'রো।

এমিলিয়া। কি মুশকিল, অন্যায় যা, তা তো এই দুনিয়ার চোখেই অন্যায়; আর, আপনার ওই কষ্টের বিনিময়ে দুনিয়াটা আপনার দখলে এলে, অন্যায়টা আপনার নিজস্ব দুনিয়াতেই হবে। তখন তো নিমেষের মধ্যে আপনি অন্যায়কে ন্যায় করে নিতে পারবেন।

ডেসডিমোনা। এরকম মেয়ে আছে ভাবতেই পারি না আমি।

এমিলিয়া। কত নেবেন? এত আছে যে দেহের বদলে দুনিয়াটা নিয়ে

তাদের দলবল দিয়ে তারা তা ভরিয়ে তুলতে পারে।
কিন্তু আমি মনে করি স্বামীদের ত্রুটির জন্যেই
স্ত্রীদের পতন ঘটে; হয় তারা কর্তব্যে শিথিল,
আমাদের পাওনা গণ্ডা অপরের কোলে ঢেলে আসে,
নয়ত বা অকারণ সন্দেহ জ্বালায় জ্বলে জ্বলে
আমাদের পায়ে বেড়ি বাঁধে; কিংবা তারা মারে ধরে,
অথবা রাগের চোটে খরচাপাতি বন্ধ করে দেয়।
আমাদেরও রাগ আছে; নারীমন গলেও যেমন
জ্বলতেও পারে কিন্তু। স্বামীরা খেয়াল রাখে যেন
স্ত্রীরা তাদেরই মত; চোখ নাক তাদেরও আছে;
স্বামীদের মত তারা তাদের জিভেও পায় স্বাদ—
কিসে ঝাল, কিসে মিষ্টি। কেন তারা আমাদের ছেড়ে
অপরকে নিয়ে মজে থাকে? একি ছিনিমিনি খেলা?
মনে হয় তাই; মতিচ্ছন্ন এর কি কারণ?
বোধহয় তাই; একি মতিভ্রম দুর্বল মনের?
সম্ভবত তাও। তবে কি খেলার সাধ, মতিচ্ছন্ন,
দুর্বলতা, পুরুষের একচেটে, আমাদেরও নেই?
আমাদের যত্নে রাখে যেন; নইলে জানবে তারা
আমরা যে পাপ করি, তা তাদের শেখানোর ধারা।

ডেসডিমোনা। রাত হল, যাও তুমি। বিধাতা আমাকে মতি দিন,
মন্দের মন্দ না দেখি, জানি মন্দ আনবে সুদিন।

[প্রস্থান]

[যবনিকা]

প্রথম দৃশ্য—রাজপথ।

[রোডারিগো ও ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। এই আড়ালের পাশে থাকো, এখনি সে এল বলে;
তলোয়ার খুলে রাখো, মোক্ষম চালিয়ে দেবে বুকে;
ঝটপট, কোন ভয় নেই; আমি পাশে আছি।
জেনে রেখো আমাদের এতে মরাবাঁচা,
মন স্থির করে থেকো, কিছুতে টলবে না।

রোডারিগো। কাছে কাছে থাকো, যদি হাত ফসকে যায়।

ইয়াগো। এই তো কাছেই আছি, বুক বাঁধো, ঠিকসে দাঁড়াও।

[আড়ালে অবস্থান]

রোডারিগো। এ কাজে আমার মন খুব একটা সায় দিচ্ছে না;
অথচ তার যা যুক্তি তাতে কোন ত্রুটি নেই, যাক,
একটা মানুষ বৈত; তলোয়ার, খতম কর!

ইয়াগো। আমি এই ছোকরাটাকে ঘষে ঘষে তুলেছি তাতিয়ে,
এখন উঠেছে রেগে। কেসিও তাকেই যদি মারে
অথবা সে কেসিওকে, কিংবা দুজনেই দুজনকে,
উভয়ত আমারই জিত। রোডারিগো যদি বাঁচে,
সে ঠিক করবে দাবি কড়ায় গণ্ডায়
যতকিছু সোনাদানা হাতিয়েছি তার ঘাড় ভেঙ্গে
ডেসডিমোনার নাম করে।
না, তা হতেই পারে না। কেসিওটা যদি টেকে,
নিয়ত সুন্দর তার জীবনের সব কিছু যেন
আমার কুশ্রীতা তুলে ধরে। মুরও আমার কথা
তাকে বলে দিতে পারে; তাহলে বিপদ;
নাঃ, ওকে মরতেই হবে; তাই হোক; ওই সে আসছে।

[কেসিও'র প্রবেশ]

রোডারিগো। চিনি ওর পায়ের শব্দ, সেই. মর নরাধম।

[কেসিওকে লক্ষ্য করে তরবারি চালনা]

কেসিও। এ আঘাত বাস্তবিক আমার শমন হত,
কিন্তু আমার বর্ম যা ভেবেছিস তার চেয়ে ভালো ;
এবারে যাচাই করি তোরটা কেমন।
[তরবারি চালনা, রোডারিগোকে আঘাত]

রোডারিগো। উঃ মলাম!

[ইয়াগো পিছন থেকে কেসিওর পায়ে আঘাত করে প্রস্থান]

কেসিও। পা গেল জন্মের মত, আলো, আলো, খুন, খুন।
[পতন]

[ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো। কেসিওর কণ্ঠস্বর, ইয়াগো রেখেছে তার কথা।

রোডারিগো। কী মহাপাতক আমি!

ওথেলো। ওই, ওই, যা ভেবেছি তাই।

কেসিও। কে আছ কোথায়! আলো! বাঁচাও, বাঁচাও, ওঃ!

ওথেলো। সেই, সেই, সাবাস ইয়াগো, যেই কথা সেই কাজ,
বন্ধুর অনিষ্টবোধে কী মহত্ব দেখালে তুমি যে!
আমাকে শেখালে তুমি!···বেশ্যা, তোর নাগর মরেছে,
নিয়তি তোকেও ডাকছে; কুলটা, আসছি আমি!
ওই মায়া, ওই চোখ মুছে যাক এ হৃদয় হতে
রাঙুক কলংকশয্যা কলঙ্কিত রক্তের স্রোতে। [প্রস্থান]

[লোডোভিকো ও গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ]

কেসিও। একি, না পাহারা, না লোকজন? খুন, খুন!

গ্রাশিয়ানো। বিপদ ঘটেছে কোথা, কি করুণ আর্তনাদ!

কেসিও। কে আছ, বাঁচাও!

লোডোভিকো। শুনছেন!

রোডারিগো। ওঃ পাষণ্ড নরাধম!

লোডোভিকো। দুতিনজনের আর্তরব: রাত মেঘে ঢাকা,
এ সব ছলনা হতে পারে; আরো লোকজন বিনা
চিৎকারের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়।

রোডারিগো। কেউ নেই; তবে কি রক্তপাতেই মৃত্যু?

[আলো হাতে ইয়াগোর প্রবেশ]

লোডোভিকো। কে ও!

গ্রাশিয়ানো। আলো আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শোবার পোশাকেই কে যেন আসছে।

ইয়াগো। কে ওখানে? কিসের গোলমাল, খুন, খুন, বলে কে চেঁচাচ্ছে?

লোডোভিকো। বলতে পারি না।

ইয়াগো। চিৎকার শোনেন নি?

কেসিও। এদিকে, এদিকে, দোহাই, বাঁচাও।

ইয়াগো। কি ব্যাপার?

গ্রাশিয়ানো। ওথেলোর পতাকী না?—তাই যেন মনে হচ্ছে।

লোডোভিকো। সেই বটে, লোকটা সাহসী খুব।

ইয়াগো। কে এখানে, আর্তনাদ করছ এমন?

কেসিও। ইয়াগো! ওঃ আমি গেছি, গুণ্ডারা খতম করেছে।
আমাকে বাঁচান।

ইয়াগো। এ যে ফৌজদার! কোন পাষণ্ডের এই কাজ?

কেসিও। মনে হয় তাদের একটা রয়েছে কাছেই,
পালাতে পারেনি।

ইয়াগো। কী পাষণ্ড, বেইমান!
তোমরা ওখানে কারা? চলে এসো, হাত লাগাও।
[লোডোভিকো ও গ্রাশিয়ানোকে]

রোডারিগো। ওঃ, মলাম, বাঁচাও।

কেসিও। সে-দলের একটা ওই।

ইয়াগো। বদমাস, বেইমান, খুনী!
[রোডারিগোকে ছুরিকাঘাত]

রোডারিগো। পাষণ্ড ইয়াগো, উঃ উঃ কুত্তার অধম···ওঃ ওঃ ওঃ!

ইয়াগো। অন্ধকারে গুম খুন? কোথা সেই বজ্জাৎ গুণ্ডারা?
শহরটা কি নিঝুম! কে কোথায়—খুন, খুন!
কে তোমরা? মতলব—ভালো না খারাপ?

লোডোভিকো। কাজেই দেখতে পাবে মতলব ভালোই।

ইয়াগো। সিনিয়র লোডোভিকো?

লোডোভিকো। হ্যাঁ, সেই।

ইয়াগো। মাপ করবেন। কেসিও গুণ্ডার হাতে জখম হয়েছে।

গ্রাশিয়ানো। কেসিও!

ইয়াগো। কোথায় লেগেছে ভাই?
কেসিও। পাটা দুখানা করেছে।
ইয়াগো। সর্বনাশ! সে কি!
ও মশাই আলোটা ধরুন; জামাটা দিয়েই বাঁধি।

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

বিয়াঙ্কা। কী হয়েছে বল না? কে চিৎকার করছিল?
ইয়াগো। কে চিৎকার করছিল?
বিয়াঙ্কা। ও আমার কেসিও গো! আমার প্রাণের কেসিও!
কেসিও, কেসিও!
ইয়াগো। ডাকসাইটে বেশ্যাটা! কেসিও, আপনাকে এভাবে কারা জখম করেছে বলে মনে হয় আপনার?
কেসিও। জানি না।
গ্রাশিয়ানো। দুঃখিত এভাবে দেখে, আপনাকেই খুঁজছিলাম।
ইয়াগো। বাঁধবার একটা কিছু। হয়েছে—একটা চেয়ার,
ওঁকে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে!
বিয়াঙ্কা। আহা! আহা! মূর্ছা গেছে! কেসিও! কেসিও গো!
ইয়াগো। মশাইরা, আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই কসবীটার
হাত আছে এ ব্যাপারে; কেসিও, একটু ধৈর্য;
আলো, একটু আলো দেখি; এ মুখ কি চিনি, না, চিনি না?
আরে, আমারই বন্ধু যে, আমার দেশের লোক:
রোডারিগো? না, না—হ্যাঁ, সেই তো। হা কপাল,
রোডারিগো।
গ্রাশিয়ানো। সে কি, ভেনিসের?
ইয়াগো। আজ্ঞে সেই; চিনতেন নাকি?
গ্রাশিয়ানো। চিনতাম? চিনতাম বৈকি!
ইয়াগো। সিনিয়র গ্রাশিয়ানো, অপরাধ নেবেন না। আমি
আপনাকে লক্ষ্য করিনি, আমার গোস্তাকির হেতু
এ খুন খারাবি।
গ্রাশিয়ানো। তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে খুশি আমি।
ইয়াগো। কেসিও, কেমন বুঝছেন? চেয়ার, চেয়ার কই?
গ্রাশিয়ানো। রোডারিগো!

ইয়াগো। আজ্ঞে সেই।

[একটা চেয়ার আনা হল]

বেশ, বেশ, চেয়ারটা এইদিকে আনো।
জনাকয় সাবধানে বয়ে নিয়ে যাও ওঁকে,
সেনানীর হকীমকে ডেকে আনি: [বিয়াঙ্কাকে] তুমি ঠাকরুন
অনেক করেছ, থামো;—কেসিও, যে লোকটা মারা গেছে
আমার বিশেষ বন্ধু, আপনাদের ছিল কি শত্রুতা?

কেসিও। কস্মিন কালেও না, আমি চিনি-ই না ওকে।

ইয়াগো। [বিয়াঙ্কাকে] কি, সাদা মেরে গেলে? ওকে নিয়ে যাও খোলা হাওয়া থেকে।

[কেসিও ও রোডারিগোকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হল]

ভদ্রে, তুমি থাকো। ঠাকরুন, সাদা মেরে গেলে?
আপনারা দেখছেন ওর চোখের ভাবটা?
উঁহু, উঁহু, নড়েছ কি,—শিগ্গিরই আরো জানা যাবে।
নজর করুন ওকে, ভালো করে লক্ষ্য রেখে যান,
আপনারা দেখছেন তো? যাই বল, অপরাধ
কথা কয়, যদিও লাগাম থাকে জিভে।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া। হ্যাঁগো, কি ব্যাপার, কী হয়েছে? কি হয়েছে বল না?

ইয়াগো। অন্ধকারে কেসিওকে চড়াও করেছে রোডারিগো
আর তার সাকরেদরা, তারা সব ভেগে গেছে,
কেসিও আধমরা, রোডারিগো হয়েছে খতম।

এমিলিয়া। আহা, কেসিও কী ভদ্রলোক! বড় ভালো লোক!

ইয়াগো। বেশ্যাসক্ত হওয়ার এ ফল; এমিলিয়া, কেসিওর
কাছে গিয়ে জেনে এস, আজ রাতে কোথায় খেয়েছে।
একি, এই শুনে কাঁপছ যে তুমি?

বিয়াঙ্কা। খেয়েছে সে আমারই বাড়িতে, সে জন্যে কাঁপিনি আমি।

ইয়াগো। এ্যাঁ,—খেয়েছে? চল তবে আমার সঙ্গে।

এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ, ধিক্, বেশ্যা কোথাকার!

বিয়াঙ্কা। আমি বেশ্যা নই; যিনি গাল দিচ্ছেন আমাকে

আমি তাঁরই মত সতী।

এমিলিয়া। মরণ! আমার মত!

ইয়াগো। চলুন, কি হল দেখি কেসিওর ক্ষত চিকিৎসার;
এস সখী, এবারে শোনাতে হবে আরেক কাহিনী।
এমিলিয়া, দুর্গে ছুটে যাও,
বল গিয়ে যা ঘটেছে প্রভুকে কর্ত্রীকে।
আপনারা তাহলে চলুন। [জনান্তিকে] এসেছে সে রাত
যে রাতে আমার ভাগ্যে আছে জয় কিংবা অপঘাত।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাসাদ অভ্যন্তরে শয়নকক্ষ।

[ডেসডিমোনা শয্যায় নিদ্রিত। দীপ হাতে ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো। তুমি জানো অন্তর্যামী, এই সে-কারণ, এই,
পুণ্যজ্যোতি তারকারা, তোমাদের যায় না তা বলা,
এই সে কারণ; তবু তার রক্তপাত করব না,
রাখব না ক্ষতরেখা তুষারের চেয়ে শুভ্র
মর্মরের মত ওই চিকন কান্তিতে;
তবু তাকে মরতে হবে, নইলে সে অনেককে মজাবে।
এ দীপ নেভাই, পরে ও দীপ নেভাব।
যদি তোকে নিভিয়ে দি, ওরে দীপ্তশিখা,
আগের আলোক তোকে ফিরে দিতে পারি,
যদি মন চায়; কিন্তু যদি একবার নিভে যাস
তুই, ওরে অনুপম মায়ার প্রতিমা,
জানি না কোথায় আছে সেই দিব্য বিভা
জ্বালাবে যা তোর আলো। গোলাপকে বৃন্তচ্যুত করে
দিতে পারি না তো আর প্রাণসুধা সঞ্জীবনী,

অনিবার্য শুকাবেই; গন্ধ তার গাছ থেকে নিই; [চুম্বন]
নিশ্বাস সুরভি, আহা, এ বুঝি বা বিচারশক্তিকে
মুগ্ধ ক'রে ন্যায়দণ্ড ভেঙে ফেলে; আর একবার; [চুম্বন]
এমনি থেকো মরণের পরে, আগে বধ করে পরে
ভালোবাসব তোমাকে। আর একবার, এই শেষ; [চুম্বন]
এমন মধুর কভু হয়নি করাল এত। চোখে
জল ভরে আসে, এ অশ্রু নির্মম; এ শোক স্বগীয়,
ভালোবাসে যখন আঘাত হানে। জাগছে এবারে।

ডেসডিমোনা। কে, কে ওখানে? ওথেলো?

ওথেলো। হ্যাঁ, আমি, ডেসডিমোনা।

ডেসডিমোনা। তুমি শুতে আসবে না?

ওথেলো। ডেসডিমোনা, আজ রাতে ঈশ্বরকে ডেকেছ?

ডেসডিমোনা। ডেকেছি তো।

ওথেলো। যদি কোন অন্যায় মনে পড়ে, যার জন্যে
ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা এখনো চাওনি
এখনি তা চেয়ে নাও।

ডেসডিমোনা। কেন স্বামী, কি ভেবে এ কথা বলছ?

ওথেলো। যা বলছি শীঘ্র সারো; আমি এখানেই আছি;
হানব না অনুপদিষ্ট তোমার আত্মাকে,
না, না, ভগবান, তোমার আত্মাকে হত্যা—না, না।

ডেসডিমোনা। কি বলছ, হত্যা?

ওথেলো। তাই বলছি।

ডেসডিমোনা। তবে ভগবান
কৃপা করুন আমায়।

ওথেলো। করুন তা, আমারও প্রার্থনা।

ডেসডিমোনা। তাই যদি, তাহলে আমাকে তুমি হত্যা করবে না?

ওথেলো। হুঁ।

ডেসডিমোনা। তবু ভয় হচ্ছে; তুমি সাংঘাতিক, যখন তোমার
চোখদুটো ওভাবে ঘোরে; জানি না কিসের ভয়,
জানি না তো কোন অপরাধ; তবু মনে ভয় হচ্ছে।

ওথেলো। কী পাপ করেছ, ভাবো।

ডেসডিমোনা। শুধু তোমাকে বেসেছি ভালো।

ওথেলো। সেইজন্যে মরতে হবে।

ডেসডিমোনা। প্রেম অপরাধে মৃত্যু, এ মৃত্যু স্বভাব ছাড়া;
ওকি, ওভাবে কেন থেকে থেকে চাপছ অধর?
কি নৃশংস তাড়নায় সারা দেহ কাঁপছে তোমার;
এরা সব অশুভ লক্ষণ; তবু, তবু আশা করি
আমি নই লক্ষ্য এদের।

ওথেলো। থামো, স্থির হও!

ডেসডিমোনা। স্থির হচ্ছি। কিন্তু কেন, কি হয়েছে?

ওথেলো। আমার সে-সখের রুমাল তোমাকে দিয়েছিলাম,
দিয়েছ তা কেসিওকে তুমি।

ডেসডিমোনা। কখনো না, কিছুতে না।
ডাকো তাকে, তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

ওথেলো। রে মোহিনী, সাবধান, সাবধান মিথ্যাবাদ, জেনো
এ তোমার মৃত্যুশয্যা।

ডেসডিমোনা। তবু, তবু, এখনি মরছি না।

ওথেলো। হ্যাঁ, এখনি।
অতএব খুলে বল যা পাপ করেছ, কারণ
শপথ নিয়েও যদি প্রতি কথা কর অস্বীকার,
যে দৃঢ় প্রত্যয়-দাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি আমি
তা যাবে না, ঘুচবে না। তোমাকে মরতেই হবে।

ডেসডিমোনা। তবে বিধাতার দয়া যেন পাই।

ওথেলো। তাই পাও।

ডেসডিমোনা। তুমিও করুণা কোরো; এ জীবনে কোনদিন
তোমাকে দিইনি দুঃখ।...কেসিওকে যদি ভালোবাসি
সবারে যে ভালোবাসি বিধাতার বিধানে সঙ্গত
এ শুধুই তাই; তাকে উপহার দিইনি কখনো।

ওথেলো। স্বচক্ষে দেখেছি আমি তার হাতে আমার রুমাল।
মিথ্যাবাদী নারী, হৃদয় কি পাথর হয়ে গেছে;
আত্মদান হবে বলে যা করতে চেয়েছি, তাকে
হত্যা নাম দিতে বাধ্য করছিস আমাকে;
আমি নিজে দেখেছি রুমাল।

ডেসডিমোনা। সে তবে পেয়েছে কোথা।

তাকে আমি কখনো দিইনি, তাকে এখানে আনাও,
যা সত্যি বলুক এসে।

ওথেলো। বলেছে সে।

ডেসডিমোনা। কী বলেছে?

ওথেলো। তোকে সে···করেছে ভোগ।

ডেসডিমোনা। সে কি? অবৈধভাবে?

ওথেলো। হ্যাঁ।

ডেসডিমোনা। কখনো তা বলবে না।

ওথেলো। না, মুখ তার বন্ধ হয়ে গেছে;
বিশ্বাসী ইয়াগো তার বিহিত করেছে।

ডেসডিমোনা। যা ভয় করেছি তবে তাই,···
সে কি নেই?

ওথেলো। যত কেশ তত তার জীবন হলেও
আমার এ প্রতিহিংসা নিমেষে তা গ্রাস করে নিত।

ডেসডিমোনা। প্রতারিত হয়েছে সে, হায়, আমার কি হবে!

ওথেলো। বেশ্যা নারী···তার জন্যে কাঁদছিস আমারই সম্মুখে?

ডেসডিমোনা। ওগো, প্রাণে মেরো না আমাকে, দাও দূর করে।

ওথেলো। মর, বেশ্যা!

ডেসডিমোনা। কাল মেরো, আজকের রাতটুকু বাঁচতে দাও।

ওথেলো। না, না, যদি বাধা দিস,—

ডেসডিমোনা। আধঘণ্টা, ঈশ্বরকে ডাকি একবার।

ওথেলো। হয়েছে অনেক দেরি।

[ডেসডিমোনার কণ্ঠরোধ করল]

ডেসডিমোনা। ভগবান! দয়াময়! প্রভু!

এমিলিয়া। [নেপথ্যে] প্রভু, প্রভু! শুনছেন, প্রভু, প্রভু!

ওথেলো। কার কণ্ঠস্বর? বেঁচে আছে? এখনো মরেনি?
নির্মম কঠিন আমি, তবু প্রাণে মায়া,—
এ যন্ত্রণা তোকে আর সইতে হবে না···
যাঃ, যাঃ।

এমিলিয়া। [নেপথ্যে] প্রভু, প্রভু!

ওথেলো। কে, কে, কে ও?

এমিলিয়া। [নেপথ্যে] দোহাই শুনুন প্রভু, একটা কথা বলতে চাই!

ওথেলো। কে, ও, এমিলিয়া! এই আসছি। আর বেঁচে নেই।
হয়ত ও নিয়ে আসছে কেসিওর মৃত্যু খবর;
গোলমাল কানে এল। নাঃ, আর নড়ছে না,
কবরের মত স্থির। আসবে ও? তা কি ভালো হবে?
মনে হল নড়ছে আবার। না, না, কি করা উচিত?
যদি ও ভেতরে আসে, স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইবেই।
স্ত্রী আমার, স্ত্রী, আমার স্ত্রী, নেই, নেই।
উঃ উঃ অসহ্য! কী দারুণ দুঃসময়!
মনে হয় চন্দ্রসূর্য রাহুর বিপুল গ্রাসে
এই বুঝি লুপ্ত হবে, আর সেই কালান্তরে
ভয়ার্ত ধরণী এই দীর্ণ হয়ে যাবে।

এমিলিয়া। [নেপথ্যে] আপনাকে মিনতি প্রভু, একটা কথা শুধু
বলতে দিন।

ওথেলো। ও, তোমাকে খেয়াল ছিল না; ও হ্যাঁ, এমিলিয়া, এসো।
রোসো, একটু দাঁড়াও; পর্দাটা টেনে দিই।
কই তুমি? [দ্বার উদ্ঘাটন]

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

এ সময়ে কি খবর?

এমিলিয়া। প্রভু, এই সামনেই সাংঘাতিক খুন হয়ে গেছে।

ওথেলো। সেকি? এখন?

এমিলিয়া। এইত, এইমাত্র প্রভু।

ওথেলো। চাঁদ আজ দিকভ্রান্ত—তার এই ফল।
রাশিচক্র ছেড়ে চাঁদ পৃথিবীর বেশী কাছে এলে
মানুষকে করে তা পাগল।

এমিলিয়া। মারা গেছে কেসিওর হাতে ভেনিসের এক যুবা,
নাম রোডারিগো।

ওথেলো। রোডারিগো মারা গেছে,
কেসিও মরেনি?

এমিলিয়া। না, না, কেসিও মরেনি।

ওথেলো। কেসিও মরেনি? হত্যা তবে সুরে বাঁধা নেই,
সুমধুর প্রতিহিংসা শোনাচ্ছে কর্কশ।

ডেসডিমোনা। ওঃ, অকারণে মরলাম।
এমিলিয়া। কিসের ও আর্ত্তনাদ, প্রভু?
ওথেলো। কই? কই?
এমিলিয়া। হায়, হায়, সর্বনাশ! এ যে দেবীর গলার স্বর;
রক্ষা কর, কে কোথায় আছ! ওগো, ওগো, কথা কও,
দেবী, দেবী, ডেসডিমোনা, কথা কও, কথা কও।
ডেসডিমোনা। বিনা দোষে এ মৃত্যু আমার।
এমিলিয়া। হায়, হায়, কে করলে এ সর্বনাশ?
ডেসডিমোনা। কেউ না, আমিই। চললাম :
আমার স্বামীকে ব'লো অভাগীর কথা; ওঃ, বিদায়!
[মৃত্যু]
ওথেলো। সেকি, কি করে ও খুন হল?
এমিলিয়া। হায়, কে জানে, কে জানে?
ওথেলো। ও বললে শুনলে তো, আমি না, ও নিজেই দায়ী।
এমিলিয়া। বলেছেন তাই, যা সত্যি তা বলতেই হবে।
ওথেলো। মিথ্যাচারীর মত গতি তার জ্বলন্ত নরকে;
আমি ওকে হত্যা করেছি।
এমিলিয়া। ওঃ, পুণ্যবতী তিনি আরো,
আর তুমি আরো কালো শয়তান!
ওথেলো। বিপথে সে চলেছিল, ছিল সে কুলটা।
এমিলিয়া। মিথ্যে এই অপবাদ, তুমি নিজে শয়তান।
ওথেলো। সে খল জলের রেখা।
এমিলিয়া। হঠতায় তুমিও আগুন,
তাই তাঁকে দিচ্ছ অপবাদ; আহা, তিনি সতীসাধ্বী!
ওথেলো। কেসিও করেছে ওকে ভোগ; তোমার স্বামী তা জানে;
ওঃ, আমার রৌরব নরকে হত স্থান, তবে
সঙ্গত প্রমাণে আমি এ চরম দণ্ড দিতে
প্রবৃত্ত হয়েছি; তোমার স্বামীর সবই জানা।
এমিলিয়া। আমার স্বামী?
ওথেলো। হ্যাঁ, তোমার স্বামী।
এমিলিয়া। জানে—উনি ছিলেন অসতী?
ওথেলো। হ্যাঁ, কেসিওর সঙ্গে। নয়ত, সে সতীসাধ্বী হলে,—

বিধাতা আমার জন্যে এরকম আরেক জগৎ
গড়তেন যদি এক অখণ্ড নিখুঁত মরকতে,
তারও বিনিময়ে আমি দিতাম না তাকে।

এমিলিয়া। আমার স্বামী?

ওথেলো। হ্যাঁ, সে-ই প্রথমে আমাকে বলে।
বড় সাধু লোক, মনেপ্রাণে ঘৃণা করে
পাপের নোংরামি।

এমিলিয়া। আমার স্বামী?

ওথেলো। একই কথা কেন বার বার? হ্যাঁ নারী, তোমার স্বামী।

এমিলিয়া। হায় দেবী! শঠতা করেছে খেলা ভালোবাসা নিয়ে!
বলেছে আমার স্বামী যে উনি অসতী?

ওথেলো। হ্যাঁ নারী, সে।
বলেছি, তোমার স্বামী; কথাটা কি মাথায় ঢুকেছে?
আমার যে বন্ধু, যে তোমার স্বামী, সৎ সাধু ইয়াগো।

এমিলিয়া। সে যদি তা বলে থাকে, তবে তার পাপ আত্মা
তিলে তিলে পচে গলে যাবে। এ মিথ্যে সে মর্মে জানে;
ওঁছা এ জঞ্জালটা তাঁর বুকের মাণিক ছিল।

ওথেলো। আঃ!

এমিলিয়া। যা পারিস কর!
তুই তাঁর অযোগ্য যেমন, তেমন অযোগ্য তোর
এই কাজ পুণ্যনামের।

ওথেলো। ভালো চাও, থামো!

এমিলিয়া। আঘাত নেবার শক্তি আমার যা আছে, তার
অর্ধেকও নেই তোর আঘাত করার। বোকা, গাধা,
গাড়ল, কাদার ঢেলা; কী এ কাণ্ড করেছিস তুই···
তোর অস্ত্রের করি না ভয়, যদি মরি বিশবার
তবু তোর কুকীর্তি জানাব। রক্ষা কর, রক্ষা কর,
খুন, খুন, মুর খুন করেছে দেবীকে।

[মণ্টানো, গ্রাশিয়ানো, ইয়াগো, আরও অনেকের প্রবেশ]

মণ্টানো। কি ব্যাপার? সেনাপতি, কি হয়েছে?

এমিলিয়া। ইয়াগো, এসেছ? করেছ অনেক ভালো,

তাই লোকেরা তোমার কাঁধে চাপায় খুনের দায়।

সকলে। কী হয়েছে?

এমিলিয়া। মনুষ্যত্ব থাকে যদি শয়তানকে খণ্ডন কর;
ও বলছে তুমি ওকে বলেছিলে স্ত্রী ওর অসতী,
আমি জানি বলনি তা, এতটা পাষণ্ড তুমি নও।
বল, বল, আমার এ প্রাণ আর বইতে পারছে না।

ইয়াগো। যা ভেবেছি বলেছি তা, বলিনি এমন কিছু
যা তাঁর নিজের চোখে যথার্থ ও সঙ্গত ঠেকেনি।

এমিলিয়া। কিন্তু তিনি অসতী ছিলেন, এ কথা কি বলেছিলে?

ইয়াগো। হ্যাঁ, বলেছি।

এমিলিয়া। যা বলেছ মিথ্যে কথা, কদর্য জঘন্য মিথ্যে;
ধর্মের নামে বলছি, এ মিথ্যে, কুৎসিত মিথ্যে!
কেসিওর সঙ্গে নষ্টা! বলেছিলে কেসিওর সঙ্গে?

ইয়াগো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেসিওর সঙ্গে; মুখ সামলাও, থামো!

এমিলিয়া। না, আমি থামব না; আমাকে বলতেই হবে!
ওই দেখ দেবী তাঁর শয্যায় নিহত।

সকলে। সর্বনাশ! সে কি!

এমিলিয়া। এবং তোমারই কথা এই হত্যা ঘটিয়েছে।

ওথেলো। আপনারা অবাক হবেন না, সব সত্য।

গ্রাশিয়ানো। এ সত্য বিস্ময়কর।

মন্টানো। উঃ, কী পৈশাচিক!

এমিলিয়া। শয়তানি, শয়তানি, শয়তানি!
মনে পড়ছে সব; এবারে ধরতে পারছি; ওঃ শয়তানি!
তখনই ভেবেছি; আমি এই দুঃখে আত্মবলি দেব।
উঃ কী শয়তানি, শয়তানি!

ইয়াগো। পাগল হয়েছ? যাও, যাও, বাড়ি ফিরে যাও।

এমিলিয়া। সম্মানিত ভদ্রজন, আমাকে বলতে দিন কিছু;
ওকে মানা কর্তব্য, তা জানি, তবে তা এখন নয়;
হয়ত ইয়াগো, আর কখনোই বাড়ি ফিরব না।

ওথেলো। ওঃ ওঃ ওঃ [শয্যায় পতন

এমিলিয়া। মাটিতে লুটিয়ে কাঁদো, কাঁদো ডাক ছেড়ে।
যাকে বধ করেছিস অত মধু-সরলতা নিয়ে

কেউ আগে দুচোখ মেলেনি।

ওথেলো। [উঠে দাঁড়িয়ে] না, সে কলঙ্কিনী।
আপনাকে দেখিনি তাত, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী
রয়েছে ওখানে, সদ্য তার শ্বাসরোধ করেছি এ হাতে;
কাজটা বীভৎস অতি ভয়ংকর মনে হচ্ছে, জানি।

গ্রাশিয়ানো। অভাগী ডেসডিমোনা, আমি সুখী তোর পিতা নেই
তোর এ বিবাহে তিনি মর্মাহত হন, শুধু শোকে
ছিঁড়ে গেল জীবনের ক্ষীণ সূত্র তাঁর; আজ থাকলে,
এই দৃশ্য আত্মঘাতী সর্বনাশে ঠেলে দিত তাঁকে,
বিবেক সুবুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দিয়ে
সাংঘাতিক করতেন কিছু।

ওথেলো। খুবই মর্মান্তিক, তবুও ইয়াগো জানে
যে, ও কেসিওর সঙ্গে ব্যভিচারে নিরত হয়েছে
অনেক অনেক বার; কেসিও তা স্বীকার করেছে;
তাছাড়াও ওই নারী কেসিওর গোপন প্রণয়ে
প্রীত হয়ে প্রতিদানে যা দিয়েছে তাকে
তা আমারই প্রথম দান; কেসিওর হাতে আমি
দেখেছি তা, একটা রুমাল; প্রাচীন স্মারক এক,
আমার পিতার দান আমার মাতাকে।

এমিলিয়া। হায়, হায়, ভগবান!

ইয়াগো। চোপরও, মুখ সামলে।

এমিলিয়া। বলবই, বলবই সব। আর সামলানো নয়,
মন খুলে বলে যাব অবাধ হাওয়ার মত;
স্বর্গ মর্ত রসাতল সবাই, সবাই যদি
আমাকে ধিক্কার দেয়, তবু, তবু আমি বলবই।

ইয়াগো। বাড়ি যাও, অবুঝ হয়ো না।

এমিলিয়া। না, আমি যাবো না।

[ইয়াগো এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হল]

গ্রাশিয়ানো। ধিক্
নারীদেহে অস্ত্রাঘাত?

এমিলিয়া। ওরে মূঢ় মুর, বলছিলে যে রুমালের কথা
আমিই তা কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিই;

কারণ আমাকে খালি বলত সে উৎসুক হয়ে,—
এ তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কেউ যা বলে না—
আমি যেন এটা চুরি করি।

ইয়াগো। শয়তানী বেশ্যা!

এমিলিয়া। কেসিওকে দিয়েছেন তিনি? না, গো, না, আমি তা পেয়ে আমার স্বামীকে দিই।

ইয়াগো। মিথ্যে কথা, ইল্লৎ কাঁহাকা!

এমিলিয়া। মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, ঈশ্বর দোহাই বলছি;
ওরে ও নির্বোধ খুনী! এত ভালো মেয়ের কদর
আহম্মক তুই কি বুঝবি?

ওথেলো। আকাশে অশনি নেই?
বজ্রপাতে নিঃশেষিত সব? শয়তান শিরোমণি!

[ইয়াগোকে আক্রমণ। ইয়াগো পশ্চাদ্দিক থেকে এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত]

গ্রাশিয়ানো। ওযে পড়ে গেল, স্ত্রীকে খুন করে গেল ঠিক।

এমিলিয়া। ওগো, আমাকে শুইয়ে দাও আমার দেবীর পাশে।

[ইয়াগোর পলায়ন]

গ্রাশিয়ানো। লোকটা পালাল, এদিকে নিহত তার স্ত্রী।

মণ্টানো। লোকটা দুরাত্মা, এই অস্ত্রটা ধরুন,
মুরের কাছ থেকে এটা এইমাত্র ছিনিয়ে নিয়েছি;
বাইরে পাহারা দিন, দেবেন না ওকে চলে যেতে,
যদি যায় হত্যা করবেন; আমি যাই পাষণ্ডকে
ধরি, সেটা নরকের কীট।

[মণ্টানো ও গ্রাশিয়ানোর প্রস্থান]

ওথেলো। আমার পৌরুষও গেছে,
সামান্য শিশুও তাই কেড়ে নেয় হাত থেকে অসি;
সুনাম যখন গেছে গৌরব বজায় রাখা কেন?
যায় যাক সব।

এমিলিয়া। দেবী, কী আভাস তোমার গানেতে ছিল?
শোন, তুমি শুনতে পাচ্ছ? মরালের মত গান গেয়ে
আমার জীবন ফুরোবে : [গান] 'কান্না, আহা, কান্নাভরা গান।'

মুর, দেবী সতী, নিষ্ঠুর, তোমাকে সে ভালোবাসত।
এই সত্যি কথা বলে আমার আত্মার শান্তি হোক;
আমার মনের কথা বলে আমি যাই, আমি চলি। [মৃত্যু]

ওথেলো। আরেকটা অস্ত্র আছে আমার এ ঘরে,
স্পেন থেকে আনা, তীক্ষ্ণধার কঠিন সে অসি;
এই তো এখানে; তাত, আমি বাইরে আসছি।

গ্রাশিয়ানো। [নেপথ্য থেকে] যদি চেষ্টা কর তবে নিদারুণ মূল্য দিতে হবে;
তুমি অস্ত্রহীন, অবশ্যই কষ্ট পাবে।

ওথেলো। তাহলে ভেতরে এসে একবার কথা কয়ে যান,
নইলে নিরস্ত্র আমি, এ ভাবেই কিন্তু হানা দেব।

[গ্রাশিয়ানোর প্রবেশ]

গ্রাশিয়ানো। কি ব্যাপার?

ওথেলো। দেখুন, আমার আরো এক অস্ত্র আছে,
এর চেয়ে ভালো কিছু সৈনিকের কটিবন্ধে কভু
পায়নি আশ্রয়; এ জীবনে এমন গিয়েছে দিন,
যখন এ তুচ্ছ বাহু ওই তরবারিটুকু নিয়ে
আপনার এ বাধার বিশগুণ বাধা ভেদ করে
অক্লেশে করেছে পথ। যাক, মিথ্যে গর্ব,
নিয়তিকে কে বাঁধতে পারে? সেদিন নেইক আর।
ভয় নেই, ভয় নেই, যদিও সশস্ত্র আমি;
এ আমার যাত্রা শেষ, এখানেই সমাপ্তি আমার,
এ জীবন তরণীর এইখানে দিকপ্রান্ত সীমা।
ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন? মিথ্যা ভয়, ভিত্তিহীন;
শুষ্ক তৃণদণ্ড দিয়ে ওথেলোকে করুন আঘাত,
তাতেই সে পড়ে যাবে। কিন্তু ওথেলো কোথায় যাবে?
এখন, তোমাকে দেখি দেখাচ্ছে কেমন? হা অভাগী,
সাদা যেন অঙ্গবাস; পরলোকে দেখা হলে পরে
তোমার ও দৃষ্টিশেল স্বর্গ থেকে আমার আত্মাকে
হানবে অতলে, পিশাচে তা ছিঁড়ে নেবে। হিম, হিম,
হিমেল তুষার, ঠিক সতীত্ব তোমার; ওঃ হতভাগা!

পিশাচেরা, আমাকে চাবুক মারো;
কাড়ো, কাড়ো, এই স্বর্গদর্শনের অধিকার,
ঝঞ্ঝায় তাড়িত কর, দগ্ধ কর গন্ধক খনিতে,
আমাকে ধুইয়ে দাও আগুণের তরল প্রপাতে!
ওঃ ওঃ ডেসডিমোনা! ডেসডিমোনা! নেই, নেই!
ওঃ, ওঃ, ওঃ!

[লোডোভিকো, মণ্টানো, চেয়ারে উপবিষ্ট কেসিও,
কর্মচারীগণ ও বন্দী অবস্থায় ইয়াগোর প্রবেশ]

লোডোভিকো। কোথা সেই হঠকারী, হতভাগা লোকটা কোথায়?
ওথেলো। যে ছিল ওথেলো; আমি এখানে রয়েছি।
লোডোভিকো। কোথা সেই কালসাপ? নিয়ে এস শয়তানটাকে।
ওথেলো। আমি ওর পাদুটো দেখছি; নাঃ সব গল্পকথা;
শয়তান হোস যদি তোকে হত্যা অসাধ্য আমার।
[ইয়াগোকে অস্ত্রাঘাত]
লোডোভিকো। অস্ত্র কেড়ে নাও।
ইয়াগো। শুধুই জখম, মরিনি কিন্তু।
ওথেলো। তাতে ক্ষুব্ধ নই; আমি চাই তুই বেঁচে থাক;
কারণ, আমার মনে হয়, মরণেই সুখ আছে।
লোডোভিকো। ওথেলো, ওথেলো, তুমি এককালে কত ভালো ছিলে;
পাষণ্ডের কুচক্রে আজ কী তোমার অধোগতি,
তোমাকে কি আর বলি?
ওথেলো। যা খুশী, বলুন,
শ্রদ্ধেয় ঘাতক এক বলতে পারেন : কারণ যা
করেছি তা করিনি ঘৃণায়, করেছি সম্মান রাখতে।
লোডোভিকো। পাষণ্ডটা কিছু তার শয়তানি করেছে স্বীকার।
কেসিওকে বধ করতে ওর সঙ্গে ষড় করেছিলে?
ওথেলো। হ্যাঁ।
কেসিও। সেনাপতি, আপনার বিরাগের কিছু তো করিনি।
ওথেলো। আমি তা বিশ্বাস করি, আমাকে মার্জনা ক'রো;
করবে জিজ্ঞাসা ওই মূর্ত শয়তানটাকে
ইহ-পরকাল কেন এভাবে সে মজালো আমার?

ইয়াগো। জানতে চাইবেন না কিছু, জেনেছেন যা জানেন।
এ মুহূর্ত থেকে আর কথা কইব না।

লোডোভিকো। ঈশ্বরের নামও নেবে না?

গ্রাশিয়ানো। যন্ত্রণায় মুখ খুলবে।

ওথেলো। ধরেছিস সেরা পথ।

লোডোভিকো। যা ঘটেছে এইবারে জানবে তুমি, মনে হয়
তুমি তা জানো না। এই চিঠিখানা ছিল
নিহত রোডারিগোর জামার পকেটে;
এই আরেকটা, এর একটাতে জানা যাচ্ছে
কেসিওকে হত্যা স্থির, আর তাই সমাধা করবে
রোডারিগো নিজে।

ওথেলো। শয়তান!

কেসিও। নরাধম, নৃশংস পিশাচ!

লোডোভিকো। এই আরেকটা চিঠি অসন্তোষে লেখা,
এটাও পকেটে ছিল তার; এটা পড়ে মনে হয়
রোডারিগো চিঠিখানা পাষণ্ডকে দিতে চেয়েছিল,
কিন্তু, সম্ভবত, ইয়াগো আগেই এসে পড়ে
দিয়ে দেয় চরম জবাব।

ওথেলো। পাষণ্ড, নরকের কীট!
কেসিও, আমার স্ত্রীর একটা রুমাল
কি করে তোমার হাতে এল?

কেসিও। পেয়েছি আমার ঘরে;
এইমাত্র ওই নিজে করেছে স্বীকার,
ওর মতলব মত বিশেষ উদ্দেশে
ওই ওটা ফেলে এসেছিল।

ওথেলো। হারে মূঢ়, মূঢ় ওরে!

কেসিও। এ ছাড়াও রোডারিগো ইয়াগোকে কি ভাবে যে
শাপান্ত করেছে, তার চিঠিতেই জানা যায়; তারই
নির্দেশে সে পাহারায় আমাকে চটিয়ে দেয়, ফলে
বরখাস্ত হই আমি; বহুক্ষণ মৃতপ্রায় থেকে
এইমাত্র বলেছে সে, তাকে মেরেছে ইয়াগো, সেই
তাকে প্ররোচিত করে।

লোডোভিকো। তোমাকে এ ঘর ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে;
রইল না তোমার কোন ক্ষমতা ও অধিকার;
সাইপ্রাস কেসিওর শাসনে থাকবে। এর জন্যে,
এমন নিষ্ঠুর কোন শাস্তি যদি থাকে,
যন্ত্রণা দুঃসহ যাতে অথচ জীবন টিকে থাকে,
সেই শাস্তি এর প্রাপ্য; তুমি থাকবে বন্দীদশায়,
ভেনিসের রাজসভা যতদিন তোমার কী দোষ
ঠিকমত না জানছে; এসো, ওকে নিয়ে যাও।

ওথেলো। শান্ত হন, দুটো কথা বলতে দিন :
কিছু সেবা করেছি দেশের, সবাই তা জানে;
সে কথা এখন থাক। আপনাকে শুধু অনুরোধ,
নিদারুণ এ ঘটনা জানাবেন চিঠিতে যখন,
বলবেন ঠিক যা ঘটেছে; লিখবেন না কম করে
অথবা বিদ্বেষে; পরে, বলবেন ছিল একজন,
প্রেমে সে ছিল না বিজ্ঞ, ছিল সে বড়ই অন্ধ;
ঈর্ষা তার সহজে জাগে না, অথচ তা জাগে যদি
হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়; মূঢ় বর্বরের মত
নিজ হাতে ছুঁড়ে ফেলে মাণিক এমন, মূল্য যার
পরিমাণহীন; তার আনত দুচোখ বেয়ে,—
যে চোখ হয়নি কভু জলভারে নত,—
ঝরছে অঝোরে অশ্রু, আরবীয় তরু থেকে যেন
অবিরাম ওষধির ধারা; একথা রাখুন লিখে;
সেই সঙ্গে লিখবেন, একবার আলেপ্পো নগরে
বদমাস তুর্কী এক, মাথায় উষ্ণীষ, ভেনিসের
নিন্দা করে, গায়ে হাত তোলে এক ভেনিসবাসীর,
আমি সেই বেআদব কুত্তাটাকে টুঁটি টিপে ধরে
এভাবে আঘাত করি। [নিজের বুকে অস্ত্রাঘাত]

লোডোভিকো। কী রক্তাক্ত পরিণাম!

গ্রাশিয়ানো। ব্যর্থ হল যা কিছু বলেছি।

ওথেলো। তোমাকে হত্যার আগে চুম্বন করেছি, আমি তাই
নিজেকে হত্যার পরে একটি চুম্বন রেখে যাই।

[শয্যায় পতন ও মৃত্যু]

কেসিও। এই ভয় ছিল, তবে তিনি নিরস্ত্র ভেবেছি,
কারণ ছিলেন তিনি উদার হৃদয়।

লোডোভিকো। [ইয়াগোকে] হীন পশু!
মহামারী, মহার্ণব, হাহাকার থেকে ভয়ংকর
চেয়ে দেখ শয্যার এ শোকাবহ ভার।
তোর এই অপকীর্তি। এই দৃশ্য দৃষ্টির কলুষ,
ঢাকা দিয়ে দাও; গ্রাশিয়ানো, রইল এ গৃহ
আপনার অধিকারে, সেই সঙ্গে মুরের যা কিছু,
যেহেতু তা আপনার প্রাপ্য। তুমি, রাজপ্রতিনিধি,
তোমাতে রইল ন্যস্ত পাষণ্ডের দণ্ডের বিধান,
স্থান, কাল, নির্যাতন—সব; ক'রো তা পালন!
ক্ষণেক এখানে নয়, যাত্রা করি, এ গুরু ঘটনা
গুরুভার হৃদয়েতে রাজ্যে ফিরে করিগে রটনা।

॥ যবনিকা ॥